The parliament face

A journal towards people

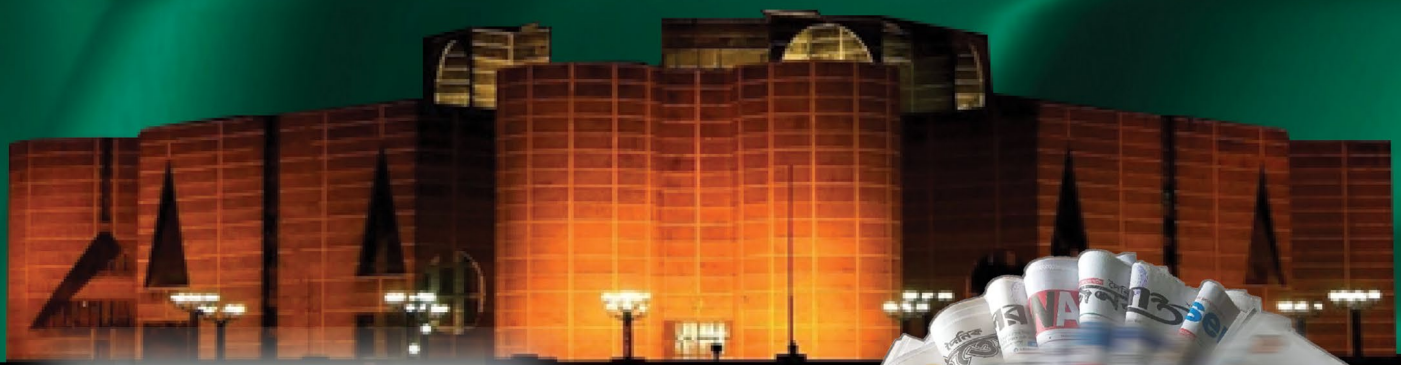

১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর গণমাধ্যম চিত্র: ডেটলাইন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

জনতা ব্যাংক স্পীডি ফরেন রেমিট্যান্স পেমেন্ট সিস্টেম

প্রবাসে বুকিং দেয়া মাত্রই দেশে তাৎক্ষণিক পরিশোধ...

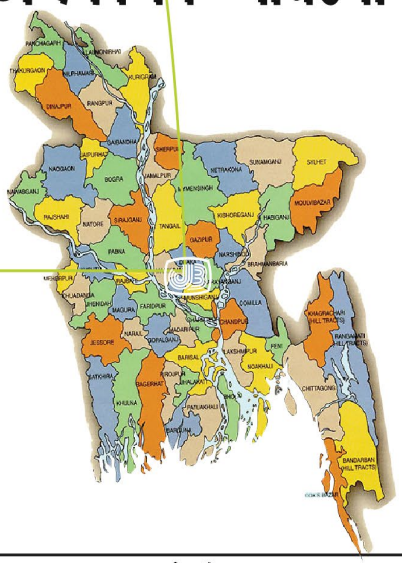

পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে বুকিং দেয়ার সাথে সাথে আপনার আপনজনের কাছে অর্থ পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব।

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ করে কষ্টার্জিত অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন ও দেশের অগ্রগতিতে শরীক হউন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন , ফরেন রেমিটেন্স ডিপার্টমেন্ট ঃ প্রধান কার্যালয়: ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন : +৮৮-০২- ৯৬১৫৩০৬, +৮৮-০২-৯৫১৫৩০৪, +৮৮-০২- ৯৫১৫৩০৫, +৮৮-০২-৯৫১৩৯৪৫ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৬৪৬৪৪ E-mail: jbceftoperation@janataremitt.com.bd

Website: www.jb.com.bd

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

BURO programs pivot on *Clients' Choice*

BURO Bangladesh

beside the poor since 1989

HEAD OFFICE

House # 12/A
Road # 104
Block # CEN(F)
Gulshan-2
Dhaka-1212
Bangladesh

TEL
880-2-9861202
880-2-9884834

FAX
880-2-9884832
880-2-9858447

EMAIL
buro@burobd.org
zakir@burobd.org

WEB
www.burobd.org

design : communicator

Ref. SAVEUR, USA
(Feb 2007)

হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্রে আসুন
হলিস্টিক চিকিৎসা গ্রহণ করুন
সুস্থ, সবল ও দীর্ঘ জীবন লাভ করুন

সারাদেশেই রয়েছে হামদর্দ-এর চিকিৎসা কেন্দ্র
চিকিৎসাসেবা: প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত

ব্যবস্থাপত্রের জন্য কোন টাকা নেয়া হয় না

১৯০৭ সাল থেকে প্রতিটি ঘরে ঘরে জনপ্রিয় নাম

রুহ্ আফজা

স্বর্গীয় অমৃত সুধা, অনিন্দ্য সুন্দর নাম

ইফতার ও সাহ্‌রিতে এক গ্লাস/২০০ মিলি বরফ শীতল পানিতে ৩ টেবিল চামচ/৫০ মিলি রুহ্ আফজা মিশিয়ে পান করুন। শরীর থাকবে চাঙ্গা ও সতেজ, বুঝতেই দেবে না সারাদিনের রোজার ক্লান্তি।

শরবতসহ বিভিন্ন মজাদার রেসিপির জন্য
www.roohafza.com.bd

হামদর্দ ভবন ৯৮-৯৯ বীর উত্তম সি.আর.দত্ত সড়ক, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
www.hamdard.com.bd, www.hamdard.tv
marketing@hamdard.com.bd, info@hamdard.com.bd
Follow us on
Hamdard Roohafza, hamdardbd
Download App Hamdard Bangladesh

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ
১৯০৬ সাল হতে মানব সেবায় নিবেদিত অনন্য প্রতিষ্ঠান

উপদেষ্টা
মহসীনুজ্জামান চৌধুরী বাবুল

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
আলমগীর শাহজাহান রেজা

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপ্রধান
রীনা জামান

সম্পাদক
মো. মনজুর আলম

নির্বাহী সম্পাদক
এ এস এম নজরুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
মনজুরুল ইসলাম মেঘ

সম্পাদনা সহকারী
শাহেদ মোরশেদ

প্রতিবেদক
মো. কামরুজ্জামান হিমু
শেখ লিমন

মার্কেটিং ব্যবস্থাপক
মাহ্‌বুব আলম

গ্রাফিক্স ডিজাইনার
প্রিয়াংকা প্রিয়া

নিয়মিত লেখক
প্রফেসর ড. প্রদীপ কুমার পান্ডে
মোস্তফা কামাল
মো. শাহাবুদ্দিন
দীয়া সিমান্ত
সহযোগী অধ্যাপক মামুন আ. কাইয়ুম
প্রভাষক শুভ কর্মকার

মূল্য: ১০০ টাকা

যোগাযোগ:
টেকওয়ার্ল্ড, ২য় তলা
৪০৪, গোলাম রসুল টাওয়ার, দিলু রোড, ইস্কাটন, ঢাকা

শেফালী গার্ডেন
ফ্ল্যাট-৬/সি, ৩৩/৩ আজিমপুর রোড,
লালবাগ,ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৯০৭৯২৯৩৭৬

এস আর লাকী
১৯, বাসাবাড়ি লেন(৪র্থ তলা)
তাঁতীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৯১৮১৬২৫৭৫

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

সংখ্যা ঃ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সম্পাদকীয়

৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধ ও একসাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা এবং প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। ৭২-এ রচিত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান। ৯০'র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গণঅভ্যুত্থান এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন। সকল অর্জনই সম্ভব করেছে এপার বাংলার সূর্য সন্তানেরা। সেই বাংলার সূর্য সন্তানদের গৌরদীপ্ত মাতৃভুমি বাংলাদেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও মেহনতি মানুষের আশা আকাঙ্খার বাতিঘর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। সংবিধানের আলোকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে সুখি সমৃদ্ধ নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে। জনপ্রতিনিধিগণ স্ব স্ব এলাকার উন্নয়নে আইন প্রণয়ন করেন এবং তা বাস্তব প্রয়োগে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত নিয়োজিত থাকেন। মোদ্দাকথা জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের সেবায় নিযোজিত থাকার জন্য নির্বাচিত হন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য। দ্য পার্লামেন্ট ফেইস সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশের লক্ষ্য জনপ্রতিনিধিদের জনকল্যানে প্রণোদিত উন্নয়নকর্ম প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছে দেয়া, জনপ্রতিনিধি ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির প্রত্যাশা প্রকাশ করা এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশিত সোনার বাংলা গড়তে ভুমিকা পালনে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা। পত্রিকার এসংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে বহু আঙ্গিকে আলোচিত সমালোচিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভিত্তিক পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন, বাংলা হরফে লেখার যৌক্তিকতা, বীর মুক্তিযোদ্ধার রণাঙ্গনের কাহিনী, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ভোটারের এগিয়ে যাওয়া, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নাগরিক প্রত্যাশা, তৃণমুল ভাবনা, ইয়ং ভয়েস এবং দেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত শিরোনামের তুলনামুলক বিশ্লেষনধর্মী প্রতিবেদন।

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত প্রত্যাশি দ্য পার্লামেন্ট ফেইস পথচলার প্রেরণা খোজেঁ প্রাণপ্রিয় পাঠককুলের মাঝে। প্রত্যয় রাখতে চায় পাঠকের সামনে সত্যপ্রিয় তথ্যকে অকৃত্রিম স্পষ্ঠভাবে প্রকাশের। সাপ্তাহিকটি প্রতিটি লেখা তথ্যসূত্র সমৃদ্ধ সমেত উপস্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করার অঙ্গীকারবদ্ধ। লেখাগুলোর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ এবং লেখক-গবেষকবৃন্দ সকলকে দ্য পার্লামেন্ট ফেইস এর পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস সমাজের প্রতিস্তরের দায়িত্বে নিয়োজিতদের কাজের জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে প্রভাবিতকরণের প্রত্যয় রাখে। গণমানুষের অধিকার সমুন্নত রাখতে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে জনমানুষের সেতুবন্ধনে কাজ করার প্রত্যাশী দ্য পার্লামেন্ট ফেইস। সামাজিক মূল্যবোধ, সততা, নৈতিকতা, মানবতা, ন্যায্যতা, সামাজিত সম্মানবোধ, শৃংখলাবোধ, কর্মে নিষ্ঠাবোধসহ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত থাকুক সমাজ-সংসার-জাতি দ্য পার্লামেন্ট ফেইসের প্রত্যাশা এইসবে কাজ করে যাবো অবিরত। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে থাকবো না বিরত।

সূ|চি|প|ত্র

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

একাদশ জাতীয় সংসদ: বাংলাদেশের প্রথম সর্বদলীয় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ৮
মনজুরুল ইসলাম মেঘ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : জনপ্রত্যাশা ১৮
ড. প্রদীপ কুমার পান্ডে
মামুন আ. কাইউম

বহু প্রত্যাশিত জাতীয় নির্বাচন ২০১৮: নতুন মেরুকরণ ২০
দ্বীয়া সিমান্ত ও ফাবি নাহিয়ান

১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর গণমাধ্যম চিত্র: ডেটলাইন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ ২৩
দ্বীয়া সিমান্ত

বীরবিক্রম শাহজাহান সিদ্দিকীর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ৩৩
দীয়া সিমান্ত ও নাজনীন নাহার

একজন বিনয়ী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আশরাফ ৪০

একাদশ জাতীয় সংসদের পথচলা: ৩১ জানুয়ারী ২০১৯ ৪২
কামরুজ্জামান হিমু

১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন: নারীর এগিয়ে যাওয়া ৪৪
রুহী শামসাদ আরা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ: পত্র পত্রিকার ভাস্য ও কিছু কথা ৪৭
মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যগণ: জনমানুষের প্রতিনিধি ৫০

তৃণমূল ভাবনা ৬৬

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: ইয়ং ভয়েস ৭১
নিউজ প্রতিবেদন

'রোমান' হরফ নয় 'বাংলা' হরফেই একুশের মর্যাদা ৭৬
শুভ কর্মকার

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: বহুমুখী তাৎপর্য ৭৮
মোস্তফা কামাল

একাদশ জাতীয় সংসদ সদস্য পদে শপথ নেয়া সদস্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৮০

সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী সাংসদ ১২৫

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

সংখ্যা ঃ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সূচিপত্র

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

জাতীয় সংসদের ৩৫০টি আসনের বিপরীতে ৩০০ জন সাংসদ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ১৫১টি বা তার বেশি আসনে যে দল জয়ী হন তারাই সরকার গঠন করেন।

দেখুন পৃষ্ঠা ০৯

গণতন্ত্রই একটি দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই কথা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রমাণিত। আজ আমরা আর্থ সামাজিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি।

দেখুন পৃষ্ঠা ৪৩

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে এবং বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে একটি ব্যতিক্রমী দেশ হিসেবে চিনতে শুরু করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে 'তলাবিহীন ঝুঁড়ি'র তকমা থেকে আজ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। আজ বিশ্ব নেতাদের অনেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করছেন।

দেখুন পৃষ্ঠা ১৮

একাদশ সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের আধিক্য লক্ষ্যনীয়। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচনে বেশীসংখ্যক নারী বিজয় লাভ করেছেন। ৬৮জন নারী সরাসরি ভোটে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং ২২টি আসনে নারীরা জয়লাভ করেন যাদের মধ্যে ১৯জন আওয়ামী লীগের, ২জন জাতীয় পার্টি থেকে আর ১জন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে। এছাড়া এবারের জাতীয় নির্বাচনে স্বাধীনতার পরে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৮জন সংখ্যালঘু নারী তাদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়েছেন।

দেখুন পৃষ্ঠা ৪৫

একাদশ জাতীয় সংসদ: বাংলাদেশের প্রথম সর্বদলীয় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন

মনজুরুল ইসলাম মেঘ

দেশের মালিক ভোটার :

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জন্মগত ভাবে বাংলাদেশী প্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছর উর্ধে) যে কোন নাগরিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। অর্থাৎ কোন নাগরিক ভোটার হবার জন্য কমপক্ষে তাকে ১৮ বছর পূর্ণ হতে হবে। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের প্রায় ২২ শতাংশ ভোটারের বয়স ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। এসব তরুণের বড় অংশ প্রায় ১ কোটি ২৩ লাখ এবারই প্রথম ভোটার হয়েছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনেও নতুন ভোটার ছিল প্রায় ১ কোটি ৩৭ লাখ। সেবার অর্ধেকের বেশি আসনে ভোট না হওয়ায় (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) এবং বিএনপি জামায়াতের নির্বাচন বর্জনের কারণে বাকি আসনে নতুনদের একটা অংশ ভোট দিতে পারেনি। ফলে এবারের সংসদ নির্বাচনে এই তরুণেরাও প্রথম ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়। প্রথমবার ভোট দিতে যাওয়া তরুণের সংখ্যাটি বেশ বড়। আড়াই কোটির মতো। এরা দেশের মোট ভোটারের চার ভাগের এক ভাগ।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ১০ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার ৪৮০ জন। ২০১৪ সালের নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৯ কোটি ১৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৬৭ জন এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৮ কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৩ জন। অর্থাৎ ১০ বছরের ব্যবধানে ভোটার বেড়েছে ২ কোটি ৩১ লাখ ৩ হাজার ৪৭৭ জন।

সাধারণত প্রতিবছর ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় যাদের বয়স ১৮ বা তার বেশি, তাঁদের ভোটার করা হয়। ১৮ এর চেয়ে বেশি বয়সের এমন অনেকেই ভোটার হন, যাঁরা আগে ভোটার হতে পারেনি। বিশেষত প্রবাসীদের অনেকেই ১৮ বছর বয়সের অনেক পরে ভোটার হয়ে থাকেন। তবে সে সংখ্যা খুব বড় নয়। আবার ১০ বছরে ২ কোটি ৩১ লাখ ভোটার বাড়লেও প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে আরও বেশি সংখ্যক নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন। কারণ, ১০ বছরে কয়েক লাখ মৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। প্রতিবছর গড়ে ২২ থেকে ২৪ লাখ নতুন ভোটার তালিকায় যোগ হয়। সব মিলে ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়সী ভোটারের সংখ্যা ২ কোটি ৩১ লাখের বেশি হতে পারে।

ভোটারদের আকৃষ্টি করার চেষ্টা:

২০০৮ সালের নির্বাচনে তরুণদের আকৃষ্ট করতে **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'** ধারণা সামনে এনেছিল আওয়ামী লীগ। সেবার বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছিল মহাজোট। এবারও তরুণদের আকৃষ্ট করতে নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারাবাহিকতায় অনেক কিছু রেখেছিলো আওয়ামী লীগ । অন্যদিকে বিএনপি মনে করছে, তরুণদের একটি বড় অংশ ক্ষমতাসীনদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছে; বিশেষ করে সরকারের শেষ দিকে এসে কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে সরকারের ভূমিকা তরুণদের একটি বড় অংশকে ক্ষুব্ধ করেছে মনে করে বিএনপিও তরুণদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে ইশতেহারে, তবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে বিএনপি ইশতেহারে কিছু না বলায় সমালোচনায় পড়ে। বামজোটও দুঃশাসন, জুলুম-লুটপাটতন্ত্র প্রতিহত, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের উপর জোর দিয়ে ইশতেহার প্রকাশ করে।

ভোটের জোয়ার-ভাটা:

সরকারি হিসাবে দেশে এখন বেকার প্রায় ২৭ লাখ। বাংলাদেশে প্রতিবছর ২০ লাখ তরুণ শ্রম বাজারে প্রবেশ করছেন। আর গড়ে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে প্রায় ১৩ লাখ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলছে, মাত্র সাত বছরে বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে

বেকারত্বের হার দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আর উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারের হার বেশি। বিগত নির্বাচনগুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নির্বাচনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ভোটের ব্যবধান খুব সামান্য। এই অবস্থায় তরুণ ভোটারদের যে দল বা জোট যত বেশি টানতে পারবে, তারা তত বেশি লাভবান হবেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা:

বিএনপির ভোট বর্জনের মধ্যে গঠিত দশম সংসদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি, সেই সংসদের মেয়াদ ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ শেষ হতো। ২০১৯ সালের ২৮ জানুয়ারির আগের ৩০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেই অনুসারেই তফসিল ঘোষণা করে ইসি। তফসিল ঘোষণার ভাষণে সিইসি একাদশ নির্বাচনে সকল দলের অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করে নিজেদের মতানৈক্যের অবসান আলোচনার মাধ্যমে ঘটাতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান এবং একটি অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন প্রত্যাশা করেন।

২৩ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণের দিন রেখে একাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নরুল হুদা। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, এই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত, তা বাছাইয়ের জন্য ২২ নভেম্বর, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৯ নভেম্বর ধার্য করা হয়, তার ২৩ দিন পর ভোটগ্রহণ। ২৯ নভেম্বর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর ৩০ নভেম্বর প্রতীক বরাদ্দ । সেক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র জমার জন্য ১২ দিন সময় দেওয়া হয়েছিলো এবং প্রচারণার জন্য ২১ দিন সময় এর কথা বলা হয়।

তফসিল ঘোষণার ঠিক আগে মতবিভেদ কাটাতে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপ হলেও তাতে কোনো সমঝোতা হয়নি। বিএনপিকে নিয়ে গঠিত ড. কামাল হোসেনের জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে, সংসদ ভেঙে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। অন্যদিকে সংবিধানের বাইরে কোনোভাবেই যেতে নারাজ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জোট। দুই দফা সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার পর, ফের আলোচনার আশা রেখে তফসিল পেছানোর আহ্বান ছিল ঐক্যফ্রন্টের; কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের সমর্থন পাওয়ার পর তফসিল ঘোষণার পথেই হাঁটেন ইসি। তফসিল ঘোষণা করে সরকারবিরোধী জোটকে আশ্বস্ত করে সিইসি বলেন, নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সংলাপ চলার মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নিজেদের বৈঠকের প্রেক্ষাপটে সিইসি দাবি করেন সার্বিকভাবে দেশে ভোটের অনুকূল আবহ সৃষ্টি হয়েছে। সহিংসতা ও বর্জনের মধ্যে দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে একাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন প্রতিহিংসা ও সহিংসতায় পরিণত না হয়, সে দিকে দৃষ্টি দিতে সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান সিইসি নূরুল হুদা এবং বহুল আলোচিত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) ব্যবহারের কথাও উলেখ্য করেন সিইসি। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ইভিএমের পক্ষে অবস্থান জানালেও তার ঘোর বিরোধিতা করে বিএনপিসহ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।

তিনি জাতিকে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন উপহার দেয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। দলমত নির্বিশেষে সবার ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বিঘ্নে বাড়ি ফেরার আশ্বাস দিয়ে সিইসি বলেন, "নির্বাচনী প্রচারণায় সকল প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন আচরণ ও "নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড" নিশ্চিত করার সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের দাবির প্রেক্ষাপটে নির্বাচন ২৩ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ৩০ ডিসেম্বর ধার্য করে নির্বাচন কমিশন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও ভোট কেন্দ্র:

জাতীয় সংসদের ৩৫০টি আসনের বিপরীতে ৩০০ জন সাংসদ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ১৫১টি বা তার বেশি আসনে যে দল জয়ী হন তারাই সরকার গঠন করেন। জোটগতভাবেও ১৫০টির বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠিত হতে পারে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ৩০শে ডিসেম্বর ৩০০ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঠিক হলেও ২৯৯টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গাইবান্ধা-৩ আসনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ২৭শে জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ।

৩০০ আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচনে এবার ভোট ছিল ১০ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার ৪৮০ ভোটার। এরমধ্যে পুরুষ ৫ কাটি ২৫ লাখ ৪৭ হাজার ৩২৯ জন ও নারী ৫ কোটি ১৬ লাখ ৪৩ হাজার ১৫১ জন। সর্বশেষ দশম সংসদ নির্বাচনে ভোটার ছিল ৯ কোটি ১৯ লাখ ৪৬ হাজার ২৯০ জন। এতে ভোট কেন্দ্র ছিল ৩৭,৭১১টি; যাতে ভোটকক্ষ ১ লাখ ৭৯ হাজার ৫৩টি।

সিইসি জানান, নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার ভোট কেন্দ্রের বাছাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এবার সম্ভাব্য ভোট কেন্দ্র ৪০ হাজার ১৯৯টি। এতে ভোট কক্ষ থাকবে ২ লাখ ৬ হাজারেরও বেশি। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে ৫টি করে

ভোট কক্ষ থাকে। ভোটের ১৫দিন আগে কেন্দ্রের গেজেট প্রকাশ করে ইসি। এই প্রথম নির্বাচনী এজেন্টগণের প্রশিক্ষণ এবং ফলাফল হাতে না নিয়ে পোলিং এজেন্টগণকে কেন্দ্র না ছাড়ার নির্দেশও প্রদান করা হয়। সিইসি আরো জানান, নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৭ লাখ কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিচারিক ক্ষমতা:

সারা দেশে ১ হাজার ৩২৮ জন নির্বাহী হাকিম এবং ৬৪০ জন বিচারিক হাকিম আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেন। কোন অপরাধ সংগঠিত হলে তাৎক্ষণিক ভাবে বিচার করে শাস্তি দিতে পারবেন তারা। এছাড়াও ১২২টি নির্বাচনী তদন্ত কমিটির ২৪৪ জন সদস্য নানান অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কাজ করবেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা:

জেলা পর্যায়ে ৬৬ জন রিটার্নিং অফিসার এবং উপজেলা পর্যায়ে ৫৮২ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার। তাদের অধীনে ২ লাখ ৭ হাজার ৩১২ জন সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার এবং ৪ লাখ ৬২৪ জন পোলিং অফিসার ভোট গ্রহণের সময় যুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তায় যুক্ত যারা :

পুলিশ, র‍্যাব, সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার, গ্রাম পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মোট ৬ লাখ ৮ হাজার সদস্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে পুলিশ (১ লাখ ২১ হাজার), আনসার (৪ লাখ ৪৬ হাজার), গ্রাম পুলিশ (৪১ হাজার), র‍্যাব (১৮ হাজার), বিজিবি (২৯ হাজার ৪৯০), সেনা সদস্য (১২ হাজার ৪২০), নৌবাহিনী (১ হাজার ৪৪০), কোস্টগার্ড (১ হাজার ২৬০) দায়িত্ব পালন করেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশি-বিদেশী পর্যবেক্ষক:

৮১টি দেশি পর্যবেক্ষক সংস্থার ২৫ হাজার ৯০০ জন প্রতিনিধি, ৩৮ জন (ফেমবোসা, এএইএ, ওআইসি ও কমনওয়েল্থ থেকে আমন্ত্রিত) বিদেশি পর্যবেক্ষক । এছাড়া বিভিন্ন বিদেশি মিশনের ৬৪ জন কর্মকর্তা ভোট পর্যবেক্ষণে থাকেন। দূতাবাস ও বিদেশী সংস্থায় কর্মরত আরও ৬১ জন বাংলাদেশিও নজর রাখেন জাতীয় নির্বাচনের দিকে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের খরচ :

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন খাত ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ৭০০ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করে নির্বাচন কমিশন।

জোট রাজনীতির শুরু :

বাংলাদেশে গত দুই দশক ধরে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর জোটবদ্ধ ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান সময়ে) ইতিহাসে প্রথম জোটের রাজনীতির সূচনা হয় ১৯৫৪ সালে। ওই নির্বাচনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অংশ নিয়ে বিপুল ব্যবধানে জয় পায়। এরপর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোনো জোট না হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে একাট্টা জনগণ আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৯ ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে সরকার বিরোধী সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। এটিই স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম জোট। ১৫ দফা ভিত্তিক এই জোটের অংশীদার ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সোশ্যালিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেলিনবাদী), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ও বাংলা জাতীয় লীগ। তাদের দাবি ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের পদত্যাগ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং সর্বদলীয় সরকার গঠন। এই জোট বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সে সময় জাসদের প্রতিষ্ঠা ও সরকার বিরোধী আন্দোলনের উত্তাপে এই জোটটি দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে ভাসানীর নেতৃত্বে আরেকটি জোট হয় এবং ভোটের পর ১৯৭৩ সালের ২২ মে ৩ দফা দাবিতে ভাসানীর সমর্থনে সাতদলীয় জোট গঠন করা হয়। জোটে ছিল জাসদ, ন্যাপ ভাসানী, বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেলিনবাদি) ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগ।

এছাড়াও ১৯৭৩ সালের ২০ এপ্রিল ১১টি সংগঠন নিয়ে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট। রাজনৈতিক নানা বিরোধিতার ভেতরে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর সরকারি দলের সঙ্গে ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও সিপিবির মধ্যে সমঝোতা তৈরি হয়। ১৪ অক্টোবর গঠিত হয় গণঐক্যজোট। এরপরে ১৯৭৪ সালে ১৪ এপ্রিল ভাসানীকে চেয়ারম্যান করে আরেকটি জোট 'সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্ট' গঠন করা হয়।

পঁচাত্তর পরবর্তী রাজনৈতিক জোট:

পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর থেকে রাজনৈতিক মেরুকরণ হয় নতুন করে। ক্ষমতার দৃশ্যপটে জিয়াউর রহমান নেপথ্যে থেকে গঠন করেন জাগদল। পরে এই জাগদল, মুসলিম লীগ (শাহ আজিজ), ন্যাপ ভাসানী, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি-ইউপিপি, বাংলাদেশ লেবার পার্টি ও বাংলাদেশ তফসিল জাতি ফেডারেশনের সমন্বয়ে গঠন করেন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট। জোটের চেয়ারম্যান হন জিয়াউর রহমান । অন্যদিকে আওয়ামী লীগ, সিপিবি, জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর), গণআজাদি লীগ ও পিপলস পার্টির সমন্বয়ে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর রহমান অংশ নেন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট থেকে। আর গণতান্ত্রিক জোট থেকে অংশ নেন এম এ জি ওসমানী।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টকে বিলুপ্ত করে জিয়াউর রহমান গঠন করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এরপর সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধীদের মধ্যে ঘটে নতুন নতুন মেরুকরণ। ওই বছরের শেষ দিকে সরকারবিরোধী আন্দোলন করতে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পাঁচটি বাম দলের সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করা হয়। ৮০ সালের শেষ দিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ১০ দলীয় জোট। এই জোট সরকারবিরোধী আন্দোলনে থাকলেও তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর তাঁর আমলে গড়ে ওঠা সরকারবিরোধী ১০-দলীয় জোট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একক প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তা ভেস্তে যায়। জোটভুক্ত দলগুলো আলাদা আলাদাভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন ড. কামাল হোসেন। আওয়ামী লীগ (মিজান), বাসদ, মজদুর পার্টি ও জাতীয় জনতা পার্টি মিলে নাগরিক কমিটি নামে জোট গঠন করে এম এ জি ওসমানীকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে। ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (হারুণ) ও সিপিবির সমন্বয়ে গঠিত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শিবির মোজাফফর আহমদকে প্রার্থী করে। জাসদ, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ও ওয়ার্কার্স পার্টির সমন্বয়ে গঠিত ত্রিদলীয় জোট প্রার্থী করে মেজর এম এ জলিলকে।

ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টির সমন্বয়ে গঠিত ওলামা ফ্রন্টের প্রার্থী হন মোহাম্মদ উলাহ হাফেজ্জী । নির্বাচনে ৬৫ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন বিচারপতি সাত্তার। ড. কামাল হোসেন পান ২৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ ভোট।

স্বৈর-শাসনামলের জোট :

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৮৩ সালে জোট রাজনীতিতে নানা মেরুকরণ ঘটে। আওয়ামী লীগ ও সমমনা দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় ১৫দলীয় জোট এবং বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত হয় ৭-দলীয় জোট।

আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বে গঠিত ১৫দলীয় জোটের শরিক দলগুলো ছিল আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ (মিজান), আওয়ামী লীগ (ফরিদ গাজী), জাসদ, বাসদ, গণআজাদী লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টি, ন্যাপ (হারুণ), ন্যাপ (মোজাফফর), সিপিবি, সাম্যবাদী দল (তোয়াহা), সাম্যবাদী দল (নগেন), জাতীয় একতা পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ও জাতীয় মজদুর পার্টি। আওয়ামী লীগ ভেঙে বাকশাল গঠন, মিজান চৌধুরীর জোট ত্যাগ, বাসদ-ওয়ার্কার্স পার্টিতে ভাঙন, সাম্যবাদী দলের দুই অংশের এক হওয়া, দুই ন্যাপ ও একতা পার্টির এক হওয়ার কারণে এই জোটে দলের সংখ্যা কখনো বেড়েছে কখনো কমেছে।

বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত ৭-দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিএনপি, ইউপিপি, গণতান্ত্রিক পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, ন্যাপ (নুরু) কৃষক শ্রমিক পার্টি ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ। এই জোটেও ভাঙন ছিল। ফলে জোটে দলের সংখ্যা কমেছে- বেড়েছে।

শুরু থেকে দুই জোট যুগপৎ আন্দোলনে যায়। পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের ১৪ অক্টোবর ঢাকায় জাতীয় গণসমাবেশের ঘোষণা দেয় দুই জোট ও জামায়াত। দুই জোট সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। ১৯৮৬ সালের ৭ মে সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচনে অংশ নেওয়া নিয়ে ১৫ দলে ভাঙন দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দল নির্বাচনে অংশ নেয়। এর প্রতিবাদে জোট থেকে বেরিয়ে যায় সাতটি দল। হাসানুল হক ইনুর জাসদ, মেননের ওয়ার্কার্স পার্টিসহ কয়েকটি বাম দল মিলে পাঁচদলীয় জোট গঠন করে। আর বিএনপির নেতৃত্বাধীন সাতদলীয় জোটও নির্বাচন বর্জন করে।

এরপর আওয়ামী লীগ জোট, বিএনপি জোট, বাম জোট ও জামায়াত মিলে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর এরশাদের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। ওই দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে ছয়জন নিহত হন। পরদিন শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দী করা হয়।

১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হলেও বিরোধী জোটগুলোর আন্দোলনের মুখে ৩ মার্চ নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়। তিন জোটসহ বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সরকার কৌশল করে আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে নামসর্বস্ব দলের সমন্বয়ে ১৪০ দলের সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) গঠনে সহায়তা করে। এই জোট পরিচিতি লাভ করে গৃহপালিত বিরোধী দল হিসেবে।

১৯৯০ সালের জুলাইয়ের শেষ দিকে আবারও তৎপর হয়ে ওঠে বিরোধী জোটগুলো। ১০ অক্টোবর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশি হামলায় ছয়জন নিহত হওয়ার পর ছাত্র সংগঠনগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। ২২টি ছাত্রসংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। ছাত্র আন্দোলনের চাপে একসঙ্গে বসতে বাধ্য হয় প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো। ১৯ নভেম্বর তিন জোট এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য রূপরেখা ঘোষণা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ৬ ডিসেম্বর পদত্যাগে বাধ্য হন সামরিক স্বৈরাচার এরশাদ।

খালেদা জিয়া'র প্রথম মেয়াদের জোট:

এরশাদের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে গড়ে ওঠা জোট বা ঐক্য অনেকটাই অকার্যকর হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন আটদলীয় জোটের শরিকেরা জোটবদ্ধ নির্বাচন করার চেষ্টা করলেও আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে একমত হতে পারেনি। পরে আওয়ামী লীগ বাদে আটদলীয় জোটের অন্য শরিকেরা এবং পাঁচদলীয় বাম জোটের সমন্বয়ে গঠন করা হয় গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট। এ সময় আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন দিলেও একক পর্যায়ে পাঁচটি দলকে ৩৬টি আসন ছেড়ে দেয়। এ কারণে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের ভেতরেও দেখা দেয় ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। অনেক আসনে এই জোটের প্রার্থীরা আটদলীয় জোটের প্রার্থী হয়েছেন, কোথাও গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী আবার কোথাও দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন।

অন্যদিকে, বিএনপি জামায়াতের সঙ্গে ৬৮ আসন ছাড়তে রাজি হয়। জামায়াত এই সমঝোতাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিত চাইলেও রাজি হয়নি। ওই সময় ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সমন্বয়ে ইসলামী ঐক্যজোট নামে আরেকটি জোট হয়। নির্বাচনে বিএনপি ১৪০ আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। আওয়ামী লীগ ৮৮, জাতীয় পার্টি ৩৫, জামায়াত ১৮, বাকশাল ৫, সিপিবি ৫, অন্যান্য দল ৬ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পান ৩টি আসন। এই সময়ে সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ (খালেক), জাসদ (ইনু), বাসদ (মাহবুব), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, সাম্যবাদী দল ও ঐক্য প্রক্রিয়া মিলে গঠন করে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। তারাও আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের মতো তত্ত্বাবধায়ক আন্দোলনে শামিল হয়।

শেখ হাসিনা'র প্রথম মেয়াদের জোট:

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর বিএনপি, জামায়াত ও সরকারের অংশীদার জাতীয় পার্টি সরকারের সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। আন্দোলনে নামে। জাতীয় পার্টি সরকারের তিন বছর যাওয়ার আগেই সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। জোট বাঁধে বিএনপির সঙ্গে। অবশ্য দলের মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বে দলে ভাঙন তৈরি হয় এবং তিনি সরকারের সঙ্গেই থেকে যান। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ১৯৯৯ সালে গড়ে ওঠে চারদলীয় জোট। বিএনপির নেতৃত্বাধীন এ জোটে যোগ দেন এরশাদের জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট। ৬ জানুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ, জামায়াতের আমির গোলাম আযম ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ফজলুল হক আমিনী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তা ঘোষণা করেন। অবশ্য এরশাদ এই জোটে বেশি দিন থাকতে পারেননি। তাঁকে জোট ছাড়তে হয়। সে সময় তাঁর দলে আবারও ভাঙন ধরে। নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বে একটি অংশ চারদলীয় জোটের অংশ হয়ে থেকে যায়। পরে এরশাদ ইসলামপন্থী কয়েকটি দল নিয়ে গঠন করেন ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।

আওয়ামী লীগের আমলে চারদলীয় জোট সক্রিয় ছিল নির্বাচন পর্যন্ত। আওয়ামী লীগ নির্বাচন করেছে এককভাবে। আর বিএনপি করেছে জোটবদ্ধভাবে এরশাদ করেছেন ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে। নির্বাচনে বিএনপি ও চারদলীয় জোট নিরঙ্কুশ বিজয় পায়।

বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময়ের জোট:

২০০১ সালে নির্বাচনে বড় জয়ের পর সরকার গঠন করে চারদলীয় জোট। যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত জামায়াতের দুই শীর্ষ নেতা (রাজাকার হিসাবে বাংলাদেশ সরকার তাদের বিচারের মাধ্যমে ফাসি দিয়েছেন) মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেও অন্য দুই দল থেকে কেউই স্থান পাননি। ইসলামী ঐক্যজোট থেকে আল্লামা আজিজুল হককে মন্ত্রী করার আলোচনা এলেও জোটের আরেক নেতা ফজলুল হক আমিনীর দ্বন্দ্বে তা ভন্ডুল হয়ে যায়। এই দ্বন্দ্বের জের হিসেবে জোট থেকে বেরিয়ে যান আজিজুল হক।

চারদলীয় জোটের শাসনের শেষ দিকে উলেখযোগ্য জোট ছিল ১১ দলীয় বাম জোট। জোটের অংশীদার ছিল সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, গণফোরাম, সাম্যবাদী দল, বাসদ (খালেক), বাসদ (মাহবুব), গণতন্ত্রী পার্টি, গণআজাদী লীগ, কমিউনিস্ট কেন্দ্র, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল।

২০০৫ সালে এই জোটের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঐক্য প্রক্রিয়া শুরু হলে সিপিবি, বাসদের দুই অংশ এবং শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ওই জোট থেকে বেরিয়ে যায়। অন্য সাতটি দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট গঠনে এগিয়ে যায়। এদের সঙ্গে যুক্ত হয় জাসদ (ইনু) ও ন্যাপ মোজাফ্ফর। গঠিত হয় ১৪ দলীয় জোট। এই জোট বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই সময় জোট রাজনীতিতে এরশাদকে নিয়ে শুরু হয় নতুন খেলা। প্রধান দুই জোটের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এরশাদ। এরশাদ কখনো চারদলীয় জোট, কখনো ১৪ দলীয় জোটের সঙ্গে থাকার কথা বলে রাজনীতিতে নিজের অবস্থানকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের চেষ্টা করেন।

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি নবম সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। এরশাদ ও খেলাফত মজলিসকে সঙ্গে নিয়ে মহাজোট গঠন করে ১৪ দলীয় জোট। ওই সময় ড. কামাল হোসেনের গণফোরাম, মাইজভান্ডারির তরিকত ফেডারেশন এবং বি. চৌধুরীর বিকল্পধারার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। একপর্যায়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান মাইজভান্ডারি। ড. কামালও বেরিয়ে যান ঐক্যফ্রন্ট থেকে। সংসদ নির্বাচনের আগ মুহূর্তে তাঁরা আবারও সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেন। গঠন করেন জাতীয় যুক্তফ্রন্ট। গণফোরাম ও বিকল্পধারার পাশাপাশি এ দলে ছিল ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর পিডিপি, জেনারেল ইব্রাহিমের কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ ফরোয়ার্ড পার্টি।

আওয়ামী লীগ মহাজোট গঠন করে নির্বাচনে অংশ নেয়। তাদের সঙ্গী ১৪ দল, এরশাদের জাতীয় পার্টি, এলডিপি ও খেলাফত মজলিস। আর বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট।

২০০৮ পরর্বতী জোট :

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি সরকার গঠন করেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট নেতা শেখ হাসিনা। জোটবদ্ধভাবে বিজয়ী হলেও জাতীয় পার্টির জি এম কাদের ও সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া ছাড়া কেউই মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি। এই সময়ে বিরোধী দলগুলো সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য জোট সম্প্রসারণে মনোযোগী হয়। ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল চারদলীয় জোট বিলুপ্ত করে ১৮ দলীয় জোট গঠনের ঘোষণা আসে। জোটের শরিক দলগুলো হলো- বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট, বিজেপি, খেলাফত মজলিস, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, এলডিপি, কল্যাণ পার্টি, জাগপা, এনপিপি, লেবার পার্টি, এনডিপি, বাংলাদেশ ন্যাপ মুসলিম লীগ, ইসলামিক পার্টি, ন্যাপ ভাসানী, ডেমোক্রেটিক লীগ ও পিপলস পার্টি। তারা সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিরোধী দল ও জোটের অংশগ্রহণ ছাড়াই নির্বাচন করে সরকার। সেই নির্বাচনে ১৫৩ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন প্রার্থীরা। ২০১৪ সালের নির্বাচনে মহাজোটের সরকার গঠনের পর দেশে সরকার বিরোধী রাজনীতিতে তেমন সাফল্য দেখাতে পারেনি বিরোধী জোটগুলি। তবে ১৮ দলীয় জোট একসময় ২০ দলীয় জোটে পরিনত হয়।

সংসদে জাতীয় পার্টি বিরধী দলের ভূমিকা পালন করেন এবং রওশন এরশাদ বিরোধী দলীয় নেতার আসন গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বিরোধী দলও গৃহপালিত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে পুরো মেয়াদে। সরকারের মেয়াদের শেষ বছরের মধ্যেই একাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন সরকার।

রাজনৈতিক জোট কেন গুরুত্বপূর্ণ :

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচনে সবগুলো দল আলাদা নির্বাচন করলেও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে বিএনপি। জামায়াতের সমর্থন ছাড়া বিএনপির পক্ষে সরকার গঠন সম্ভব ছিল না। একই অবস্থা তৈরি হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও জাতীয় পার্টির সহায়তা ছাড়া সরকার গঠন সম্ভব ছিল না। দলগুলোর মধ্যে ভয় কাজ করে সব সময় যদি তারা সরকার গঠন করতে না পারে, এ রকম একটা ভয় থেকে নির্বাচনী জোটের সূচনা। ফলে ২০০১ সালে নির্বাচনী চিত্র পাল্টে যায়। জামায়াতের সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচন করে বিএনপি। এর ফলে বিএনপি আবার সরকার গঠন কর।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর সরকার বিরোধী আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ ১৪ দলীয় জোট এবং একপর্যায়ে মহাজোট গঠন করে। আওয়ামী লীগের এই জোটে এমন রাজনৈতিক দলও এসেছে যাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আওয়ামী লীগের বিরোধিতার ভিত্তিতে। যেমন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জোটে একমাত্র জাতীয় পার্টি ছাড়া অন্য দলগুলোর তেমন কোন ভোট ব্যাংক নেই। অপর দিকে বিএনপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোটে একমাত্র জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্যদের ভোটের মাঠে তেমন কোন গুরুত্ব নেই। এ জোটে অনেক দলের নামও জানেন না ভোটারেরা। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জোটে এমন অনেক দল আছে, যারা এক ব্যক্তি, এক দল হিসেবে পরিচিত। পরিবারের সদস্যদের নিয়েই এসব দল গঠন করা হয়েছে। তাদের কোন অফিস নেই কিংবা কর্মীও নেই। রাজনীতিতে এসব জোটের কোন প্রভাব নেই। উভয় পক্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তাদের সাথে অনেক রাজনৈতিক দল আছে। একটা জোট থাকলে দলের নেতা-কর্মীদের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব থাকে। দু-একটা রাজনৈতিক দল আছে যাদের ভোট ব্যাংক না থাকলেও নেতাদের ব্যক্তি ইমেজ আছে। রাজনৈতিকভাবে তাদের তেমন একটা গ্রহণযোগ্যতা না থাকলেও, ব্যাক্তি ইমেজে সামাজিক কিছু গ্রহণযোগ্যতা আছে।

বড় রাজনৈতিক দলগুলো শুধু নির্বাচনী জোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। জোটের শরীক দলগুলো থেকে সরকারের অংশীদারও করছে। ২০০১ সালে বিএনপি যেমন মন্ত্রীসভায় জামায়াতে ইসলামীকে স্থান দিয়েছিল, ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগও সরকারের অংশীদার করেছে জাতীয় পার্টি, জাসদ, ওয়ার্কাস পার্টি এবং সাম্যবাদী দলকে।

একাদশ সংসদ নির্বাচন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট :

স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর এবার একাদশ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জোট রাজনীতিতে বড় ধরনের মেরুকরণ ঘটেছে। শুরুত সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট এবং ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ঐক্যফ্রন্ট গঠন হয়। পরে রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ও ড. কামাল হোসেন মিলে সরকার বিরোধী একটি জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। বিএনপিসহ সরকার বিরোধী দলগুলোকে একত্র করে এই উদ্যোগ শুরু হলেও জামায়াতকে সঙ্গে নেয়া না নেয়ার প্রশ্নে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে বাইরে চলে যান ডা. বি. চৌধুরী। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দলগুলোর মধ্যে রয়েছে গণফোরাম, নাগরিক ঐক্য, জেএসডি ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ এই ঐক্যে বিএনপি যোগ দেয়। এই জোটে রাজনৈতিক দলের বাইরে বিভিন্ন পেশার অনেকেই যুক্ত হন। বিএনপি একই সাথে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এবং ২০ দলীয় জোটের সঙ্গেও সম্পৃক্ত থাকে অপরদিকে ২০ দলীয় জোটের অন্যতম প্রভাবশালী দল নিবন্ধন হারানো জামায়াতও থাকে। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট জোটগতভাবেই বিএনপির সাথে নির্বাচনে অংশ নিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ভোটের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ছাড়াও সক্রিয় থাকে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মিলিয়ে ৭০টি ইসলামি দল ও সংগঠন। এর মধ্যে ২৯টি দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নেয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে। ৩২টি দল অংশ নেয় জাতীয় পার্টির সঙ্গে, আর বিএনপির সঙ্গে অংশ নেয় ৫টি দল। তবে নিবন্ধিত দলগুলোর মধ্যে ২টি বিএনপি, ২টি এরশাদ ও ৬টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকে। ভোটের হিসাব নিকাশে ইসলামপন্থী দলগুলোর দিকে নজর বেশি সরকার ও সরকারের মিত্র জাতীয় পার্টির। তা ছাড়া কওমি মাদ্রাসা ভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও সরকারের সখ্যা গড়ে ওঠে।

সেপ্টেম্বরে ১৫টি দল নিয়ে সরকারের সমর্থনে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (আইডিএ) নামের আরেকটি জোটের আত্মপ্রকাশ হয়, এর চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান চৌধুরী। ৩ নভেম্বর সরকারের সমর্থনে সম্মিলিত ইসলামী জোট নামে নতুন একটি জোটের আত্মপ্রকাশ হয়, এই জোটের শরিক দল আটটি, জোটের চেয়ারম্যান মাওলানা জাফরুল্লাহ খান । নির্বাচন সামনে রেখে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ 'সম্মিলিত ইসলামী মহাজোট' নামে একটি ৩৪-দলীয় মোর্চার সঙ্গে জোট করেন। এই জোটের দুটি দলের নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন আছে। বাকি দলগুলো অপরিচিত ও নিবন্ধনহীন।

ধর্মভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন (চরমোনাই পীর) ও ইসলামী ঐক্যজোট (আমিনী) ভোটের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। এবার ইসলামী ঐক্যজোটের প্রধান অংশ বিএনপির সঙ্গে নেই। জামায়াত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে নিবন্ধন ও প্রতীক হারিয়েছে, তবুও জামায়াত বিএনপির সঙ্গে জোটগতভাবেই নির্বাচন করার চেষ্টা করে। ইসলামী আন্দোলন স্বতন্ত্র অবস্থান নেয়। অপরদিকে চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (আতাউলাহ) কোনো জোটের দিকে যায়নি।

১৮ জুলাই, ২০১৮ রাজধানীর পল্টনে মুক্তি ভবনে বাম জোটের অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বাম জোট গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। আটটি বামপন্থী দলের সমন্বয়ে এই জোট গঠিত হয়। দলগুলো- বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন।

অপরদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় মহাজোটের সাথে নির্বাচনের আগে এসে যোগ দেন সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট জোট, এই জোটে বিকল্পধারাসহ ৪ টি দলের কথাও প্রকাশ হয়। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এলায়েন্স (বিএনএ)নামের একটি জোট যুক্ত হয় আওয়ামী লীগের সাথে, এই জোটে তৃনমুল বিএনপিসহ নাম সর্বস্ব ৯ টি দলের কথা গনমাধ্যমে আসে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও প্রার্থী :

নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুযায়ী, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৯টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মোট ১ হাজার ৭৩৩ জন ও সতন্ত্র প্রার্থী ১২৮ জন প্রার্থী ।

আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা-

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থী হচ্ছেন মোট ২৫৮ জন। এর বাইরে আওয়ামী লীগের চিরাচরিত নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন ১৪ জন। তার মধ্যে আছেন ওয়ার্কার্স পার্টির ৫ জন, জাসদ (ইনু)-র ৩ জন, তরিকত ফেডারেশন ২ জন, যুক্তফ্রন্ট-বিকল্পধারার ৩ জন, এবং জাসদ (বাদল)-এর ১ জন। আওয়ামী লীগ-নেতৃত্বাধীন মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে ২৯ টি আসনে নির্বাচন করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি। তারা লাঙ্গল প্রতীক নিয়েই নির্বাচন করেন কিন্তু মহাজোটের সব দলের সমর্থন । এ আসন গুলোতে নৌকা প্রতীকে কোন প্রার্থী থাকে না। এর বাইরেও ১৩২টি আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা নির্বাচন করেন বলে এসব আসন সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় । আওয়ামী লীগের আরেক মিত্র আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর জেপির দুজন প্রার্থী বাইসাইকেল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন।

বিএনপি ও তার মিত্ররা-

বিগত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনকারী প্রধান বিরোদীদল বিএনপি তাদের চেয়ার পার্সন খালেদা জিয়া কারাবন্দী থাকা অবস্থায় নির্বাচন করেছে এইবার। বিএনপির প্রার্থীরা ২৪২টি আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছে। বিএনপি তাদের ২০ দলীয় ঐক্যজোটের শরিক জামায়াতে ইসলামীকে ২২টি ধানের শীষ প্রতিকে এবং ৩ জন প্রার্থীকে সতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করতে দেন, এবং অন্য শরিকগুলোকে ১৭টি আসনে তাদের চিরাচরিত প্রতীক ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করতে দেয় । এ ছাড়া ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ১৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন ঐক্যফ্রন্ট। মামলায় কারাদন্ডের কারণে এবার নির্বাচন করতে পারেনি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

বাম গণতান্ত্রিক জোট ও তাদের শরিক-

আলাদা আলাদা ভাবে দলীয় প্রার্থী দিয়ে ছিলো গণতান্ত্রিক বাম জোটের শরিক দলগুলো। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন থাকা তিন শরিক দল স্ব স্ব নির্বাচনী প্রতীকে ভোটের মাঠে থাকে। বাকি পাঁচ দল এই তিন শরিকের প্রতীক নিয়ে লড়ে। গণতান্ত্রিক বাম জোটের অন্যতম প্রধান শরিক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৮৩ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। দলীয় প্রতীক 'কাস্তে' নিয়ে নির্বাচন করেন। তবে নিবন্ধন না থাকা জোট শরিক বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগও কাস্তে নিয়ে নির্বাচনের অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া বাম জোটের ঐক্য ন্যাপ ও গণমুক্তি ইউনিয়নও সিপিবি'র প্রতীকে নির্বাচন করেন।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) ৬০টি আসনের প্রার্থীরা দলীয় প্রতীক 'মই' নিয়ে নির্বাচন করেন। দলীয় প্রতীক 'কোদাল' নিয়ে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গণসংহতি আন্দোলন এর নিবন্ধন না থাকায় এই দলের প্রার্থী কোদাল প্রতীকে নির্বাচন করেন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি নিবন্ধনহীন এই দলটি কোদাল প্রতীকে নির্বাচন করেন। এছাড়া অন্য তিন শরিক বাসদ (মার্কসবাদী), ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। বামজোটের তালিকায় দেখা গেছে, সিপিবির কাস্তে প্রতীকে ৭৪ জন, বাসদের মই প্রতীকে ৪৫ জন ও বিপবী ওয়ার্কার্স পার্টির কোদাল প্রতীকে ২৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নির্বাচনে অংশ নেওয়া দল ও তাদের প্রতীক:

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ- নৌকা
২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)- কাস্তে
৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)- মই
৪. বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) (বড়ুয়া)- চাকা
৫. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি- কোদাল
৬. বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি- হাতুরি
৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)- তারা
৮. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)- মশাল
৯. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (মোজাফফর)- কুঁড়ে ঘর
১০. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ- গামছা
১১. গণফোরাম-উদীয়মান সূর্য
১২. গণফ্রন্ট- মাছ
১৩. প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-বাঘ
১৪. বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)- ছড়ি
১৫. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)- ধানের শীষ
১৬. জাতীয় পার্টি- লাঙ্গল
১৭. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)- গরুর গাড়ি
১৮. জাতীয় পার্টি (জেপি)- বাই সাইকেল
১৯. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ- কুলা
২০. লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি)- ছাতা
২১. ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)- আম
২২. জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)- হুক্কা
২৩. বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি- হাত ঘড়ি
২৪. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট (বিএনএফ)- টেলিভিশন
২৫. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ- হাত পাখা
২৬. ইসলামী ঐক্যজোট-মিনার
২৭. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন- বট গাছ
২৮. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস- রিকসা
২৯. জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ- খেজুর গাছ
৩০. বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট মোম বাতি
৩১. বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন- ফুলের মালা
৩২. জাকের পার্টি গোলাপ ফুল
৩৩. গণতন্ত্রী পার্টি- কবুতর
৩৪. মুসলিম লীগ হারিকেন
৩৫. প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল- বাঘ
৩৬. বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- গাভী
৩৭. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি- কাঁঠাল
৩৮. ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ- চেয়ার
৩৯. খেলাফত মজলিশ- দেয়াল ঘড়ি

ফিরে দেখা বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফলাফল :

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ, প্রথম সংসদ নির্বাচনে ৬০ দিন সময় দিয়ে তফসিল ঘোষনা হয়েছিল। এতে ১৪টি দল অংশ নেয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করেন।

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫৪ দিন সময় দিয়ে তফসিল ঘোষনা হয়েছিলো । এতে ২৯ দল অংশ নেয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করেন।

১৯৮৬ সালের ৭ মে, তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪৭ দিন সময় দিয়ে তফসিল ঘোষনা হয়। এ নির্বাচনে অংশ নেয় ২৮টি দল। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করেন।

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ, চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে ৬৯ দিন সময় রেখে তফসিল ঘোষনা হয়েছিল। এতে মাত্র ৮টি দল অংশ নেয়। নির্বাচনটি বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রধান দলই বর্জন করেছিল, নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৫১টি আসনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করে।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, নব্বইয়ের গণআন্দোলনের পর পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ৭৮ দিন সময় দিয়ে তফসিল ঘোষনা হয়েছিল। এতে ৭৫টি দল অংশ নেয়। নির্বাচনে বিএনপি ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪০টি আসনে জয় লাভ করে এবং জামায়াতের সঙ্গে জোট হয়ে সরকার গঠন করেন।

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনে তফসিল দিয়ে তিনবার পরিবর্তন করতে হয়। অধিকাংশ দলের বর্জনের মধ্যে এতে অংশ নেয় ৪১টি দল। নির্বাচনে বিএনপি ৩০০টি আসনের মধ্যে ৩০০টি আসনই জয় লাভ করে সরকার গঠন করেন।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন, সপ্তম সংসদ নির্বাচনে ৪৭ দিন সময় দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ ৮১টি দল অংশ নেয় এতে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪৬টি আসনে জয় লাভ করে এবং জাতীয় পার্টির সাথে জোট হয়ে সরকার গঠন করেন।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর, অষ্টম সংসদ নির্বাচনের ৪২ দিন সময় দিয়ে তফসিল ঘোষণা করা হয়ে। এতে ৫৪টি দল অংশ নেয়। নির্বাচনে বিএনপি ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৯৩টি আসনে জয়লাভ করে চারদলীয় ঐক্যজোট সরকার গঠন করেন।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর, নবম সংসদ নির্বাচনেও ৪৭ দিন সময় নিয়ে ভোটের তফসিল ঘোষণা করা হয়। এই নির্বাচনেই অংশ নিতে প্রথম বারেরমত নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হওয়ায় কেবল নিবন্ধিত ৩৮টি দল অংশ নেয় এই নির্বাচনে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৩০টি আসনে জয় লাভ করে এবং মহাজোট সরকার গঠন করেন।

২০১৪ সালরে ৫ জানুয়ারী, দশম সংসদ নির্বাচনে ৪১ দিন সময় নিয়ে ভোটের তফসিল ঘোষণা করা হয় ।এই নির্বাচনে সতন্ত্রসহ ১৭ টি দল অংশগ্রহণ করেন। ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর তফসিল ঘোষণার

পর থেকে ভোটের আগের দিন পর্যন্ত ৪১ দিনে মারা গেছেন ১২৩ জন। ভোটের দিন ১৯ জন মানুষের নিহত হয়, নির্বাচন নিয়ে এর আগে এত মানুষের প্রাণহানি দেখা যায় নি। এই নির্বাচন বিএনপি-জামায়াত জোট বর্জন করলেও আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্ররা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নিবার্চনে আওয়ামী লীগ ৩০০টির মধ্যে ২৩৪টি আসনে জয়লাভ করে আবারো মহাজোট সরকার গঠন করেন।

সর্বশেষ ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, অংশগ্রহণ করেন সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও জোট।

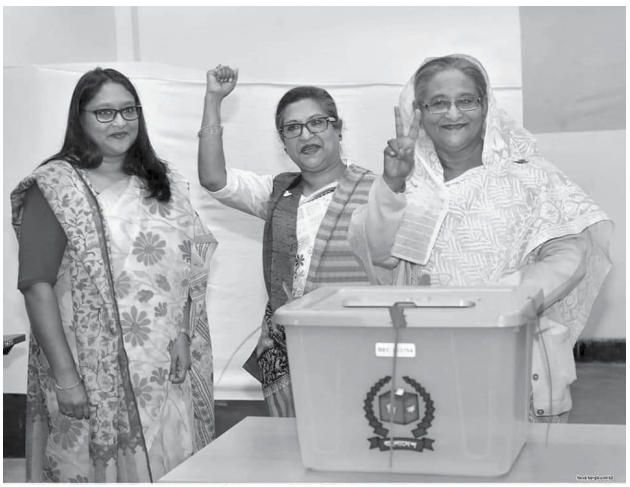

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল:

দল অনুসারে ভোট শতাংশ-

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (৭৬.৮৮%)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (১২.৩৩%)
জাতীয় পার্টি (এরশাদ) (৫.০৭%)
স্বতন্ত্র (৫.৭২%)

দল অনুসারে আসন সংখ্যা-

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (৮২%)
জাতীয় পার্টি (এরশাদ) (৭.৬%)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (৩.৩%)
স্বতন্ত্র (৭%)

জোটের ফলাফল আসন সংখ্যানুযায়ী-

মহাজোট (২৮৭)
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট (৮)
স্বতন্ত্র (৪)
বাম গণতান্ত্রিক জোট (০)
স্থগিত (১)

যে কারণে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন :

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই প্রথম বারের মত নিবন্ধিত ৩৯টি দলের সব কয়টি দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এবং অংশগ্রহণকারী ৩৯ দলের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের ৩ হাজার ৬৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন, এর মধ্যে ২ হাজার ৫৬৭ জন রাজনৈতিক দলের এবং ৪৯৮ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। তবে চূড়ান্ত নির্বাচনে বাংলাদেশের বড় দুটি দল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টজোটসহ বাংলাদেশের নিবন্ধিত সর্বমোট ৩৯টি দলের ১,৮৪৮ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এর মধ্যে মাত্র ১২৮ জন স্বতন্ত্র।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ৪৭ বছরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ বার, কিন্তু বিগত ১০টি নির্বাচনেই সব দল অংশগ্রহণ করেননি, কোন না কোন কারণে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন দল । যেহেতু একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব নিবন্ধীত রাজনৈতিক দল এবং অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে সুতরাং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন হয়েছে।

জাতীয় প্রত্যাশা:

নির্বাচন কমিশন দাবি করেছেন নির্বাচন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয়েছে । আওয়ামী লীগ জোট তাদের নিরংকুশ এই মহাবিজয়কে গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ণের ফসল বলে দাবি করছেন। অপরদিকে বিএনপি ও তাদের জোটমিত্র জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখান করেছেন এবং এখন পর্যন্ত বিজয়ীরা শপথ গ্রহণ করেননি।

বাংলাদেশের জনগন প্রত্যাশা করেন সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহনে প্রতিটি নির্বাচন অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন হবে, গণতন্ত্র চর্চার জন্য অংশগ্রহন মূলক নির্বাচনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এবং অবাধ সুষ্ট, নিরপেক্ষ ও গ্রহনযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হবে।

লেখক: গবেষক, সাংবাদিক

তথ্য সূত্র :

নির্বাচন কমিশন ওয়েব ও জার্নাল, জাতীয় সংসদ ওয়েব ও বিভিন্ন জার্নাল, উইকিপিডিয়া, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন পোর্টাল, বিভিন্ন গবেষনাপত্র ও ইন্টারনেট সূত্র।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : জনপ্রত্যাশা

ড. প্রদীপ কুমার পান্ডে
মামুন আ. কাইউম

গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাধিক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। অংশগ্রহণমূলক এই নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট টানা তৃতীয় বারের মতো সরকার গঠন করেছে। বেশ কয়েকটি দিক থেকে এই নির্বাচনটি তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল নির্বাচন না করার মতো অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। যে কারণে অনেকটা একতরফা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই নির্বাচনে আওয়ামী নেতৃত্বাধীন জোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলেও সরকারের মধ্যে এক প্রকার অস্বস্তি ছিল।

কারণ, সে নির্বাচনে ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ১৫৪ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে গণতন্ত্র, সুশাসন বা সংশিষ্ট বিশ্লেষকরা বিষয়টিকে সামনে এনে আওয়ামী লীগের তথা তখনকার সরকারের বেশ সমালোচনা করেছিলেন। যদিওবা তখনকার নির্বাচনের ট্রেন মিস করা দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে পরে অনুশোচনা করেছে। সেদিক বিবেচনায় এবার নিবন্ধনকৃত সবগুলো দলের অংশগ্রহণ নির্বাচনে একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে।

এছাড়াও, আগামী ২০২০ সালে বাঙ্গালীর জাতির জনক এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হবে। স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি এ সময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। গত ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে গঠিত জোটকে বিজয়ী করেছে।৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে গঠিত জোট ২৮৮টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। জনগণের এ সঠিক সিদ্ধান্তের কারণে অবশ্যই তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির এ বিজয় একদিকে যেমন আনন্দের, আবার এ বিজয়ের সাথে আছে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ। যে পর্বত সম জনপ্রিয়তা নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তা জনগণের প্রত্যাশাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে নির্বাচন পরবর্তী একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, দেশে এখন সবাই সরকারী দলের সমর্থক ও তাদের আদর্শ ধারণ করেন-এমনটার বহিঃপ্রকাশও শুরু হয়েছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি সংসদ সদস্য পদে সরকার সমর্থকরা থাকলে দেশে বহু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংঘটিতহয়। আর এর উল্টোটা হলে সংশিষ্ট এলাকা বঞ্চিত হয় এমনটাই ধরে নেয়া হয়। কিন্তু যেহেতুএবার প্রায় সকল আসনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সদস্যরাই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতেও একই দলের মেয়র, চেয়ারম্যান রয়েছেন সুতরাং সকল এলাকার মানুষের প্রত্যাশা অনেকখানিই বেড়েছে।

আগে কখনো দলীয় ইশতেহারের উপর গুরুত্ব দেয়া নাহলেও শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ার কারণে এখন যেকোনো সচেতন নাগরিক সরকারের কাছে তাদের চাওয়া পাওয়ার কথা বললেই নির্বাচনী ইশতেহারের প্রসঙ্গ উঠে আসে। এবারে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ২১টি বিশেষ অঙ্গীকার নিয়ে দলীয় নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। এতে আমার গ্রাম- আমার শহর, দক্ষ কর্মশক্তি তৈরি ও ১ কোটির অধিক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার অঙ্গিকার, দুর্নীতির ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলের মতো সমসাময়িক বিষয় গুলোকে সামনে এনেছে। যা অবশ্য তখনই অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ করে বিএনপির চেয়ে ছিল ব্যতিক্রমী এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়াও ফেলেছে।

ইতোপূর্বে ২০০৮ সালের নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে দেওয়া 'দিন বদলের সনদ' ও একই ভাবে ২০১৪ সালে দেওয়া 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' শ্লোগানের মতো এবারের নির্বাচনী ইশতেহারের শ্লোগান ছিল'সমৃদ্ধিও অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ'।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে এবং বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে একটি ব্যতিক্রমী দেশ হিসেবে চিনতে শুরু করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে 'তলাবিহীন ঝুঁড়ি'র তকমা থেকে আজ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। আজ বিশ্ব নেতাদের অনেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করছেন। এর পেছনে যে

মানুষটির অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা, মাদার অব হিউম্যানিটি শেখ হাসিনা। যেহেতু এবারে তিনি চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন, সুতরাং অভিজ্ঞ এ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের চাওয়াটা একটু বেশি হবে সেটিই স্বাভাবিক।

দায়িত্ব নেবার পরপরই তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে একরকম জিরোটলারেন্স নীতির ঘোষণা দিয়েছেন। শুরুতেই যখন তিনি এরূপ ঘোষণা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রথম বৈঠকেই যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথা বলছেন তখন আশাবাদী না হয়ে উপায়ও থাকছেনা। বিশেষ করে,স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব সম্পর্কে ডাক্তার- নার্সদের সতর্ক করা এবং প্রয়োজনে ওএসডি এবং অবহেলায়স বরখাস্তের মতো নির্দেশনা অবশ্যই জনবান্ধব বলে মনে হচ্ছে। এছাড়াও, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিয়ে দুদকের প্রতিবেদন ও নির্দেশনা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের প্রতিফলন বলা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশ্নফাঁস রোধে নতুন কর্মসূচিও ইতোমধ্যে নেয়া শুরু হয়েছে।

সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মূলোৎপাটন করে মাদক মুক্ত সমাজ গড়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যা করতে সরকার আগে থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষ করে মাদকের পৃষ্ঠপোষকতায় নাম থাকায় জনপ্রিয়তা বেশি থাকার পরও একজন সাবেক সংসদ সদস্যকে মনোনয়ননা দেয়াটাও এর অংশ হিসেবে বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তিযদ্ধের আদর্শকে আরো বেশি শক্তিশালী করার বিকল্প নেই। সে প্রেক্ষিতে সরকারের চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি আরো বেগবান হবে- এমন প্রত্যাশা করাটা নিশ্চয়ই বেশি হবেনা। বিশেষ করে তরুণদের মেধার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে তাদের একটা বড় অংশ সরকারের পক্ষে থাকবে যেটা অবশ্যই দেশ ও জনগণের স্বার্থে জরুরী। গ্রাম ও শহরের সুযোগ-সুবিধায় বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি রাজধানী ঢাকাকে বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে সরকারের প্রতি সাধারণ জনগণ কৃতজ্ঞ থাকবে। সরকারে যারা রয়েছেন- তারা ভাল করে জানেন কোন্ কোন্ মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতির পরিমান বেশি। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাও সরকারের দায়িতের মধ্যে পড়ে। সরকার এ কাজটি শুরু করেছে মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্য দিয়েই। সৎ, রাজনীতিতে অভিজ্ঞ এবং আগের মেয়াদের দক্ষ মন্ত্রিদের মন্ত্রিসভায় রেখে বিতর্কিতদের বাদ দেয়ার মধ্য দিয়েও দেশবাসী একটা স্পষ্ট বার্তা পেয়েছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টরকে প্রয়োজনে ঢেলে সাজিয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশাটা সরকারের কাছে। প্রশাসনকে দক্ষ, সেবামুখী এবং জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় না নিয়ে প্রশাসনকে স্বচ্ছ এবং ন্যায়পরায়ন হবার বিকল্প নেই। শুধু পরিমানগত দিকে নজর না দিয়ে শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে টেকসই উন্নয়নের দিকে নিতে হবে। শিক্ষা থেকে চাকুরী সকল ক্ষেত্রে প্রশ্নফাঁস রোধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের বরাদ্দকৃত সকল সুযোগ-সুবিধা জনগণের সত্যিকারের দোঁড়গোড়ায় পৌছানোর নজরদারি বাড়ানো বিশেষ প্রয়োজন। সরকারের অঙ্গসংগঠনগুলোর জনবান্ধব কাজে আরো বেশি অংশগ্রহণ থাকলে তা সরকারের সমর্থনকে আরো বাড়াতে পারবে। সবগুলো মন্ত্রণালয় যদি বছরব্যাপী টার্গেট নিয়ে কাজ শুরু করে এবং বছর শেষে তা মূল্যায়ণ করে তবেই আগামী পাঁচ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো সম্ভব। এভাবেই দেশ হয়ে উঠবে আরো সমৃদ্ধ যেখানে সকল মানুষ সত্যিকারের স্বাধীনতার স্বাদ পাবে, ধনী-দারিদ্রের বৈষম্য কমবে,বাংলাদেশ হবে সোনারবাংলা- এমনটাই প্রত্যাশা আমাদের।

লেখক:
ড. প্রদীপ কুমার পান্ডে, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতাবিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মামুন আ. কাইউম, সহকারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতাবিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বহু প্রত্যাশিত জাতীয় নির্বাচন ২০১৮: নতুন মেরুকরণ

দ্বীয়া সিমান্ত ও ফাবি নাহিয়ান

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। জাগরিত মাত্রার উত্থান ঘটে ২০১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ২০১৪ খৃষ্টাব্দের জাতীয় নির্বাচন নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ থাকার কারণে ২০১৮ খৃষ্টাব্দের নির্বাচন নিয়ে রাজনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ সকলের আগ্রহ ছিল মাত্রাতিরিক্ত। অন্যদিকে রাজনীতি সচেতন দেশবাসি উচ্ছি-সত ছিল দীর্ঘ সময় পর স্বাধীনভাবে তাদের ভোট প্রদানের জন্য। গণমাধ্যমগুলোও দেশব্যাপি ভোটারদের অনুভুতি জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল ভোটপূর্ব মাসগুলোতে।

বিশিষ্টজনরা তাদের বিজ্ঞ মতামত দেশবাসি ও আয়োজন কর্তপক্ষকে জানাতে আকুলতা ব্যক্ত করেছে। বিজ্ঞাপণ নির্মাতাগণ তাদের বিজ্ঞাপণে ভোটের আমেজ প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন। রাজধানীর বাইরেও দোকান বাজার পথে বন্দরে নির্বাচনি গুঞ্জনে সরব ছিল। আগের পাঁচটি বছর নানা তিক্ততা থাকা সত্ত্বেও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের প্রায় সবগুলি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীর সংলাপ কর্মসূচির পরিবেশ বাতায়ণের কারিশমায়। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ব্যতিত নিরব রোদ্রোজ্জল দিবসে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ খৃষ্টাব্দে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় বিনা উত্তাপে। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ভুমিধস জয়লাভ করেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কোন আনন্দ মিছিল করেনি। প্রধানমন্ত্রী এ বিজয়কে দেখেছেন তার প্রতি জনগনের আস্থা এবং জনগনের প্রতি তার আকাশসম দায়িত্ববোধ। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নানাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কেননা আগের নির্বাচনগুলো থেকে এটি ভিন্ন রুপরেখায় চিত্রায়িত। ২০১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য সমূহ আগের জাতীয় নির্বাচনগুলো থেকে ভিন্নতর আঙ্গিক সমৃদ্ধ যেমন:

- সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত
- দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকা
- দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত
- টেকনোক্র্যাট ব্যতিত অন্যান্য মন্ত্রীদের দায়িত্বে থাকা
- ৬টি আসনের সবকটি কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার
- দুর্নীতি মামলায় সাজা হওয়ায় বিএনপি জোটপ্রধান নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।
- এবারই দেশের ৩৯টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ
- নারী প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি
- নতুন ভোটারের আধিক্য
- বিরোধীজোটের মামলা হামলা কাঁধে নিয়ে নির্বাচনী বৈতরণীতে থাকা।
- দেশের শৃঙ্খলার স্বার্থে গণমাধ্যম কর্তৃক বুথের ভিতরের স্থির/ভিডিও ছবি তোলা নিষিদ্ধ থাকা
- সর্বোচ্চ সংখ্যক জোটের ঘনঘটা
- জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট জোটের সকল প্রার্থীর একপ্রতীক ধানের শীষে নির্বাচন করার কৌশল
- নির্বাচনকালীন সময়ে নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন করতে ইন্টানেট সেবা নিদ্দিষ্ট সময়ে বন্ধ রাখা
- ছিটমহলবাসীদের মাঝে ভোটের মাধ্যমে নাগরিকত্বের অধিকারোৎসব

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মোট আসন ৩০০, অনুষ্ঠিত হলো ২৯৯টি আসনে । এবারে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০,৪১,৯০,৫৭৩, পু-রুষ ভোটার ৫,২৫,৪৭,২৯৪ জন, নারী ভোটার ৫,১৬,৪৩,২৭৯ জন, তরুন ভোটার প্রায় ১,২৩,০০,০০০ জন। মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১,৮৪০ জন। এর মধ্যে নারী প্রার্থী ৬৮ জন (আ. লীগ ২০, বিএনপি ১৪, অন্যান্য ৩৪), সংখ্যালঘু ৭৯ জন (আ-১৮, বি-৬ অন্যান্য-১৭), নতুন প্রার্থী ১৩৭ জন (আ-৪৯, বি-৮৮), ২৩ জনের প্রার্থীতা স্থগিত। এবারের নির্বাচনে ভোট বাজেট ৭০০ কোটি টাকা। ভোট কক্ষ ২ লক্ষ ৬ হাজার ৪৭৭টি, ভোট কেন্দ্র ৪০ হাজার ১৮৩ টি, ভোট গ্রহণ কমকতা প্রায় ৭ লক্ষ, আইনশৃঙ্খলায় নিয়োজিত প্রায় ৬ লক্ষ সদস্য, মহানগর এলাকায় প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে নিরাপত্তায় কাজ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ১৬ সদস্য।

নির্বাচনী সহিংসতা (১০ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮)- প্রথম আলো ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮:

সবচেয়ে বেশী সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে। প্রতিপক্ষের হামলায় রক্তাক্ত হয়েছে ১৩ জন।

- হামলায় রক্তাক্ত হয় ১৩ জন।

. গাড়ীবহরে হামলা ৩০টি।
. সংঘাতের ঘটনা ২০৭টি।
. নিহত ১৭-১৮ জন।
. আহত ৭৩৪ জন।

৮টি বিভাগীয় অঞ্চলের ভোটার সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য এর দিক থেকেও রয়েছে নানা বৈচিত্র। রংপুর বিভাগে ৮টি জেলার ৩৩টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১,১৫,৯৩,৮৭৮ জন। এই বিভাগটি জাতীয় পার্টির ঘাটি হিসাবে পরিচিত। জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি ও স্বৈরশাসক হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ এর নিবাচনী এলাকা রংপুর। তবে ক্রমেই এখানে জাতীয় পার্টির শক্তি কমছে আর আওয়ামী লীগ শক্তিশালী হচ্ছে। ২০১৪ সালের মতো এবারের নির্বাচনেও জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সঙ্গে আছে। উত্তরবঙ্গের বেশীর ভাগ আসনে জাতীয় পার্টি বা আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা মহাজোটের এককপ্রার্থী। সেক্ষেত্রে ঐ এলাকায় বিএনপির প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটা কঠিন।

. ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি জেলার ২৪টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৮১,০৭,৯৯৪ জন। নতুন বিভাগ এটি। এই অঞ্চল আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত, তবে বিএনপিও কম শক্তিশালী নয়। রাজশাাহী বিভাগে ৮টি জেলার ৩৯টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১,৩৭,৫৩,০২৪ জন। সীমান্তবর্তী এলাকার একটি বড় অংশ রাজশাহী বিভাগে। এখানে বিএনপি-জামায়াত এর শক্তিশালী অবস্থান। তবে আওয়ামী লীগও এখানে ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। সর্বশেষ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করেন যদিও সেই নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ঢাকা বিভাগে ১৩টি জেলার ৭০টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ২,৫৭,৭৯,৭৮১ জন। সবচেয়ে বেশী সংসদীয় আসন এই বিভাগে। বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র জন্মস্থান ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ জেলায়। গোপালগঞ্জ- মাদারীপুর অঞ্চলে শক্তিশালী অবস্থান আওয়ামী লীগের। তবে রাজধানী ঢাকায় আওয়ামী লীগ- বিএনপি কেউ কারো চেয়ে কম নয়। নির্বাচনে সব দলের নজর থাকে রাজধানী ঢাকায়। গাজিপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকা জেলা নিয়ে এই বিভাগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়।

. খুলনা বিভাগে ১০টি জেলার ৩৬টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১,১৯,৫৬,৯২৯ জন। একসময় চরমপন্থি অধ্যুষিত এলাকা ছিল এই দক্ষিণাঞ্চল খুলনা। বর্তমানে পরিচিত শ্রমিকঘন এলাকা হিসাবে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এই বিভাগে। জাতীয় নির্বাচনের মাস কয়েক আগে অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। সেই নির্বাচণে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করেন। যশোর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলা নিয়ে এই বিভাগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়।

. সিলেট বিভাগে ৪টি জেলার ১৯টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৬৬,২৩,০০২ জন। পুণ্যভুমি খ্যাত জেলা সিলেট। প্রচলিত ধারণা হিসাবে সিলেট-১ আসনে বিজয়ী দল দেশে সরকার গঠনের সুযেগ পায়। জাতীয় নির্বাচনের আগে পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে শুধুমাত্র সিলেটেই বিএনপি জয়লাভ করে। সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলা নিয়ে এই বিভাগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়। বরিশাল বিভাগে ৬টি জেলার ২১টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৬২,২৩,১৩৬ জন ধান নদী খাল, এই তিনে বরিশাল।জাতীয় নির্বাচনের মাস কয়েক আগে বরিশাল আলোচনায় আসে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ ওঠে ক্ষমতাসীনদল ব্যাপক প্রভাব সুষ্টি করে নির্বাচনটি নিয়ন্ত্রণে নেয়। নির্বাচন কমিশন সেই নির্বাচন বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েও তা কার্যকর করতে পারেনি। বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা নিয়ে এই বিভাগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়। এবং

. চট্টগ্রাম বিভাগে ১১টি জেলায় ৫৮টি আসনে মোট ভোটার ২,০১,৫২,৮২৯ জন। বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এই বিভাগের প্রাণ।এই বিভাগের ফেনীতে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া'র গ্রামের বাড়ি। এই আসন থেকে কারাবন্দী খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হলেও তা বাতিল হয়েছে। ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও চট্টগ্রামে বিএনপিকে তুলনামুলকভাবে শক্তিশালী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারীর বিরোধীদলহীন একতরফা নির্বাচনের আগে এই এলাকায় শক্ত অবস্থানে ছিল বিএনপি জোট। চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা,বান্দরবন, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা নিয়ে এই বিভাগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়।

১৯৯১ খৃ. থেকে ২০১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফলগুলোতে এযাবৎ কালের প্রধান দুটি দল সমানে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসলেও ২০১৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারীর জাতীয় নির্বাচনে একটি প্রধানদলসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ না করায় নেই নির্বাচন অনেক বিতর্কের জন্ম দেয়। এই প্রথমবারের মতো দেশের সবগুলো নিবন্ধিত রাজনৈতিকদল অংশগ্রহণ করায় ২০১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন অনেক আলোচিত ও প্রত্যাশিত ছিল। তবে নির্বাচন পরবর্তী ফলাফলে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন দল ১১তম জাতীয় সংসদ গঠন করে।

বিগত ৫ সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার (১৯৯১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত)

১৯৯১ সালে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন				
আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জামায়াত	অন্যান্য
৩০.০৮%	৩০.৮১%	১১.৯২%	১২.১৩%	১৫.০৬%
১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন				
৩৭.৪৪%	৩৩.০৬%	১৬.০৪%	৮.১৬%	৪.০৪%
২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন				
৪০.১৩%	৪০.৯৭%	১.১২%	৪২.২৮%	১৩.০৫%
২০০৮ সালে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন				
৪৮.০৪%	৩২.০৫%	৭.০৪%	৪.০৭%	৭.৭২%
২০১৪ সালে ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন				
৭২.১৫%	অংশ নেয়নি	৭.০০%	অংশ নেয়নি	২০.৮৬%
২০১৮ সালে ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন				
৭৬.৮৮%	১২.৩৩%	৫.০৭%	-	৫.৭২%

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ১১তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদ নেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাণবন্ত, কার্যকর ও সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার কেন্দ্র সমৃদ্ধ সংসদের প্রত্যাশা আশাজাগানিয়া হয়ে থাকবে জনমনে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮

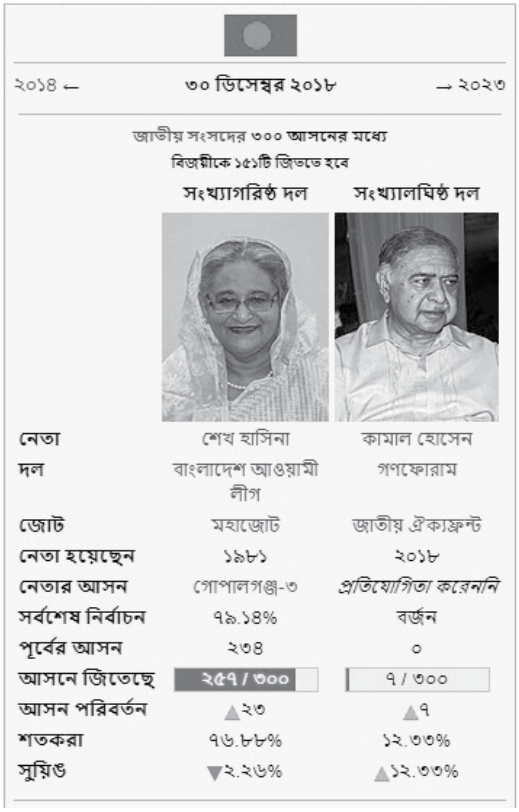

১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর গণমাধ্যম চিত্রঃ ডেটলাইন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

দ্বীয়া সিমান্ত

নানা মাত্রায় আলোচিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল প্রচারে দৈনিক সংবাদপত্রের ভুমিকা কেমন ছিল সেটারই একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস মাত্র। মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জল অর্জন স্বাধীন বাংলাদেশ আজ ৪৮ বছরের পরিণত রাষ্ট্র। এই সুদীপ্ত পথচলায় দেশের গণমাধ্যমের রয়েছে চৌকস ভুমিকা। বর্তমানে বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত ১২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রথম ও শেষ পাতার শিরোনামগুলোর আলোকপাত নির্বাচনি কভারেজ সংশ্লিষ্ট। অধিকাংশ শিরোনামে সরকারী দলের বিজয়ের উচ্ছাসিত খবরের পাশাপাশি বিরোধীপক্ষের অভিযোগসহ নির্বাচনী সহিংসতার খবরও সমান গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারে এসেছে। শিরোনামগুলো পর্যবেক্ষণে সংবাদের গুরুত্ব, নিরপেক্ষতা, ভারসাম্য ও বস্তুনিষ্ঠতার ঘাটতি কম লক্ষ্যনীয়। বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার মধ্যে স্থান পেয়েছে দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক আমাদের সময়, The Daily Star & The New Age ইত্যাদি। অধিকাংশ পত্রিকার শিরোনাম ছিল শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় নিয়ে লাল রঙের ব্যানার হেড সমৃদ্ধ প্রধান শিরোনাম এবং দ্বিতীয় প্রধান শিরোনাম দেখা যায় নির্বাচনে সহিংসতা নিয়ে। পত্রিকাগুলোর প্রথম ও শেষ পাতার মধ্যে উল্লেখ্য যে প্রথম পাতার তুলনায় শেষ পাতার শিরোনামে নির্বাচনে সহিংসতার খবর বেশী পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে প্রথম পাতায় বিজয়ী দলের বিভিন্ন ফিচারধর্মী খবর স্থান পায়। ১১টি পত্রিকার শিরোনাম বিশ্লেষণে দেখা যায় দৈনিক যুগান্তরে ৮ কলাম ব্যাপি লাল রঙের ব্যানার হেড সমৃদ্ধ প্রধান শিরোনাম "আওয়অমী লীগের হ্যাট্রিক জয়"; দৈনিক প্রথম আলোর ৪ কলাম ব্যাপি প্রধান শিরোনাম "একচেটিয়া ভোটে নৌকার জয়"; দৈনিক দিনকালে ৫ কলাম ব্যাপি প্রধান শিরোনাম "ফলাফল প্রত্যাখ্যান ঐক্যফ্রন্টের নিদর্লীয় সরকারের অধীনে পুন:নির্বাচন দাবি"; দৈনিক জনকণ্ঠের ৮ কলাম ব্যাপি ব্যানার হেড সমৃদ্ধ প্রধান শিরোনাম "আবারও শেষ হাসিনা"; দৈনিক ভোরের কাগজের ৮ কলাম ব্যাপি লাল রঙের ব্যানার হেড সমৃদ্ধ প্রধান শিরোনাম "নৌকার বিস্ময়কর বিজয়"; দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ৪ কলাম ব্যাপি লাল রঙের প্রধান শিরোনাম "নৌকার জয় জয়কার"; দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ৮ কলাম ব্যাপি ব্যানার হেড লাল রঙের প্রধান শিরোনাম "২৮৮ আসনে মহাজোটের বিজয়"; The Daily Star পত্রিকায় ৮ কলাম ব্যাপি লাল রঙের ব্যানার হেড সমৃদ্ধ প্রধান শিরোনাম "Hat-Trick for Hasina, BNP found missing in polling: atmosphere festive, tuned only to ruling party"; The New Age পত্রিকায় ৫ কলামের প্রধান শিরোনাম " AL set for win in JS polls tainted by fraud, flaws. দৈনিক কালেরকণ্ঠ পত্রিকায় ৮ কলাম ব্যাপি লাল রঙের ব্যানার হেড সমৃদ্ধ প্রধান শিরোনাম "শেখ হাসিনার উন্নয়নেই গণরায়"; দৈনিক আমাদের সময়ে ৮ কলাম ব্যাপি প্রধান শিরোনাম "আবার হাসিনায় আস্থা ইতিহাস গড়ে নৌকার জয়"।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ১১তম সাধারণ নির্বাচন যা ২০১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই নভেম্বর ২০১৮তে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা করেন। ঘোষনায় ২৩ ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঠিক হলেও ১২ই নভেম্বর পুন:তফসিল ঘোষনায় ৩০শে ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়। এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশের বড় দুটিদল বাংলাদেশ আওয়াশী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট জোটসহ দেশের নিবন্ধিত মোট ৩৯টি রাজনৈতিকদল অংশগ্রহণ করে। মোট ১,৮৪৮জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে যার মধ্যে ১২৮জনই স্বতন্ত্রপ্রার্থী ছিল। এ নির্বাচনে গাইবান্ধা-৩ আসনের জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী জনাব ফজলে রাব্বী চৌধুরী ১৯ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করায় নির্বাচন কমিশন উক্ত আসনের ভোটগ্রহণ স্থগিত করে ২০১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারী তারিখ নির্ধারণ করে পুন:তফসিল ঘোষনা করায় ২৯৯টি আসনে ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের মোট ১০,৪১,৯০,৪৮০জন ভোটরের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৫,২৫,৪৭,৩২৯জন এবং নারী ভোটার ৫,১৬,৪৩,১৫১জন ৪০,১৯৯টি ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন। এবারেই জাতীয় নির্বাচনে সম্পূর্ন নতুন পদ্ধতি ইভিএম (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন)-এ ঢাকা-৬, ঢাকা-১৩, ঢাকা-৯, রংপুর-৩, খুলনা-২ ও সাতক্ষীরা-২ মোট ৬টি আসনে ব্যবহারের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিরোধীজোট তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তনের দাবিতে ২০১৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় নির্বাচন বর্জন করায় ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৩৪টি আসনই পায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যারমধ্যে ১৫৩টি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহাজোটের প্রার্থীরা সংসদ সদস্য হন। ২০১৭ খৃষ্টাব্দের জুলাইতে বিএনপি ঘোষনা করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের অধীনে হওয়ার দাবি

নিয়ে। ২০১৭'র ১৪ই সেপ্টেম্বর সিইসি কেএম নূরুল হুদা নিশ্চিত করেন বিএনপির নির্বাচনে অংশ নেয়ার বিষয়টি যদিও দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা হওয়ার পর সেটি পুনরায় অনিশ্চিয়তা পড়েছিল। ২০১৭ ও ২০১৮তে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ বেশ কয়েকবার মহাজোট ছাড়ার ঘোষনা দিলেও ২০১৮'র নভেম্বরে মহাজোটের সঙ্গেই থাকা নিশ্চিত করেন। গণফোরাম সভাপতি ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে আহ্বায়ক করে ২০১৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর বিএনপি, গণফোরাম, নাগরিক ঐক্য ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)-এর সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট গড়ে উঠে যেখানে ৪টি রাজনৈতিক দল ছাড়াও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশসহ ব্যাক্তিগতভাবে যোগ দেন তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা জাফরুল্লাহ চৌধুরীসহ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। ঐক্যফ্রন্ট গঠনের প্রাক্কালে সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী 'র নেতৃত্বাধীন বিকল্পধারা বাংলাদেশ এতে যোগ দেয়ার কথা থাকলেও শেষান্তে তাদের যুক্তফ্রন্ট আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটে যোগদান করে। অনেক আলোচনা সমালোচনার আলো আধারী দোলাচলে অনুষ্ঠিত ভোটে সরকারে থাকা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ দৃশ্যত: একক্ভোটে ভুমিধস জয়লাভ করলে শেখ হাসিনা হ্যাট্রিক-সমেত চতূর্থবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করায় দেশের গণমাধ্যমসহ নানা সংস্থার পেশাজীবিগণ কর্তৃক অভিনন্দনে উদ্ভাসিত হয়েছেন। ২০১৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বরের পত্রিকার পাতার শিরোনামগুলোতে আওয়ামীলীগের বিপুলভাবে বিজয়ের কথামালাগুলো এভাবেই সাজানো হয়।

Newspaper	1st pages Headline	News Treatment
Daily Newage	AL set for win in JS polls tainted by fraud, flaws	1st lead with 5 column headline
	17 dead, scores injured in polls violence	2nd lead with 2 column headline
	Vote rigging, violence mar polls in Ctg.	2nd column headline
	Sylhet sees massive irregularities	
	Rajshahi turns violent on polling day	
	CEC describes overall election situation good	Single column headline
	JOF demands fresh polls, rejects results over 400 candidates boycott polls halfway through	
	Pro-Liberation forces will win - Hasina	
	EC mahbub finds no opposition agent at his polling station	
	Journalists face obstructions covering polls	
	On a rigging spree	
	EC confirms EVMs malfunctioned at 25 centers	
	Last page Headlines	Treatment
	POLLS IN NARAYANGANJ Centers heavily guarded by AL activists	5 column headline
	Some foreign observers find polling peaceful – United news of Bangladesh	Single column headline
	OIC happy over atmosphere during B'desh election – United news of Bangladesh	
	Voters kept waiting as officers go on "lunch break"	

পত্রিকার নাম	১ম পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
দৈনিক যুগান্তর ৩১/১২/১৮	আওয়ামী লীগের হ্যাট্রিক জয় • সহিংসতা ও অনিয়মের কারণে ২৯টি ভোটকেন্দ্র স্থগিত • শান্তিপূর্ণভাবে ও ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণে ভোট গ্রহণ হয়েছে-সিইসি • প্রমাণ হল দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠ হয় না- সিইসিতে ফখরুল	৮ কলামের প্রধান শিরোনাম লাল রঙের ব্যানার হেড
	ভোট বর্জন ১১৩ প্রার্থীর ঐক্যফ্রন্টেরই ৯৭	ডাবল কলাম শিরোনাম
	সংবাদ সম্মেলনে ড. কামাল ফল প্রত্যাখ্যান, নিদর্লীয় সরকারের অধীনে পুন:ভোট দাবি	
	ঢাকা-১ আসন	
	দুপুরেই ভোট বর্জনের ঘোষনা সালমা ইসলামের	সিঙ্গেল কলাম
	সহিংসতায় নিহত ২১, প্রার্থীসহ আহত ৭শ'	
	ভোট দেয়ার পর শেখ হাসিনা নৌকার জয়ের বিষয়ে আমি দৃঢ আত্মবিশ্বাসী	
	উৎসব মুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণ ভোট--- এইচটি ইমাম	
	ভোট চলাকালে সিইসি ধানের শীষের এজেন্ট না এলে কী করার	
	শেষ পাতার শিরোনাম	**ট্রিটমেন্ট**
	সরেজমিন: ঢাকার আটটি আসন অধিকাংশ কেন্দ্রে এজেন্ট দিতে পারেনি বিএনপি	৩ কলাম ব্যাপি প্রধান শিরোনাম
	সরেজমিন ঢাকা-৪ নারী ভোটারের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো	ডাবল কলাম শিরোনাম
	বিশ্ব গণমাধ্যমেও রেকর্ড জয়ের খবর	
	সরেজমিন ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইভিএমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিড়ম্বনায় ভোটাররা	
	ভোট নিয়ে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের সন্তোষ প্রকাশ	দেড় কলাম শিরোনাম
	ইকোনমিক টাইমেস শেখ হাসিনাকে বাংলার রাণী দেখতে চায় ভারত	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	এ নির্বাচন জাতির জন্য "নিষ্ঠুর প্রহসন' মির্জা ফখরুল	
	প্রত্যাশিত ফলাফলে জাতি অনন্দিত - আওয়ামী লীগ	
	বিএনপি- জামায়াতের হত্যাকান্ড বন্ধ হবে আজকের পর - জয়	
	মির্জা আব্বাসসহ বিএনপির অনেক প্রার্থীই ভোট দেননি	
	বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন শান্তিপূর্ণ - আইজিপি	
	ভোট গ্রহণের দুইঘন্টা পর মোবাইল ইন্টারনেট চালু	

	১ম পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
দৈনিক কালেরকণ্ঠ	শেখ হাসিনার উন্নয়নেই গণরায় ২৫৫ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিপুল বিজয়	৮ কলাম ব্যাপি প্রধান শিরোনাম লাল রঙের ব্যানার হেড
	বিচ্ছিন্ন সংঘাতে ১৭ প্রাণহানি	৩ কলাম শিরোনাম
	জামায়াত নেতাদের ভরাডুবি, দলীয় পরিচয়ে বর্জন	২ কলাম শিরোনাম
	ফল প্রত্যাখ্যানপুনর্নির্বাচন দাবি ঐক্যফ্রন্টের ২০১৪ নির্বাচনে না যাওয়া সঠিক ছিল: ফখরুল	দেড় কলাম শিরোনাম
	ভোট দেওয়ার পর শেখ হাসিনা বললেন জনগণের উপর আমার বিশ্বাস আছে	
	বিদেশি পর্যবেক্ষকদের চোখে ভোট শান্তিপূর্ণ	
	ভোট বর্জনের ঘোষনা ৬২ প্রার্থীর	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	শেষ পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
	দুই মিনিটেই ভোট ইভিএমের ৬ আসনেই আওয়ামী লীগ জোটের জয়	৪ কলাম ব্যাপি প্রধান শিরোনাম
	হেভিওয়েট প্রার্থীদের জয়জয়কার	৩ কলাম শিরোনাম
	আলোচিত আসনে বিজয়ী যাঁরা	ডাবল কলাম শিরোনাম
	ওবায়দুল কাদের বললেন মরণকামড় দেবে পরাজিত শক্তি	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	নৌকা প্রথীকে ১৯ নারী জয়ী	
	১ম পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
দৈনিক ইত্তেফাক	২৮৮ আসনে মহাজোটের জয়	৮ কলাম ব্যাপি ব্যানার হেড লাল রঙের প্রধান শিরোনাম
	বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ১৫ জেলায় নিহত ১৯, আওয়ামী লীগেরই ৯ জন	৩ কলাম শিরোনাম
	ফল প্রত্যাখ্যান, নির্দলীয় সরকারের অধীনে পুনর্নির্বাচন চায় এক্যফ্রন্ট ড. কামাল ও মীর্জা ফখরুলের ব্রিফিং	ডাবল কলাম শিরোনাম
	প্রমাণ হলো দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠ নির্বাচন সম্ভব আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	স্বাধীনতা পক্ষের শক্তির জয় হবেই সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিয়ে শেখ হাসিনা	
	সারাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ ভালো: সিইসি	
	আনোয়ার হোসেন মঞ্জু প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার ভোটে নির্বাচিত	
	শেষ পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
	ঢাকায় শান্তিপূর্ণ ভোট ব্যাপক ভোটার উপস্থিতি, নারীদের দীর্ঘ লাইন, কয়েকটি কেন্দ্রে বিচ্ছিন্ন গোলযোগ,ধানের শীষের পোলিং এজেন্টের দেখা মেলেনি অধিকাংশ কেন্দ্রে	৩ কলাম ব্যাপি প্রধান শিরোনাম
	চট্টগ্রামে অধিকাংশ কেন্দ্রে দুপুরের মধ্যে বেশি ভোট পড়ে	
	নির্বাচন নিয়ে সন্তোষ বিদেশি পর্যবেক্ষকদের	
	ঐক্যফ্রন্টকে ষড়যন্ত্র ও হত্যার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট শেষে জয়	দেড় কলাম শিরোনাম
	৫৩ আসনে ৬৪ প্রার্থীর ভোট বর্জন জামায়াতেরই ২৬ প্রার্থী	
	সিরাজগঞ্জ-১ আসনে বিপুল ভোটে বিজয়ী মোহাম্মদ নাসিম	
	নির্বাচন নিয়ে ওআইসি, সার্ক, ভারত ও নেপালের সন্তোষ	

	১ম পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
দৈনিক নয়াদিগন্ত	একতরফা নির্বাচন: নিহত ১৯	৬ কলামের লাল রঙের প্রধান শিরোনাম
	ফল প্রত্যাখ্যান: পুনর্নির্বাচনের দাবি আন্দোলন অব্যাহত থাকবে: ড. কামাল	৩ কলাম শিরোনাম
	নির্বাচনে নানা অনিয়মের অভিযোগ ৮০ প্রার্থীর ভোট বর্জনের ঘোষনা	২ কলাম শিরোনাম
	নির্বাচিত ঘোষিত হলেন যারা	
	বিশ্লেষকদের আশংকাই সত্যি হলো এমনই হয় দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	সংবাদ সম্মেলনে এইচ টি ইমাম শেখ হাসিনা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন	
	শেষ পাতার শিরোনাম	**ট্রিটমেন্ট**
	উপরে ফিটফাট, ভেতরে সদরঘাট পুলিশ প্রহরায় কেন্দ্র দখলের মহোৎসব	৩ কলামের লাল রঙের শিরোনাম
	রাতে জালিয়াতি, দিনে তামাশা: বিএনপি	২ কলাম শিরোনাম
	ভোটের সময় নিরুত্তাপ নির্বাচন ভবন বিএনপি অভিযোগ নিয়ে গেলেও আওয়ামীলীগ ছিল নিশ্চুপ	
	দেশের মালিকানায় আঘাত হেনেছে লাঠিয়াল ও পুলিশ বাহিনী - ড. কামাল	১ কলাম শিরোনাম
	দুপুরেই নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা প্রহসনের নির্বাচন বাতিল করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আয়োজন করুন: জামায়াত	
	সত্য ও ন্যায়ের কবর রচনা করেছে আওয়ামী লীগ- কাদের সিদ্দিকী	
	ভোট প্রত্যাখ্যান, পুনর্নির্বাচন দাবি কুমিল্লা-৩ এ আগের রাতেই অর্ধেক ব্যালটে নৌকায় সিল	
	সরকার নির্বাচনের নামে তামাশা করেছে: ফখরুল	
	নির্বাচন ও নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান বামজোটের	
	শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও সততার পক্ষে গনজোয়ার: কাদের	
	খালেদা জিয়া নির্বাচনের সর্বশেষ খবর জেনেছেন টেলিভিশনের মাধ্যমে	
	1st page Headlines	**Treatment**
The Daily Star	Hat- trick for Hasina BNP found missing in polling; atmosphere festive, tuned only to ruling party Red color Banner Head	First Lead with 8 Column
	18 dead, 200 hurt eight of those killed belong AL, four to BNP	4 column lead
	Oikyafront tearms polls farcical Demands fresh election under non-partisan govt.	2 column lead
	As we saw	
	A team work! Round-the –clock watch on a Dhaka centre shows how voting progressed	

The Daily Star	Headlines in last page	Treatment
	EVM proves prone to abuse	Double column 1st lead
	No privacy whole voting	Double column lead
	Tearful Salma quits race	
	VOTING IN LALMONIRHAT-3 First 3 hours peaceful, them come AL men	
	3 journalists beaten up Reporters, photojournalists face obstruction of duty	Single column lead
	Son casts vote on behalf of sick father	
	Coast Guard happy with election duty performance	
	১ম পাতার শিরোনাম	সংবাদ ট্রিটমেন্ট
দৈনিক প্রথম আলো	একচেটিয়া ভোটে নৌকার জয় টানা তৃতীযবার প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা	৪ কলামের প্রধান শিরোনাম
	পুনর্নির্বাচন চায় ঐক্যফ্রন্ট 'কথিত ফলাফল' প্রত্যাখ্যান	২ কলামের শিরোনাম
	নিয়ন্ত্রিত মাঠ, অনিয়মিত, অসংগতি সারাদেশের ভোট চিত্র	
	সহিংসতা উপেক্ষা করে জনগণ ভোট দিয়েছে - আ'লীগের সংবাদ সম্মেলন	
	সন্তুষ্টির কথা জানাল ভারত নেপাল, ওআইসি ও সার্ক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ	
	শেষ পাতার শিরোনাম	সংবাদ ট্রিটমেন্ট
	হামলা - সংঘর্ষে নিহত ১৭	৪ কলামের চিত্রসমেত শিরোনাম
	নিহতদের মধ্যে নয়জন আ'লীগের, দুজন বিএনপির, তিনজন সাধারণ ও একজন আনসার সদস্য	
	জিতলেন নূর ও মাশরাফি	২ কলামের চিত্রসমেত শিরোনাম
	'কিল্লা অ পুত ভোট দিত গিয়ছ' কক্সবাজার-১(চকরিয়া- পেকুয়া) প্রথমবারের মতো ভোট দিতে গিয়ে সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে নৌকার সমর্থক এক তরুনের মৃত্যু	২ কলাম ব্যাপি সংঘর্ষ চিত্রসমেত শিরোনাম
	১ম পাতার শিরোনাম	সংবাদ ট্রিটমেন্ট
দৈনিক দিনকাল	ফলাফল প্রত্যাখ্যান ঐক্যফ্রন্টের নিদর্লীয় সরকারের অধীনে পুন:নির্বাচন দাবি	৫ কলাম ব্যাপি লাল রঙের প্রধান শিরোনাম
	এ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগনের সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রতারণা করা হয়েছে: ফখরুল	৩ কলাম মিরোনাম
	সারাদেশে ভোটে অনিয়ম ও কেন্দ্র দখল করে নৌকায় সিল	
	নির্বাচনি সহিংসতায় সারাদেশে নিহত হয়েছেন ২৩জন	
	সংবাদ সম্মেলনে চরমোনাই পীর র‍্যাব-পুলিশের পাহাড়ায় ভোট ডাকাতির মহোৎসব	২ কলাম শিরোনাম

দৈনিক দিনকাল	চট্টগ্রামে ভোটের আগেই বাক্স ভরা দেখতে পেলেন বিবিসির সাংবাদিক	১ কলাম শিরোনাম
	ভোট বর্জন করা হয়েছে যেসব আসনে	
	ভুয়া ভোটে ভুয়া নির্বাচন হয়েছে: সিপিবি	
	ধানের শীষের এজেন্ট না এলে করার কী আছে: সিইসি	
	অসংখ্য অভিযোগ পেয়েছি আমি একা কি করতে পারি: মাহবুব তালুকদার	
	কেন্দ্রের ভিতরেই ধানের শীষের প্রার্থীর উপর হামলা	
	ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রিজাইডিং অফিসারের গলায় ছুরি ধরে রাতেই ব্যালট ছিনতাই	
	চাঁদপুরের ৩টি আসনে রাতেই ভোট শেষ হয়ে যায়	
	'কাম তো রাতেই শেষ'	
	'তারা হাত চেপে ধরে বলল, দেখি কাকে ভোট দিয়েছেন	
	গাজীপুরে পুলিশ প্রহরায় আওয়ামী লীগের ভোট কেন্দ্র দখলের মহোৎসব	
	শেষ পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
	এ নির্বাচন অনাচারের: রিজভী	৫ কলাম লাল রঙের প্রধান শিরোনাম
	গেজেট দিলেই হতো যে আওয়ামী লীগের ২৯৯ আসন: আলাল	৩ কলাম শিরোনাম
	এটাকে কোন নির্বাচন বলে না: কাদের সিদ্দিকী	ডাবল কলাম শিরোনাম
	বিদেশি সাংবাদিকদের ড. গওহর রিজভী অসদুপায়ে কেউ জয়ী হলে ইসি বাতিল করতে পারে	
	২৫০০ ব্যালটের হিসাব নেই প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে	
	ওই সাংবাদিক আইছে, বাইরে চইলা আয়	
	ভোটে নেই এরশাদ পোলিং এজেন্ট ছিল কেন্দ্রে	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	সিইসি ভোট ডাকাতির নায়ক	
	আ'লীগও আমার মতো প্রার্থীকে ভয় পায়: হিরো আলম	
	দলীয় সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন নয়: সরোয়ার	
	পুনর্নির্বাচন দাবি করেছে জেএসডি	
	এতো নিকৃষ্ট খেলার দরকার ছিল না: কনকচাঁপা	
	পুরান ঢাকার কেন্দ্রে অবাঞ্ছিত সাংবাদিকরা	
	চট্টগ্রাম ৯: দুটি কেন্দ্রে ইভিএম নষ্ট	
	সীতাকুন্ডে ভোট দিতে গিয়ে ককটেল হামলায় শিকার বিএনপির প্রার্থীর ভাই	
	কেন্দ্র দখল করে সিল মেরেছে মহাজোটের প্রার্থীদেও সমর্থকরা: ইমরান সরকার	
	টঙ্গীতে ভোট কেন্দ্রে ভোটার নিতে আ'লীগের মাইকিং	
	ভোটার বেছে বেছে নৌকায় ভোট দেয়াচ্ছিল পোলিং এজেন্টরা	
	১ম পাতার শিরোনাম	সংবাদ ট্রিটমেন্ট
দৈনিক জনকণ্ঠ	নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল মহাজোট • নৌকার জোয়ারে ফেসে গেল স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি • মানুষ একবাক্যে বিএন-পি-জামায়াতকে প্রত্যাখ্যান বরেছে আবারও শেখ হাসিনা	৮ কলাম ব্যাপি ব্যানার হেড প্রধান শিরোনাম

	জামায়াতের ২৫ প্রার্থীর প্রথম ভোট বর্জনের ঘোষনা লুকোচুরির অবসান "ধানের শীষ" প্রতীকে ২১, স্বতন্ত্র ৪	৩ কলাম ব্যাপি শিরোনাম
	মহাজোটকে মহাবিজয় দিয়ে বিদায় নিল ২০১৮ আজ রাতটুকু পোহালেই উঠবে নতুন বছরের সূর্য	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	ইভিএমে দ্রুত ভোট দ্রুত ফল, ভোটাররা খুশি রাজধানীতে ২ আসনে এই পদ্ধতিতে ভোট	
	দলীয় সরকারের অধীনে যে সৃষ্ঠ নির্বাচন সম্ভব তা প্রমাণিত ॥ এইচ টি ইমাম	
	বিএনপির পোলিং এজেন্ট ছিল না অধিকাংশ কেন্দ্রে	
	বিদেশিরাও বলছে নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ হয়েছে ॥ গহর রিজভী	
	ফল প্রত্যাখ্যান ও পুন:নির্বাচন দাবি ড. কামালের	
	সহিংসতায় দশ আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীসহ নিহত ২০	
	শেষ পাতার শিরোনাম	সংবাদ ট্রিটমেন্ট
	মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির নবযাত্রা, উজ্জীবন - জয় বাংলার জয় বিরোধীদের কথা কথার কথায় পর্যবসিত	৫ কলাম এর প্রধান লিড
	পুরান ঢাকার সব কেন্দ্রে ভোটারদের স্বত:স্ফুর্ত উপস্থিতি	৩ কলাম এর ২য় লিড
	সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে অংশ নেয়ায় আওয়ামীলীগের ধন্যবাদ	
	কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ভোট শান্তিপূর্ণ ॥ আইজিপি	ডাবল কলাম শিরোনাম
	ভোট কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইন, পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পেরে সন্তোষ রাজধানীর ভোটের মাঠে ঐক্যফ্রন্টের নেতাকর্মীদের দেখা মেলেনি	
	নারী ভোটারদের দীর্ঘ লাইন, সামান্থার প্রথম ভোট নৌকায় সরেজমিন ঢাকা ১৭ ও ১৮	
	শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলেও স্রোতের বিপরীতে বামজোট	
	বর্জনের ঘোষনা ৪২ প্রার্থীর	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	জনগন এবার '৭০ সালের মতোই নৌকায় ভোট দিয়েছে ॥ নাসিম	
	বিএনপি - জামায়াত সহিয়সতা করছে ॥ জয়	
	১ম পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
দৈনিক ভোরের কাগজ	নৌকার বিস্ময়কর বিজয়	৮ কলাম লাল রঙের ব্যানার হেড
	বিচ্ছিন্ন সহিংসতায় নিহত ১৭	৩ কলাম শিরোনাম
	রাজধানীতে শান্তিপূর্ণ ভোট হামলা-অনিয়মের অভিযোগ বিএনপি জোটের	
	দুপুরেই ভোট বর্জনের ঘটনা ৮২ প্রার্থীর	২ কলাম শিরোনাম
	ফলাফল প্রত্যাখ্যান ফের নির্বাচনের দাবি জানালেন কামাল	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাল আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব	
	শেখ হাসিনার আশাবাদ অব্যাহত থাকবে উন্নয়নের ধারা	
	সপ্তমবার সাংসদ নির্বাচিত হলেন শেখ হাসিনা	
	সিইসি নুরুল হুদা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু	
	ভোটের পরিবেশ সন্তুষ্ট বিদেশি পর্যবেক্ষকরা	
	শেষ পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট

	শেষ পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
	পাবনার ৫ আসনেই নৌকার প্রার্থী জয়ী	৩ কলাম শিরোনাম
	অধিকাংশ মন্ত্রী বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী	২ কলাম শিরোনাম
	ইভিএমে প্রথম ভোট দিয়ে খুশি ভোটাররা	দেড় কলাম শিরোনাম
	উৎসবের আমেজে প্রথম ভোট দিলেন দাসিয়ারছড়াবাসী	
	ওবায়দুল কাদের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী পরাজয় মেনে নিতে পারবে না	
	মির্জা ফখরুলের অভিযোগ নির্বাচনে জিততে ব্লু প্রিন্ট তৈরী করে কাজ করেছে সরকার	
	বিদেশি গণমাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচন	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	সিইসি ধানের শীষের এজেন্ট না এলে কী করার	
	নোয়াখালীতে ব্যালট বাক্স জহনকারী পিকআপে আগুন	
	নিরাপত্তা না থাকায় ভোট দেননি মওদুদ	
	‘একতরফা ভোট বর্জন করল জামায়াত’	
	মাশরাফি বিন মুর্তজা ভোট কারচুপির কোন ঘটনাই কোথাও ঘটেনি	
	ইসলামী আন্দোলন নির্বাচনের নামে তামাশা হয়েছে	
	১ম পাতার শিরোনাম	সংবাদ ট্রিটমেন্ট
দৈনিক আমাদের সময়	আবার হাসিনায় আস্থা ইতিহাস গড়ে নৌকার জয়	৮ কলাম ব্যাপি ব্যানার হেড প্রধান শিরোনাম
	পুন:নির্বাচন দাবি করল ঐক্যফ্রন্ট	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	অত্যন্ত সুষ্ঠ ও সুন্দর হয়েছে বলল আ'লীগ	
	শেষ পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
	সহিংসতার বলি ১৯ প্রাণ নির্বাচনে ২৪ জেলায় আহত শতাধিক	৪ কলাম শিরোনাম
	তারকাদের ভোট	
	শান্তিপুর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ সালমা ইসলামের বর্জন সরেজমিন ঢাকা-১	৩ কলাম শিরোনাম
	ডিজিটাল বাংলাদেশের সাক্ষী হলাম তরুন ভোটারদের প্রতিক্রিয়া	
	সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে বিএনপির পতন - কাদের	১ কলাম শিরোনাম
	প্রমাণ হলো ৫ জানুয়ারীর নির্বাচন বর্জন ভুল ছিল না - ফখরুল	
	ধানের শীষের প্রার্থীসহ ৭০ জনের ভোট বর্জন	
	১ম পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
দৈনিক ইনকিলাব	নৌকার জয় জয়কার	৬ কলাম লাল রঙের প্রধান শিরোনাম
	নির্বাচনি সহিংসতায় নিহত ২১	৪ কলাম শিরোনাম
	শেখ হাসিনা বিপুল ভোটে বিজয়ী প্রধানমন্ত্রীর আসনে ভোট উৎসব	৩ কলাম
	নির্দলীয় সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচন দাবি ফলাফল প্রত্যাখ্যান ঐক্যফ্রন্টের	২ কলাম
	২২১ আসনে অনিয়মের চিত্র তুলে ইসিতে বিএনপির সংবাদ সম্মেলন নির্বাচনের নামে তামাশার কোন প্রয়োজন ছিল না: বিএনপি	

দৈনিক ইনকিলাব	আনফ্রেলের বিবৃতি অপরিপক্ক আচরণ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে-পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	বিএনপি-জামায়াত তাদের আর কোন উপায় নেই - সাংবাদিকদের জয়	
	শেষ পাতার শিরোনাম	ট্রিটমেন্ট
	কেন্দ্রে কেন্দ্রে বাধাঁ ভোটারদের	৪ কলাম শিরোনাম
	চট্টগ্রামে নীরব দখলের ভোট	৩ কলাম শিরোনাম
	সঙঘাতময় নির্বাচন রাজশাহী অঞ্চলে	
	বিএনপির পোলিং এজেন্ট পাননি মাহবুব তালুকদার ও রফিকুল ইসলাম	
	গুলশান কার্যালয়ে মির্জা ফখরুল	২ কলাম শিরোনাম
	এটা কোন নির্বাচন হয়নি প্রহসন-তামাশা হয়েছে	
	সালমান এফ রহমান বিপুল ভোটে জয়ী	
	বিএনপি প্রার্থী সালাহউদ্দিনের উপর হামলা	
	বিদেশি সাংবাদিকদের ব্রিফিয়ে ড. গওহর রিজভী অসদুপায়ে কেউ জয়ী হলে ইসি বাতিল করতে পারে	
	ধানের শীষের এজেন্ট না এলে কী করার: সিইসি	সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম
	ভোটারদের কাছে ক্ষমা চাইলেন মোস্তফা মহসিন মন্টু	
	ভোটের পর মোবাইল ইন্টারনেট চালু	

তথ্যসূত্র: উপরে উল্লেখিত পত্রিকাসমূহ।

বীরবিক্রম শাহজাহান সিদ্দিকীর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ

দীয়া সিমান্ত ও নাজনীন নাহার

(সাক্ষাৎকারের তৃতীয় পর্ব)

ভেতরে চলে গেছে ছেলেরা। আমি চলে গেছি দাউদকান্দি, নারায়নগঞ্জ চারদিকে আলোময় তার মধ্যে চলে গেছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: দাউদকান্দিতে আপনারা শত্রুর কয়টা ফেরি ধ্বংস করেছেন।

শাহজাহান সিদ্দিকী: ২টা ফেরি ১টি পল্টুন। ৩টা টার্গেট করে উড়িয়ে দিয়েছি একদম। রাতের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। কমান্ডো অপারেশনের সবচেয়ে মোক্ষম সময় হল রাতের অন্ধকারে যখন ঝড় বাতাস বইছে, সকল প্রাণী মানুষসহ যখন নিরাপদ আশ্রয়ে যায় তখন হল কমান্ডো অপারেশনের মোক্ষম সময়। ঘর থেকে বেরিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার কেউ যদি হারিয়ে যায় তাহলে নিয়ম হল পানির উপরে হাত এরকম করবে। জাষ্ট পানির উপরে। কিন্তু আমি যেহেতু কমান্ডো আমি বুঝতে পারবো কেউ সমস্যায় আছে। আমার সাথে নজরুল নামে একটা ছেলে হাত এরকম করছে। বুঝলাম সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। রাতের অন্ধকারে মেঘনা নদীতে পথ হারিয়ে ফেলেছে। রাতের তখন তাকে রেসকিউ করার জন্য কোষা নৌকা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। তাকে টেনে তুললাম। তুলার পর আমরা বড় নৌকায় উঠলাম। খালি গায়ে সব আন্ডার ওয়্যার পরা, লোকজন দেখলে আমাদের ভাববে পাগল। পানিতে ১ মাসের উপর ট্রেনিং করে পানিতে শ্যাওলা (সাবান নাই) আর গায়ের রং এক হয়ে গেছে। বয়সও এক। দাড়ি কামানো নাই জংলী টংলী মনে হয় আরকি। আমরা বড় নৌকায় উঠে বন্দরামপুরে আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব। এই সময়ে ৯টা মাইন বিকট শব্দে প্রলয়ংরী ভূমিকম্পের মত বিস্ফোরিত হলে ২০ কি.মি এলাকার মধ্যে কোন মানুষ কোন প্রাণী তারা কি ঘুমিয়ে থাকতে পারে। সব জেগে গেছে। একটার পর একটা সিরিজ ব্রাস্ট হতে থাকলো। তখন যে কী আনন্দ। কী জয়ধ্বনি মনে হচ্ছে আমি বিজয়ী। মহাবিজয়ী। এই বিশ্ব জয় করে ফেলতে পারবো। এরকম ফিলিংস। আমরা তখন দাউদকান্দি ফেরিঘাট থেকে ২ কি.মি উত্তর দিকে আছি। আমরা পূর্ব দিকে নৌকা চালিয়ে যাচ্ছি। আর লক্ষ্য করলাম ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট দাউদকান্দি থেকে পূর্ব দিকে, ঐদিক থেকে লাইটগুলো দেখা যাচ্ছে গাড়ি, ট্রাক ও জিপ ধরে ধরে দাউদকান্দির দিকে যাচ্ছে। আর দাউদকান্দি ফেরিঘাটে যে ক্যাম্প ছিলো ওখান থেকে সমানে মেশিনগান দিয়ে গোলাবর্ষন করে যাচ্ছে। এরা মনে করেছে আমরা ঢাকা থেকে মেঘনা নদী পার হয়েছি পশ্চিম দিকে। ওরা মর্টার মারছে। সবগোলা ওদিকে। কিন্তু আমরা যেদিকে ওদিকে একটাও না। আমরা উত্তর দিক দিয়ে যাব এটা ওরা ভাবতেও পারে নাই। আমরা ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলে আসছি। এটা হল কমান্ডো অপারেশনের টেকনিক। আমরাও কমান্ডোরাও নৌকার পাটাতন দিয়ে বইতে থাকলাম। আমরা মহাআনন্দে আল্লামা শাহকামাল সাহেবের বাড়িতে চলে গেলাম। ভোর হয়ে গেছে। ফজরের নামাজের আযান দেয় নাই। যেয়ে দেখি হুজুর আলখল্লা পরা চিন্তাগ্রস্থ হাটাহাটি করছে অস্থির হয়ে। আমাদের নৌকা ভিড়ল। উনি চিৎকার করে বললেন পুত তেরা আসছস। আমরা বললাম আসছি। উনি বললেন পুত তোদের জন্য চিন্তায় আমি অস্থির। তোরা যাওয়ার পর রাত ২টা আড়াইটার দিকে কি ভয়ংকর আওয়াজ হইসে আমি ভেবেছি তোদের কিছু হয়েছে। আমি বললাম হুজুর এই কেয়ামতের আওয়াজ তো আমরা করে আসছি। তারপর তিনি সাব্বাস বলে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। এই হল আমাদের অপারেশন জ্যাকপট, ১৬ তারিখ রাতে।

১৭ তারিখ সকালে দেখি আমাদের কমান্ডোদের নিয়ম হল আমরা কিছু সাথে নিবোনা, সব ফেলে দিয়ে এসেছি। কিন্তু ফেলে দিয়ে এসেছি কমান্ডো লাইফ। মতি দেখি ওর সব নিয়ে এসেছে। কাঁচা দুধ, চিরা, কাঠাল খেয়ে যেতে বলল। হুজুর বলল আমার এক মুরিদ এনেছে। সে পাটের ব্যবসা করে নারায়নগঞ্জে। তো একবার পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসছিল। দাউদকান্দির কাছে পাকিস্তানি তাদেরকে ধরে নিয়ে তাদের দিগম্বর করে তার টাকা পয়সা সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তার যে কষ্ট সে আক্ষেপ করে বলেছে হে রাব্বুল আলামিন এই জালেমদের থেকে আমাদের মুক্ত কর তাদের উপযুক্ত শাস্তি দাও তো আজকে সেই খবর হয়েছে যে দাউদকান্দি ফেরিঘাট উড়ে গেছে। এই আনন্দে সে দুধ আর চিড়া, খই নিয়ে এসেছে। এটা যে আমি তারা তো জানে না। এটা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে কীভাবে মিলে যায়।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: পরবর্তী অপারেশন কোথায় ছিল দাউদকান্দির পর?

শাহজাহান সিদ্দিকী: আমাদের ৩জন কমান্ডোকে বাছাই করে রাখলো অনেকদিন ধরে আগরতলায়। ফেনী নদীর উপরে একটা শুভাপুর ব্রীজ আছে। আমার বন্ধুরা আমাকে বলত জ্বীনমানুষ। ওর ভয় কিছু ছিলনা (যখন যুবক ছিলাম)। এখন আমার বয়স ৭০ বছর ৬ মাস। তখন ছিল ২৩ বছর ৭ মাস। ওই ব্রীজ উড়িয়ে দেয়ার জন্য এরকম বেডামার্কা সাহসী কমান্ডো দরকার। বাকী ২ জনের নাম মনে নেই। অনেকদিন থাকলাম। থেকে থেকে ফ্রাসট্রেটড হয়ে গেছি। পরে ওই অপারেশন অ্যাবানডন করা হয়েছে। তাতে আমি খুব কষ্ট পেলাম।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: কতদিন ছিলেন ওখানে?

শাহজাহান সিদ্দিকী: প্রায় মাস খানেক অপেক্ষা করলাম। অপারেশন হলনা। আমি আমার কমান্ডারকে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রায়কে বললাম আমাকে একটা টার্গেট দাও। আমি আমার গ্রামের বাড়ি যাব। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নৌপথে যে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বহন করে তা উড়িয়ে দিব। আসলে একটা কৌশল করে চলে আসলাম বাড়ি। এসে নবীনগরে একটা অপারেশন করেছিলাম বিভিন্ন কারণে সাকসেস হয় নাই। কিন্তু মানিকনগর লঞ্চঘাটের অপারেশনটা সাকসেসফুল হয়েছিল। ওখানে লঞ্চঘাটের পল্টুনটা উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

দ্য পালামেন্ট ফেইস: এটা কত তারিখে?

শাহজাহান সিদ্দিকী: নভেম্বর মাসে। তারিখ মনে নাই। তারপর ফের আমাদের একই রাস্তায় কোলকাতা নিয়ে গেল। যাওয়ার পথে ১৬ ডিসেম্বর আমি যখন গোহাটি তখনি শুনলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন করেছে। বিজয় আমি স্বচক্ষে দেখিনি কিন্তু বিজয় আমি অনুভব করেছি। এই বিজয়ের মাধ্যমে অনেক কিছু অর্জিত হয়েছে।

দ্য পার্লমেন্ট ফেইস:এখন আমরা সেই বিজয়ের গাথা যার আদর্শে তাকে নিয়ে কিছু কথা বলব। যেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব

দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার স্বপ্নের কথা বলে আমরা স্বগর্বে বক্তৃতা দেই, দিচ্ছি। আদৌ বঙ্গবন্ধুর আদর্শে চালিত প্রতিপালিত হচ্ছি কিনা?

শাহজাহান সিদ্দিকী: দেখুন আমি শুরুতেই বলেছি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলার মানুষ, আমার মানুষ উনি বলতেন আমার জনগন পেট ভরে ভাত খেতে পারবে। শান্তিতে ঘুমাতে পারবে, নিজের ভাষার কথা বলতে পারবে। আহামরি রাজকীয় জীবন যাপনের কথা উনি বলেন নাই। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বলতে আমার মনে হয় একটাই উনি কামনা করেছিলেন। সেটুকু ছিলনাতো। তো এটাতো আমরা অর্জন করেছি ইনশাআল্লাহ এবং তার চেয়েও বেশি অর্জন করেছি। তো বঙ্গবন্ধু বহুদলীয় গনতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন Democratic System এ। বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র চলমান আছে। যেটাকে ইংরেজিতে Plural democracy বলে। কিন্তু এখন একটা জিনিস আমার খারাপ লাগে বহুদল বলতে তো ২/৩/৪/৫ টা হতে পারে। এখন শতশত দল রেজিষ্ট্রেশনের জন্য এপ্লাই করে। এটা মনে হয় গণতন্ত্রকে হাস্যপদ করে ফেলে। গণতন্ত্রের অর্থ এই না যে পেট সর্বস্ব রাজনৈতিক দল থাকবে। কারণ গণতন্ত্র মানেই নির্বাচন। নির্বাচন হতে গেলেই একাধিক দল থাকতে হবে। খেলা মানেই আরেকটা প্রতিপক্ষ থাকতে হবে। একলা একলা তো খেলা যায় না। নির্বাচন মানেই ভোট।

ভোট হতে হলে এক বা একাধিক প্রতিপক্ষ থাকতে হবে। সুতরাং সেটা বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সেটা বাংলাদেশে আছে। তবে তা এখনো Maturityতে পৌছায় নাই। পৌছাতে হয়ত আরো চর্চা ও সময় লাগবে। তার কারণ আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালে স্বপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর প্রায় ২১ বছর বাংলাদেশে গণতন্ত্র বলতে কিছুই ছিল না। স্বৈরশাসন ছিল। মিলিটারির শাসন ছিল। মিলিটারিরাতো এইসব বোঝেনা। গণতন্ত্রের চর্চা হয় নাই। চর্চা এখন হচ্ছে এটা হয়তো পূর্ণাঙ্গ একটা অবয়ব লাভ করবে দিনে দিনে সেটা আমি কামনা করি, বিশ্বাস করি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি নিয়ে আপনার জানা এবং মূল্যায়নটি কেমন?

শাহজাহান সিদ্দিকী: ঐ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে আসলে উল্টা বলে। এটা আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা না এটা হল, আমি একটা বই দিয়েছি না আপনাকে। কর্ণেল শওকত আলী সাহেব একটা বই লিখেছেন The armed quest for independence । এই মামলাটি আসলে নাম হল State versus sheikh mujib and others. রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্যরা। এটা তদন্তীন্তন বাঙ্গালী যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন তারা একত্রিত হয়ে এবং কিছু আমাদের মত সিভিল সারভেন্ট বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য প্লানিং করেছিলেন। সেই বেপারে তারা বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। এবং বঙ্গবন্ধু তাদেরকে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছিলেন। এটা যখন ফাঁস করা হলো এবং এটা বলা যায় যে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য ১টা প্রথম যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটা বঙ্গবন্ধু কোন ষড়যন্ত্র করেন নাই। এটা কৌশল। কৌশলের মাধ্যমে এরকম একটা সশস্ত্র বিপ্লবকে তিনি সমর্থন করেছিলেন যে পরবর্তীকালে তারা সব ধরা পড়ে গেলো। বঙ্গবন্ধু আটক হয়ে গেলেন এবং এটাকেই পাকিস্থান শাসক গোষ্টি আইয়ুব খান State versus sheikh mujib and others. নামে মামলা দায়ের করে। মামলার জন্য তখনকার এই ট্রায়াল এর ব্যাপারগুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আসতো, আমরা এগুলো পাঠ করতাম। শেষ পর্যন্ত ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে সম্ভবত ২২ ফেব্রুয়ারী পাকিস্থান সরকার বাধ্য হয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: প্রমানিত হয় যে এটা মিথ্যা মামলা?

শাহজাহান সিদ্দিকী: মিথ্যা মামলা প্রমানিত এটা আমি বলব না। মামলাটা স্থগিত হয়ে যায়।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: তখন মিথ্যা যাচাইয়ের কোন সুযোগ ছিল না?
শাহজাহান সিদ্দিকী: কিন্তু আমি বলব ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলেও it is a fact. আমি তো জনতার মঞ্চের মামলার একজন accused কিন্তু আমি তো স্বীকার পাই না। তখন তো স্বীকার করা ঠিক হতনা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করেছিলেনতো দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ হয়েই। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন প্রয়োজনে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্থানীদের উৎখ্যাত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা হবে। এটা সত্য কথা। উনি চেয়েছেন। কর্ণেল শওকত আলী সাহেব এরকম সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার কথা লিখে গেছেন তার বইতে। কিন্তু মামলা শেষ পর্যায়ে যেতে পারে নাই বাঙ্গালীদের আন্দোলনের কারণে, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের কারণে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: বর্তমান একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাপকাঠি কেমন হওয়া দরকার? বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার টেকসই করতে জবাবদিহিতার জায়গায় নাগরিক অংশগ্রহণ কেমন হওয়া জরুরী?

শাহজাহান সিদ্দিকী: মাপকাঠি একেকজনের কাছে একেকরকম। আমার দৃষ্টিতে যেরকম গণতান্ত্রিক পরিবেশ পরিস্থিতি থাকা দরকার বাংলাদেশে তা বিরাজমান। কারণ সব মিডিয়ার ফ্রিডম আছে কথা বলার। তারা যে কোন নিউজ করতে পারে। যে কোন রাজনৈতিক দল দলের নেতৃবৃন্দ তারা তাদের বক্তব্য বিনা বাধায় প্রকাশ করতে পারে এবং তারা মিটিং মিছিল সব করতে পারে। তবে হ্যা কিছু আইনানুগ কিছু বিষয় আছে এগুলো মেনে নিয়ে। আপনি পেট্রোল বোমা মারবেন মানুষ মরবে এটা তো হতে পারে না। এভাবে আগুন সন্ত্রাস করতে পারবেন না। কতগুলো শৃঙ্খলার ভিতর থেকে সমাবেশ মত প্রকাশ, লেখা এগুলো করতে পারেন। এটা তো গনতন্ত্রের মাপকাঠিতে ঠিকই আছে। এটাকে কেউ মিসইউজ করলে সেটা আলাদা কথা। কেউ কেউ মিসইউজ করতে চায়, তবে যেটা আংকার ব্যাপার যেটা আসলেও খুব বিপদের ব্যাপার এ হল বাংলাদেশে ২০০১ সালের পর যে জঙ্গীকদের উত্থান ভয়াবহ জঙ্গীকদের উত্থান হয়েছে আপনার বাংলা ভাই, শাহ আব্দুর রহমান এদের নেতৃত্বে হিজবুত তেহারী ইত্যাদি এই জঙ্গীবাদের উত্থানের কারণে আমাদের গণতন্ত্রের বিশ্বাস কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এই জঙ্গীবাদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আর আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে বিশেষ করে পরিবারভিত্তিক সমাজ যদি সুন্দর ভাবে গঠন করা যায়, পরিবারের যারা গুরুজন আছেন তারা যদি তাদের সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখতে পারে খোঁজ খবর রাখতে পারে এবং ইন্টারনেট, ফেসবুকের মাধ্যমে জঙ্গীবাদের তথ্য যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এটা থেকে তাদের সন্তানকে যদি বিরত রাখতে পারেন তাহলে আমি বিশ্বাস করি জঙ্গীবাদও একদিন ইনশাআল্লাহ পুরোপুরি না হলেও নিয়ন্ত্রনে চলে আসবে। যদি জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রনে থাকে যদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বর্তমান যে ধারা এটা অব্যাহত থাকে, যদি মানুষ ভালকে ভাল খারাপকে খারাপ বলার চিন্তা চেতনা বিশ্বাসী থাকে এবং যদি কেউ ধ্বংসাত্মক কোনো কার্যকলাপে জড়িত না হয় তাহলে সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতি বিশেষ করে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম দেশকে উন্নতির শিখরে ইনশাআল্লাহ একদিন নিয়ে যেতে পারবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: এবছর দেশে একটি জাতীয় নির্বাচনের হাওয়া বইছে। এটা আমরা সবাই জানি। আমার ভোট আমি দেব জনগনের এই প্রত্যাশা পুরণে জাতীয় নির্বাচন কীভাবে পরিচালিত হতে পারে?

শাহজাহান সিদ্দিকী: দেখুন আপনি যে কথাটা বললেন এই বছরের নির্বাচনের হাওয়া বইছে তো হাওয়া বলতে অনেক সময় আমরা বুঝি হঠাৎ করে যদি বাতাস বইতে শুরু করে তাহলে সেটা হাওয়া। কিন্তু গণতান্ত্রিক মাপকাঠির হিসেবে গত ২০১৪ তে গেলে লাস্ট নির্বাচন তাহলে ৫ বছর মেয়াদে এটা ২০১৮'র শেষে নির্বাচন হবে। তো নির্বাচন হবে এটাতো সুনির্দিষ্ট ভাবে বলাই আছে নির্দিষ্ট করে। নির্বাচনের বছরে নির্বাচনের জাকজমক হবে, আলোড়ন সৃষ্টি হবে। প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে যাবে। এটাই স্বাভাবিক, এটাকে যদি হাওয়া বলেন বলতে পারেন। এই হাওয়াকে আমি বলব সুবাতাস। কারণ এটার সাথে যদি respond করে সব রাজনৈতিক দল এবং ভোটাররা তাহলেই তো গণতান্ত্রিক চর্চা হবে। এবং তার ফলশ্রুতিতে

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে এই কথাটা Leniveral যে আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব। এটা অধিকার, নাগরিকদের অধিকার। এখন নির্বাচন পরিচালনার তো সরকার করেনা। নির্বাচন কমিশন করে। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্টান এমনকি আমাদের সংবিধানে বলা আছে যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষনার পর যে এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ, নির্বাচন কমিশন যা চাইবে সেই মোতাবেক দায়িত্ব পালন কর্তব্য করতে হবে। এমনকি আর্মড ফোর্সেস ল এন্ড অর্ডার মেইনটেন করার জন্য পুলিশ র‍্যাব তারাও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে চলবে। নির্বাচন কমিশনের এটা সাংবিধানিক দায়িত্ব। তারা সুষ্ঠু অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য যা যা করা দরকার করবে। তারা যেভাবে চাইবে সেইভাবে তখন যে সরকার থাকবে এটা interim govt বলে বা carelaker govt বলে সেই govt. respond করবে। তাহলেই তো নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারী দলের ভূমিকা কতটুকু? অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের দায়িত্ব আছে কী?

শাহজাহান সিদ্দিকী: সুষ্ঠু নির্বাচনে শুধু সরকারী দলের না সকল দলেরই আছে। সরকারী দলের ভূমিকা তো আছেই। এই জন্য আছে যে সরকারী দল তো শুধু একটা রাজনৈতিক দলই না সরকারী দল সরকারেরও আছে। তো সরকার থাকলে সরকারের যে রাষ্ট্রযন্ত্র যে কাঠামো সবটার উপরেই সরকারের নিয়ন্ত্রন রয়ে গেছে।

এখন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অন্যান্য দল যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাদের আচার আচরণের কথা বার্তায় আইন কানুন প্রয়োগ এরকম কিছু করা উচিৎ না যাতে অন্য কোন দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে নিরুৎসহিত হয়। তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য যা যা করার দরকার তাই সরকারী দলের করা উচিত। এবং আমি লক্ষ্য করছি তাই করছে। কারণ আওয়ামীলীগের সেক্রেটারী জেনারেল ওবায়দুল কাদের সাহেব সবসময় বলছেন আমরা inclusive নির্বাচন করতে চাই। শুধু সব দলকে না বিএনপির কথা categorically ই বলেন যে বিএনপি কে নিয়ে আমরা নির্বাচন করতে চাই। তো আশা করি সরকারী দলের এই অনুকূলে মনোভাব এর পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সকল দল আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আর বিরোধী দলেরও আপাতত অভিজ্ঞতা বলি যে ভোটের বাক্সে লাথি মার ভোট কেন্দ্র আগুন দিয়ে পুরিয়ে দাও এসব থেকে তারা যদি বিরত থাকে।

কারণ ভোট দিবে জনগণ ভোটারদের কাছে যেতে হবে। ভোটারদেরকে আমার দলের আদর্শ তা বলতে হবে। তারা যদি আমাকে বা আমার দলকে ভোট দেয় আমি বিজয়ী হব কিন্তু আগুন লাগিয়ে এটাতো সন্ত্রাসের পথ। এটা পরিহার করতে হবে। তো দেখা যাক। আগামী নির্বাচনে যারা বিরোধী দল আছেন তারাও সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এটাই আশা করি। আর সরকারী দলও অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখবে এটাও কামনা করি। এভাবেই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের পদক্ষেপ কেমন হওয়া দরকার?

শাহজাহান সিদ্দিকী: সরাসরি সরকারের নির্বাচন সুষ্ঠু করার কোনো পদক্ষেপ আমি দেখিনা। কারণ নির্বাচন কমিশনের হাতেই সবকিছু ন্যস্ত হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশন একটা সাংবিধানিক সংগঠন। তারা সরকারের আদেশ নিষেধ চলেনা সংবিধানের যে আইন গুলো প্রতিষ্ঠিত সে অনুযাই চলে। সুতরাং একটা স্বচ্ছ এবং সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। এটা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব তারা করেছে বলেই শুনেছি প্রায় ১০ কোটির উপরে ভোটার। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তারা যেভাবে হুকুম করবে এটা নির্বাচন কমিশন নিয়ন্ত্রণ করবে। সরকার যদি respond না করে তাহলে সরকারে দায়িত্ব আমি আগেও বলেছি নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী সরকারকে respond করতে হবে। এবং সরকার যদি respond করে তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় কোন অসুবিধা আছে বলে আমি

মনে করি না। আমি সুদীর্ঘ চাকরিজীবনে বহুবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেছি। জেলা প্রশাসক হিসেবে ছিলাম ইউএনও হিসেবে ছিলাম। দেখেছি বিশেষ করে নির্ভর করে নির্বাচন কমিশন। কীভাবে পরিচালনা করছে আর সরকার কীভাবে সাড়া দিচ্ছে আর জনগন। এটা একপক্ষীয় নয়। বহুপক্ষীয়। রাজনৈতিক দল অর্থাৎ জনগনের অংশগ্রহণ, নির্বাচন কমিশন, সরকার সবার সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই একটি সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: দেশের বিনিয়োগ সামাজিক নিরাপত্তা, বৈদেশিক বানিজ্য টেকসই সুশিক্ষিত প্রজন্ম গঠন এবং অভ্যান্তরীন শান্তিশৃঙ্খলাসহ সার্বিক উন্নয়নে একটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর নির্ভরশীল। দেশের সার্বিক উন্নয়নের পরিবেশ তৈরিতে সরকারের ভূমিকা কিরূপ হতে পারে বলে আপনার অভিমত?

শাহজাহান সিদ্দিকী: সরকারের হাত অনেক লম্বা তারপরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যা করতে পারে তার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সরকার বলতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ কাজ করে না। তারা গাইড Implement করে প্রশাসনযন্ত্র। প্রশাসনযন্ত্র বলতে আমলা, কর্মচারীদের বুঝায়। আমলারা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। আমলাতন্ত্র সারা পৃথিবীতে আছে এবং থাকবে। আমলাতন্ত্র ছাড়া চলবে না। তার ধারাবাহিক যে আমলারা তাদের মানসিকতার, চিন্তা চেতনার পরিবর্তন আবশ্যক। তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। তারা যাতে দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ হয়ে একটি কাজ বা একটি কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণের সে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য তারা মানসিকভাবে এবং তাদের যে নৈপুন্য আছে সেটা দিয়ে তারা কতটুকু সক্ষম সেটার উপর নির্ভর করে। যে শিক্ষিত, না skilled এবং সক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির জন্য সরকার অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যদি তাই হয় তাহলে তারা বিদেশি যারা আছেন তাদের Counterpart তাদের সাথে negotiate করে skill develop করবে। যেমন রোহিঙ্গা ইসু নিয়ে negotiate করেছে আমাদের আমলারা তারা বেশ skilld আমি দেখি। তাছাড়া অনেক bilateral issue, Business, taxation, কোথা Dumping, antidumping, tariff system, এঝচ সুবিধা। এগুলো নিয়ে নেগোশিয়েষ্ট করতে হয়। গেট সম্মেলন এ করতে হয় UNCTAD এ করতে হয়। এগুলি করার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তো দক্ষতা অর্জনে সক্ষম আমাদের আমলাতন্ত্র। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আমাদেরকে সুন্দর সমাজ, গণতন্ত্র এবং আর্থিক উন্নতি সমৃদ্ধি উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো পুনর্গঠনটাই সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি, যখন পুনর্গঠন করার কথা তখন ধীরে ধীরে সকল ইনস্টিটিউশনগুলো পলিটিসাইজও হয়ে গেছে এবং বলা হচ্ছে যে এটা কমছেনা বরং বাড়ছে যার কারণে ইনস্টিটিউশনগুলা নিজের দায়িত্ব পালনে চেয়ে যখন যারা ruling party তখন তাদের মতই চলাফেরা করে। এটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

শাহজাহান সিদ্দিকী: আপনি যেটা বললেন এটা একটা খারাপ দিক আমাদের রাষ্ট্রের এবং সমাজতন্ত্রের। কারণ প্রতিষ্ঠান establishment, self governed হবে। তার নিজস্ব আইনে নিজস্ব গতিতে চলবে। এখানে যদি কোন প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের স্বার্থে ব্যক্তিসার্থে বা গোষ্টীস্বার্থে রাজনীতিকরণ করা হয় তাহলে তো আর প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব যে একটা লক্ষ্য সেটা অর্জন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তো এটা হচ্ছে। এটাকে এড়ানো যাবে কিনা এটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: আপনারা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তারা তো মানে আমরা যারা কথা বলি আপনাদের সাথে আপনারা বলেন যে এই জীবনটা আমাদের বোনাস। সেই বোনাস জীবনে আপনাদের কোন সুযোগ আছে কি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার বা সমাজে মুভমেন্ট করার যে আসলে ইন্সটিটিউশনগুলা ঠিক রাখতে হবে যদি দেশকে ঠিক রাখতে হয় এবং প্রজন্মকে ঠিক ট্রাকে রাখতে হয়?

শাহজাহান সিদ্দিকী: আমারতো ওখানে শহীদ হয়ে যাওয়ার কথা আমি এখনো বেঁচে আছি। এই যেই প্রশ্নটা আপনি রাখলেন আমার প্রতি আমাদের প্রতি, আমি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যক্রমের সাথে জড়িত। এখন যারা মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছেন একটু ধারণা কারণ আমার বয়স ৭০ এর উপরে তাহলে বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার আসলে কত? ৬০-এর উপর। তো তারা কোন শ্রেণীভুক্ত? বৃদ্ধ। তো কোনো একটি সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি বৈপ্লবিক কোন পরিবর্তন আনতে হয়, নতুন কিছু আনতে হয় তাহলে কারা পারে? বৃদ্ধরা না। পারে যুবকেরা তরুণরা, আপনার বয়সি যারা

তারা করবে। আমার যখন যৌবন ছিল, আমার যখন তারুন্য ছিল আমি তখন যুদ্ধ করেছি একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা ত্যাগ তিতিক্ষার শিকার হয়েছি। কিন্তু এখনতো আমরা বয়সের

ভারে নূহ্য। অনেক মুক্তিযোদ্ধা ইন্তেকাল করেছেন। আমরা সংখ্যায় তো অল্প। সংখ্যা নিয়ে একটু বির্তক আছে যাই হোক অল্প সংখ্যক লোক। সেই বৃদ্ধ লোকগুলা তারা এখন নিজের মনে মনে অনেক স্বপ্ন লালন করতে পারে কিন্তু যদি বলে যে আমরা এখন একটা কিছু করে ফেলব আমি মনে করি তা অসম্ভব। এই বয়সে এটা সম্ভব না। শুধু কথা দিয়ে তো আর কাজ হবে না কাজ করার জন্য যুবক শ্রেণীকে এগিয়ে আসতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের এখন আর বলা ছাড়া আর কিছুই করার নাই। তারা কোন সংগঠিত শক্তি না। এই যে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আছে, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ দেশ ও জাতির অতন্ত্র প্রহরী এগুলা কথার কথা শুধু। কী প্রহরা দেবে তারা? নিজেইতো নিজেকে প্রহরা দিতে পারে না। এখনতো বঙ্গবন্ধু কন্যার সৌজন্যে মুক্তিযোদ্ধারা মাসে দশ হাজার টাকা রাষ্ট্রীয় সম্মানী পেয়ে খেয়ে পড়ে আছে। আগে তো এটাও ছিল না এবং তারা খুব দুর্বিসহ জীবনযাপন রত। সুতরাং মুক্তিযোদ্ধাদের এখন করার এরকম কোনো সুযোগ আমি দেখি না।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: এজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কেমন বাংলাদেশ চেয়েছেন এবং কেমন পেয়েছেন?

শাহজাহান সিদ্দিকী: আমি যেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলাম সেটা খুবই সাদামাটা। যে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমরা মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারব। এটা হয়েছে। আমরা আমার মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলতে পারব। আমি আমার চলাফেরা আমার জীবীকা উপার্জনের জন্য ভৎববফড়স ড়ভ পযড়রপব যেটাকে বলে সে freedom আমার আছে। আমার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতির জন্য আমি কাজ করে যাব। কাজ করে যাতে অর্জন করতে পারি সেই সুযোগ রাষ্ট্র করে দিবে রাষ্ট্র করে দিয়েছে এখন আমি মনে করি আমরা যা কামনা করতাম সত্যি কথা বলতে গেলে যে দু'মুঠো ভাত খাওয়া আর কিছু জামাকাপড় পড়তে পারা আর একটা টিনের ঘর বা একটা আচ্ছাদনের ব্যাপার। আর লেখাপড়ার কিছু সুযোগ।

আর চিকিৎসার সুযোগ। এখন দেখি অনেক বেশিগুন উন্নত হয়ে গেছে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনযাত্রা সবকিছুতেই। এখনতো মানুষ বাসায় খায় না হোটেলে, রেষ্টুরেন্টে, রেস্তোরায় কত দামি দামি খাবার খায়। আপনাদের যদি আমি জিজ্ঞেস করি আপনার কয়জোড়া জামা আছে চট করে কিন্তু উত্তর দিতে পারবেন না কারন আপনার অসংখ জমা আছে আমাদের ছেলেদের জিজ্ঞেস করি আমাকে ইউনিভার্সিটিতে মাঝে মাঝে ডাকে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি তুমি বলতে তোমার কয় জোড়া ট্রাউজার আছে। এক্ষনি বলতে পারবে? পারেনা। এত বেশি এগুলো কী করে সম্ভব হল সম্ভব হয়েছে তাদের পারিবারিক অর্থনৈতিক উন্নতি সমৃদ্ধির কারনে। সুতরাং আমরা যা চেয়েছিলাম বাংলাদেশে আমার মত তার চেয়েও অনেক বেশী ইনশাআল্লাহ্ অর্জিত হয়েছে। অদুর ভবিষ্যতে আরও বেশি অর্জিত হবে এই আমার আশা এই আমার কামনা।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: আজ জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এসে কেমন বাংলাদেশ দেখার স্বপ্নে আপ্লুত হন এখনো?

শাহজাহান সিদ্দিকী: যখন দেখি যে ক্রিকেটে বাংলাদেশের টিম বিজয়ী হয়ে যায় আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই। মনে হয় যে আমি আবার বিজয় দেখেছি। আবার আমি কখন দেখি ৭ কোটি বাঙ্গালির জন্য খাবারের ব্যবস্থা এই বাংলাদেশে ছিল না এখন ১৭ কোটি বাঙ্গালীর খাওয়ার জন্য খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে। অনেক সময় উদ্বৃত্ত হচ্ছে। বাঙ্গালীরা মাছে ভাতে বাঙ্গালী এই কথাই ছিল। মাছ তো ছিলনা কিন্তু এখন পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থানে বাংলাদেশ মৎস উৎপাদনে এবং প্রানীজ সম্পদ মাংস, ডিম ইত্যাদিরও উৎপাদন বেড়েছে এবং এগুলোর consumption সেটাও বেড়েছে। তার মানে সর্বদিক দিয়েই উন্নতি হয়েছে। আরও উন্নতি হবে।

বাংলাদেশ এখন নিম্ন আয়ের দেশ। উন্নত দেশে ইনশাআল্লাহ পরিণত হবে। এটিই আমার কামনা।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: মহান মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখযোদ্ধারা এখনো এক হয়ে সোনার বাংলা গড়তে অবদান রাখার স্বপ্ন দেখেন কিনা?

শাহজাহান সিদ্দিকী: স্বপ্ন হল বিলাসিতা। স্বপ্ন বাস্তবতা নয়। আমি যতই স্বপ্ন দেখিনা কেন এটাতে সবসময় বাস্তবায়িত করা সম্ভব না। আমরা স্বপ্নবিলাসী ছিলাম না, স্বপ্নচারী ছিলাম। আটদশজন বাঙ্গালীর মত তো আমি নই বা আমার মত স্বজাতির আমার সহযোদ্ধারা নয়। কথাটা শুনতে খুব খারাপ লাগল সত্যি কথাটা বলি বাংলাদেশের তখনকার জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। সাড়ে সাতকোটিকে অর্ধেক করে পোনে চার কোটি জনসংখ্যা। অর্ধেক জনসংখ্যা হল সক্ষম যুবক শ্রেণী, আর অর্ধেক ধরলাম শিশু বা বৃদ্ধ। সেই সাড়ে ৩ কোটি লোকের মধ্যে শিশু এবং বৃদ্ধ তাদেরকে আরও অর্ধেক বাদ দিয়ে দিলাম। তাহলে থাকে দেড় দুই কোটি। কিন্তু ২ কোটি লোক কি যুদ্ধে গিয়েছিল? যেতে পারত। সক্ষম যুবক ছিল যাদের বয়স ২০ থেকে আরম্ভ করে ৫০ এ ছিল।

এই কয়েকটা আমার মত পাগলা দামাল ছেলে যেগুলা মাত্র এক দেড় লাখ ছেলে যুদ্ধে গিয়েছিল তারা গেলনা কেন। তাদের জন্য জীবনের মায়া অনেক বেশি। আর আমরা স্বপ্ন দেখেছি ঐ স্বপ্নই দেখেছি শুধু একটি পতাকা থাকবে আমার দেশটা স্বাধীন হবে। আমাদেরকে পাকিস্তানিরা শোষন করবে না নির্যাতন করবে না। আমাদের অবহেলা করবে না। আমাদের ২ নম্বর নাগরিক হিসেবে গণ্য করবে না। শিক্ষা, চাকরী বাকরী ব্যবসা সব ক্ষেত্রে নিজেদের একটা নিজস্ব পরিবেশ থাকবে, নিজস্ব চিন্তা চেতনা করবে সেভাবে এগিয়ে যাবে। আমাদের সে স্বপ্নই থাকবে, চিরদিনই থাকবে। আমৃত্যু থাকবে সেটা দেখতে চাই।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দেশপ্রেমের কোন উদাহরণ রেখে যেতে চান কি। দেশ গড়ার ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের পাথেয় কী হতে পারে?

শাহজাহান সিদ্দিকী: শোনেন দেশ প্রেমতো আপনা আপনি হৃদয়ে জাগরিত হয়। এটা একটা অনুভূতির ব্যাপার। এটা এমন কোন demonstrate করে দেখানো যাবে না। তাদের জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি। আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের শৌর্যবির্য এই যে ইতিহাস এইটাই তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। তারা এখন গর্ব করে বলতে পারে তারা বীরের জাতি। তাদের পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধ করে সমস্ত্র যুদ্ধা করে রক্ত দিয়ে জীবন উৎসর্গ করে তারা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের জন্য অবারিত সুযোগের দ্বার উন্মোচর করে দিয়েছে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ। সুতরাং তাদেরকে এভাবেই উদ্ভুদ্ধ করেছি। আগামি দিনেও তারা এখান থেকে প্রেরণা নিয়ে তারা এগিয়ে যাবে সেটাকামনা করি এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তাদেরকে জানতে হবে। জানার জন্য এখনতো আধুনিক যুগের প্রযুক্তির মাধ্যমে scarching দিলেই সব সত্য ইতিহাস বেরিয়ে আসে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: আমাদের অনেক স্কুল আছে স্কুলের তো কমতি নাই। ভালমন্দ পরের হিসাব। অনেক অনেক স্কুলেই জাতীয় সংগীত বাজানো হয় না। সরাসরি ক্লাস হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের বাচ্চারা জাতীয় সংগীতটাই অনেকে শিখেনা। সেক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো অনুধাবন করার শক্তিটা তারা কতখানি রাখতে পারবে?

শাহজাহান সিদ্দিকী: আমিও শুনেছি। এগুলা কিছু কিছু জায়গায় ঘটেছে আমি পত্র পত্রিকায় দেখেছি। খুবই দুঃখজনক। কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীতটা গাওয়া হয়না। তো এই অল্প সংখ্যাক প্রতিষ্ঠানের কারণে সারা বাংলাদেশের যে জাতীয় সংগীত গাওয়ার চর্চা, স্বাধীনতার স্বপক্ষে কথা বলা, স্বাধীনতারা চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করা এটা খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আমি মনে করি না। বরং তাদেরকে আবার সত্যের পথে ন্যায়ের পথে আনার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ধীরে সুস্থে সে পদক্ষেপ নেয়াই আবশ্যক।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: প্রজন্মের প্রতি আপনার পরামর্শ কী?

শাহজাহান সিদ্দিকী: তোমরা তোমাদের জাতীয় অতীত ইতিহাস বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এই সম্পর্কে জানবে, ভালভাবে জানবে দেশকে ভালবাসবে। এদেশের মাটি এবং মানুষকে ভালবাসবে এবং কিভাবে এই দেশকে একটি সুন্দর, উন্নত ও সৌন্দর্য দেশে পরিণত করা যায় সে জন্য সকলে মিলে সম্মিলিত ভাবে তোমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এই আমার কামনা। এই আমার আশা।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।

শাহজাহান সিদ্দিকী: পার্লামেন্ট ফেইসকেও ধন্যবাদ।

একজন বিনয়ী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আশরাফ

টিপিএফ ডেস্ক:

সাবেক মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। রাজনীতি যদি জনসেবা, দেশসেবা আর নীতির রাজা হয় তবে সেই রাজার নাম সৈয়দ আশরাফ। দূর্বল নৈতিকতা আর রাজনীতি এক হতে পারে না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে স্বপ্নের সোনার বাংলার শুদ্ধ রাজনীতির প্রবর্তক সৈয়দ আশরাফ। সৈয়দ আশরাফ বেঁচে থাকবেন কোটি বাঙ্গালীর হৃদয়ে। মুজিব দর্শনের প্রেম যে সেরা অনুভূতি ছিল সৈয়দ আশরাফের হৃদয়ে। রাজনীতির আলোকিত অতীত সূর্যের উত্তরাধিকার ছিলেন এই মহান নেতা। তার নীতি ও আদর্শ ১৭ কোটি বাঙ্গালীর হৃদয় থেকে কোন দিন মুছে যাবে না। জননেতা সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়-ারী ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্র ধরে তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। পেশাগতভাবে তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ-প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ-প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ খৃ. ৩ নভেম্বর কারাগারে পিতা সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ জাতীয় চার নেতার নির্মম হত্যাকান্ডের পর তিনি যুক্তরাজ্যে চলে যান। সেখানে তিনি যুক্তরাজ্যের পুরোনো রাজনৈ-তিক দল লেবার পার্টির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং লেবার পার্টির সদস্যও হয়েছিলেন।

প্রবাস জীবনে তিনি আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আশরাফুল ইসলাম ১৯৯৬ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং কিশোরগঞ্জ-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৭ সালে জরুরি অবস্থার মধ্যে শেখ হাসিনা গ্রেফতার হওয়ার পর দলের হাল ধরেন। ১/১১ পরবর্তী পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এবং দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল যখন কারাগারে তখন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফ ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি সংকটের মুখে পড়া আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০০৯ সালের জুলাইয়ে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের আগ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসেবে ওই জাতীয় সম্মেলনে সৈয়দ আশরাফ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরপর দুই বার তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

তার স্ত্রী শিলা ইসলাম মারা যান। আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ আশরাফ (৬৮) থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বুমরুনগ্রাড হাসপাতালের সিসিএমইইয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০১৯ খৃ. ৩রা জানুয়ারী ইহজগতের সকল মায়া ত্যাগ করে চলে যান না ফেরার দেশে। সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের ১ মেয়ে, ও পাঁচ ভাই-বোন। একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে সংসদ নেতার ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবেগঘন কণ্ঠে সৈয়দ আশরাফ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম স্টেজ ৪ ফুসফসের ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটিতে তিনি দলটির প্রেসিডিয়াম

আওয়ামী লীগের সর্বশেষ সম্মেলনে সৈয়দ আশরাফকে দলটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য করা হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনেও তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন দায়িত্ব পান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে। পরে ২০১৫ সালের ১৬ জুলাই তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (০৩ জানুয়ারি) তার সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু শপথ নেয়ার আগেই তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে । গত ২০১৭ সালের অক্টোবরে

সদস্য ছাড়াও দায়িত্বরত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী হিসাবে। চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তিনি ২০১৮খৃ. ৩০ ডিসেম্বরের একাদশ জাতীয় নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৩ আসন থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

একাদশ জাতীয় সংসদের পথচলা: ৩১ জানুয়ারী ২০১৯

কামরুজ্জামান হিমু

"গণতন্ত্রই একটি দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়"-এই বিশ্বাসে ৪র্থ মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যের শুরুতে স্পীকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংসদকে কার্যকর, প্রাণবন্ত ও সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার কেন্দ্রে পরিণত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

৩১ জানুয়ারী, ২০১৯ খৃষ্টীব্দ একাদশ সংসদের পথচলায় প্রথম অধিবেশন বসে বিকাল ৩ ঘটিকায় যেখানে কার্যক্রম শুরুর পরপরই মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্পীকার নির্বাচিত করে শপথবাক্য পাঠ করান। এর আগে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের স্পিকার পদে ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেন যেটিকে সমর্থন করেন চিফ হুইপ জনাব নূর ই আলম চৌধুরী লিটন যা সংসদে হ্যাঁ ভোটে পাশ হয়। এসময় সংসদ অধিবেশন মুলতবি থাকার পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে উপস্থিত সাংসদগণ ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করেন।

নবনিযুক্ত স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় পর্বে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন এডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া। হুইপ আতিউর রহমান আতিক ডেপুটি স্পিকার পদে এডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়ার নাম প্রস্তাব করলে ডেপুটি হুইপ ইকবালুর রহিম তা সমর্থন করেন এবং সেই প্রস্তাব সংসদে কণ্ঠ ভোটে পাশ হয়। এডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া দশম জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পিকার পদে ছিলেন।

সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বিরোধীদলের উপনেতা ও জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব জিএম

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনাসহ সরকার এবং বিরোধী সংসদগণ উপস্থিত ছিলেন। স্পিকার নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ৩০ মিনিট

কাদের, প্রবীণ আ.লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ, ওয়ার্কাস পার্টির সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক

দলের সভাপতি জনাব হাসানুল হক ইনু আলোচনায় অংশ নেন। সংসদ নেতা শেখ হাসিনা এসময় বিরোধীদলের সাংসদদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ধারায় সমালোচনা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিরোধীদলীয় সাংসদদের আশ্বাস দিতে পারি যে তারা তাদের সমালোচনা যথাযথভাবে করতে পারবেন। এখানে আমরা কোনো বাধা সৃষ্টি করব না। কোনোদিন আমরা বাধা দেইনি এবং দেবও না।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, গণতন্ত্রই একটি দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর তা আজ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রমাণিত। আজ আমরা আর্থ সামাজিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাংলাদেশের জনগণকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বপ্ন, যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন সেই ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলবো ইনশাল্লাহ। এটাই আমাদের লক্ষ্য।

গণতন্ত্রই একটি দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই কথা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রমাণিত। আজ আমরা আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি।

কোরআন তেলওয়াতের মধ্যদিয়ে একাদশ সংসদ অধিবেশনের কার্যত্রম শুরু হয়ে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় যেখানে সাবেক মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুতে সবাই দাড়িঁয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাড়িঁয়ে সৈয়দ আশরাফ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেদেঁ ফেলেন। তিনি সৈয়দ আশরাফ সম্পর্কে স্মৃতিচারণে বলেন "সৈয়দ আশরাফ এবং তার ভাইবোনেরা সবাই আমার বাসায় আসা যাওয়া করতো। আমি ছোট বেলা থেকেই আশরাফকে চিনি। আমার ভাই শেখ কামালের সাথে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দেয়াদূরে একসাথে ট্রেনিং নেয় শেখ কামাল, শেখ জামাল ও সৈয়দ আশরাফ।

শেখ কামাল লেফটেন্যান্ট ছিল। পরে সৈয়দ আশরাফ পড়াশুনা করার জন্য লন্ডনে চলে যান। ১৯৭৫ সালে যখন জাতির পিতাকে হত্যা করা হয় তখন জাতীয় চারনেত ার ভাগ্যেও বিপর্যয় নেমে আসে। জাতীয় চারনেতার মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সৈয়দ আশরাফের বাবা ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে তার সপরিবারে হত্যা করার পর জাতীয় চারনেতাকে গ্রেফতার করে তেসরা নভেম্বর জেলখানায় সৈয়দ আশরাফের বাবা সৈয়দ নজরুল ইসলামকেও হত্যা করা হয়। তখন আমি এবং শেখ রেহেনা দেশের বাইরে ছিলাম।

আমি এবং রেহেনা ১৯৮০ সালে যখন লন্ডনে যাই তখন আশরাফ আমাদের সহযোগিতা করে। তখন আশরাফ আমাদের লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনেকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। লন্ডনে এক পর্যায়ে আ.লীগকে সুসংগঠিত করার জন্য হত্যার প্রতিবাদ ও বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়। তখন এটি আশরাফের নেতৃত্বে করা হয়। সৈয়দ আশরাফ আমাকে বড়বোনের মতো জানতো। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং এরপরে চারনেতাকে হত্যা করার পর আমাদের উপর দিয়ে অনেক বিপদ গিয়েছিল। আমি ১৯৯৬ সালে তাকে বাংলাদেশে ডাকি নির্বাচন করার জন্য। প্রথমে আমি তাকে প্রতিমন্ত্রী বানাই। ২০০৯ সালে তাকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছি। পরবর্তীতে তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রী বানাই। দলের দুঃসময়ে যখন আমাকে ওয়ান ইলেভেনের সময় গ্রেফতার করা হয় তখন সৈয়দ আশরাফ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনে।

এমনও দিন গেছে যে সৈয়দ আশরাফের পরিবারকে না খেয়ে থাকতে হয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে তার ছাত্ররাজনীতি শুরু। রাজনৈতিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তার অসাধারণ ছিল। আমি যখন লন্ডনে রেহানার সাথে থাকতাম তখন আমাকে ফোন করে বাসায় চলে আসতো বোনের হাতের খাবার খাওয়ার জন্য। আর বলত অনেকদিন বাড়ির খাবার খাই না। আমি আমার ভাইদের হারিয়ে যখন আশরাফকে কাছে পেয়েছিলাম তখন আশরাফের মাঝে আমি আমার ভাইদের খুঁজে পাই।"

শেখ হাসিনা সৈয়দ আশরাফকে সৎ ও মেধাবী উল্লেখ করে বলেন তার স্ত্রী শিলা কিছুদিন আগে মারা গেছে এখন তাদের একমাত্র মেয়ের পাশে দাড়াঁতে হবে আমাদের।

১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ নারীর এগিয়ে যাওয়া

রুহী শামসাদ আরা

১৯২৬ সালে বাংলায় নারীরা প্রথম ভোটাধিকার পান। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৮৬১-এর ভিত্তিতে পাক-ভারত উপমহাদেশে ১৮৬২ সালের ১৮ জানুয়ারী ১২জন সদস্য নিয়ে প্রথম আইন সভা গঠিত হলে যাত্রা শুরু হয় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার। পরবর্তীতে ১৮৯২,১৯০৫, ১৯১২, ১৯২০, ১৯২৩, ১৯২৬, ১৯২৯, ১৯৩৫, ১৯৪৬, ১৯৪৮ও ১৯৫৪ সালগুলোতে আইনসভার আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা এগিয়ে চলে। ১৯১৭ সালে ভারতে নারীদের ভোটাধিকার এবং সাংবিধানিক পদে অধিকার আদায়ের জন্য The Women's Indian Association (WIA) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড কর্তৃক ভারত শাসন আইন সংস্কারের ভিতর দিয়ে জাতীয় নির্বাচনে প্রথম নারীর অংশগ্রহণের সুপারিশ রাখা হলেও কোন নারী সেসময়র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে নারীদের পৃথক আসন ব্যবস্থার স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ আইনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপকীয় পরিষদের কাঠামোতে দু-বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রথমবার ১৯৩৭ সালে আর দ্বিতীয়বার হয় ১৯৪৬ সালে।এ কাঠামোতে মুসলিম নারী ২টি, হিন্দু নারী ২টি ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ১টি নারী আসন রাখা হয়।

১৯৪০ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে শ্রী নেলি সেনগুপ্ত প্রথম নারী যিনি চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি ভোটে ভারতীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানেরও সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধনী এনে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপকীয় পরিষদের গঠন ও এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন বন্টন করা হয়। মোট ৩০৯ সদস্য বিশিষ্ট এ কাঠামোতে আসন বিন্যাসটি ছিল মুসলিম ২৩৭টি, নারী ৯টিসহ, অ-মুসলিম (সাধারণ) ৩১ টি, নারী ১টি , হিন্দু (তফশিলী) সম্প্রদায় ৩৮ টি , নারী ২টি, বৌদ্ধ আসন ২টি ও খ্রিষ্টান আসন ১টি। ২১ বছর বয়স্ক প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন এটি। নারী আসনগুলোতে শুধুমাত্র পৌরসভাধীন নারীগণ ভোট প্রদান করতে পারতেন। ফলে পৌরসভার নারী ভোটারগণ ২টি করে ভোটদানের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে ৬টি নারী আসন ছিল। যার মধ্যে ৩টি পূর্ব বাংলার ও ৩টি ছিল পশ্চিম বাংলার। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা ত্যাগের পর ইয়াহিয়া খান নতুন একটি আইন কাঠামো নির্ধারনের জন্য ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখলের পর তিনি ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ তিনি জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষনে নির্বাচনের জন্য একটি (legal frame work order) আইন কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন। এ ঘোষিত আইন কাঠামোতে ৩০০ টি সাধারণ আসন ও ১৩টি নারী আসন ঘোষণা করা হয়। তন্মেধ্য ৩০০ টি সাধারণ আসন (দুই পাকিস্তান মিলে) ১৩টি নারী সংরক্ষিত আসন। নারী আসনের ১৩ টির মধ্যে ৭টি পূর্ব পাকিস্তানের ৬টি পশ্চিম পাকিস্তানের।

১৯৭৩ সালে ৩০০টি ভৌগলিক আসন ও ১৫টি সংরক্ষিত নারী আসন নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সংসদের যাত্রা শুরু হয়। ভৌগলিক ৩০০ আসনের বিষয়টি স্থায়ী থাকলেও সংরক্ষিত নারী আসন ১৯৭৯ সালে ৩০টি, ২০০৪ সালে ৪৫টি বর্তমানে ৫০টি আসন নির্ধারিত আছে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচেন ১৫টি সংরক্ষিত আসন থাকলেও এসময় কেউ সংরক্ষিত আসনে সাংসদ হননি। ৭৯ সালের নির্বাচনে ১জন নারী সাংসদ সরাসরি ভোটে খুলনা-১৪ থেকে নির্বাচিত হন সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ এবং সেসময় সংরক্ষিত নারী আসন ছিল ৩০টি। ১৯৮৬ এর নির্বাচনে ৫ জন নারী সাংসদ সরাসরি নির্বাচিত

হন এবং এসময় ও নারী আসন ছিল ৩০টি। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের জন্য কোন রিজার্ভ সিট না থাকলেও সরাসরি ভোটে ৪জন নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯১ এর নির্বাচনে ৫জন নারী প্রার্থী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন এবং এ নির্বাচনে নারীদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন ছিল। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭ জন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। এছাড়া এই সংসদে ৩০টি সংরক্ষিত নারী আসন ও ছিল। ২০০১ এর নির্বাচনে নারীদের কোন সংরক্ষিত আসন রাখা না হলেও সরাসরি ভোটে ৬জন নারী সাংসদ নির্বাচিত হন। ২০০৪ সালে সংবিধান সংশোধন করে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫টি করা হয়। লক্ষণীয় যে স্বাধীন বাংলাদেশে অতীতের সকল সংসদে শুধুমাত্র সরকারি দলই সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী দিতেন। ২০০৪ এর সংশোধনের পরই এর ব্যতিক্রম হয়। ২০০৪ সালে সংবিধান সংশোধন করে সংসদে সরকারের পতনের পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নারীদের এখনো অনুপ্রবেশ সেভাবে ঘটেনি।

এবারের একাদশ সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের আধিক্য লক্ষ্যনীয়। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচনে বেশীসংখ্যক নারী বিজয় লাভ করেছেন। ৬৮জন নারী সরাসরি ভোটে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং ২২টি আসনে নারীরা জয়লাভ করেন যাদের মধ্যে ১৯জন আওয়ামী লীগের, ২জন জাতীয় পার্টি থেকে আর ১জন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে।

এছাড়া এবারের জাতীয় নির্বাচনে স্বাধীনতার পরে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৮জন সংখ্যালঘু নারী তাদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজ-

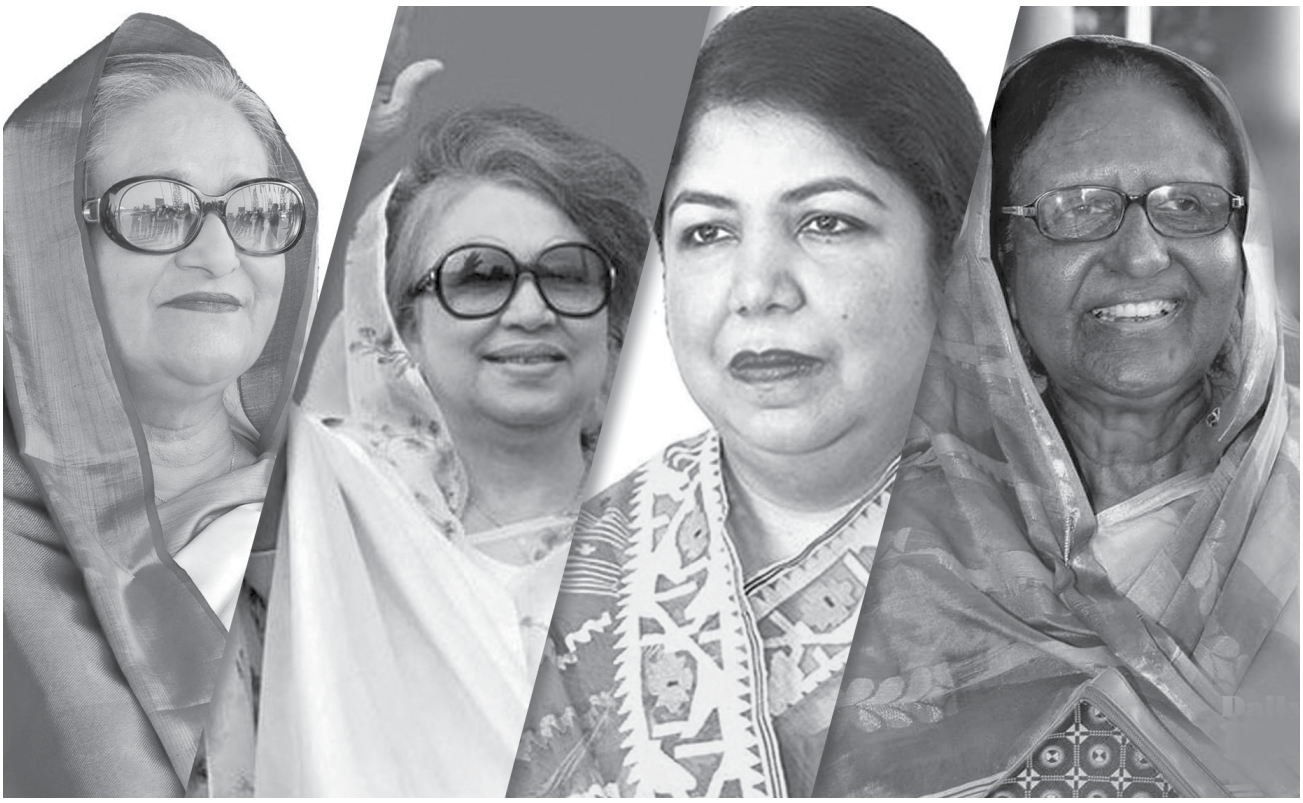

রাজনৈতিক দলসমূহের অর্জিত আসনের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে সংরক্ষিত নারী আসন বন্টন প্রথা চালু হয়। তবে ১৯৯১ এর নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদে জামায়াতকে ২টি সংরক্ষিত আসন ও সরকারি দল বিএনপি ২৮টি আসন ভাগাভাগি করে নেয়। ৯৬'এর নির্বাচনের পরেও দেখা যায় সরকারী দল আওয়ামী লীগ ২৮টি ও ২টি জাতীয় পার্টিকে দিয়ে মোট ৩০টি সংরক্ষিত নারী আসনকে ভাগ করে নেয়। ১৯৭৯ সালে ও ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের পর ৩০টি নারী আসন যথাক্রমে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সর্বশেষ ১৯১১ সালে সংবিধানের ষোড়ষ সংশোধনীতে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫০টি করা হয়। ৯০'র স্বৈরাচার এরশাদ য়ী হয়েছেন। নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীগণ হলেন: গোপালগঞ্জ-৩ শেখ হাসিনা, ফরিদপুর-২ সাজেদা চৌধুরী, রংপুর-৬ শিরিন শারমিন চৌধুরী, গাইবান্ধা-২ আসনে মাহাবুব আরা বেগম, বাগেরহাট -৩ আসনে হাবিবুন নাহার, খুলনা-৩ মন্নুজান সুফিয়ান, বরিশাল-৬ আসনে নাসরিন জাহান, যশোর-৬ আসনে ইসমত আরা সাদেক, শেরপুর-২ আসনে মতিয়া চৌধুরী, ময়মনসিংহ-৪ আসনে রওশন এরশাদ, ফেনী-১ আসনে শিরীন আখতার, নোয়াখালী-৬ আসনে আয়েশা ফেরদৌস, নেত্রকোনা-৪ আসনে রেবেকা মমিন, সুনামগঞ্জ-২ আসনে জয়া সেনগুপ্তা, মুন্সিগঞ্জ-২ আসনে সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, ঢাকা-১৮ আসনে সাহারা খাতুন, গাজীপুর-৪ আসনে

সিমিন হোসেন রিমি, গাজীপুর-৫ আসনে মেহের আফরোজ চুমকি, মানিকগঞ্জ-২ আসনে মমতাজ বেগম, কুমিল্লা-২ আসনে সেলিনা আহমাদ, চাঁদপুর-৩ আসনে ডা. দীপুমনি, কক্সবাজার-৪ আসনে শাহিনা আক্তার চৌধুরী।

১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিল রাজনৈতিক পরিবারের ব্যক্তিদের নির্বাচনে এগিয়ে আসা তারমধ্যে পারিবারিক প্রভাবে এগিয়ে আসা নারী প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল অতীত থেকে অধিকসংখ্যক। প্রয়াত স্বামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের আসনে জয়া সেন গুপ্তা সুনামগঞ্জ-২ আসনে প্রার্থী হতে কাজ করেন। পটুয়াখালী-৪ আসনে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মজিবুর রহমানের স্ত্রী ফাতেমা আক্তার। ঢাকা-৭ আসনে বিএনপি'র প্রয়াত নেতা নাসিরউদ্দিন পিন্টুর স্ত্রী নাসিমা বানু নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে কাজ করেন। গাজীপুর-৪ আসনে বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের কন্যা সিমিন হোসেন রিমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কক্সবাজার-৪ আসনে মাদক ব্যবসায়ী হিসাবে সর্বাধিক আলোচিত সাবেক সাংসদ বদিউজ্জামান বদির স্ত্রী শাহিনা আক্তার চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

ঢাকার ১৫টি সংসদীয় আসনের মধ্যে পাঁচটি আসন থেকে মোট ৮জন নারী প্রার্থী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে ১৭জন নারী প্রার্থী ঢাকা মহানগর সংসদীয় আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন ফরম তুলেছিলেন। ঢাকা মহানগর সংসদীয় আসন থেকে সরাসরি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নারীরা হলেন: ঢাকা -৮ থেকে বাম গণতান্ত্রিক পার্টির সম্পা বসু, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সুমি আক্তার, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের হাসিনা হোসেন, ঢাকা-৯ আসন থেকে বিএনপি থেকে আফরোজা আফরোজ এবং ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টির মাহফুজা আক্তার, ঢাকা-১১ আসনে বিএনপি থেকে শামীম আরা বেগম, ঢাকা-১৮ আসনে আওয়ামী লীগের সাহারা খাতুন।
বিশ্বব্যাপি দেশজুড়ে নির্বাচনগুলোতে সরাসরি অংশগ্রহণ করা নারীর সংখ্যা বাড়ছে যার ঢেউ বাংলাদেশেও লেগেছে। বাংলাদেশের সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে ৬৯টি আসনে মোট ৬৮জা নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এদের মধ্যে নৌকা প্রতীক নিয়ে ২০জন, ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ১৪জন এবং বাকীরা বড় দুই জোটের শরীক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী।

সংরক্ষিত নারী আসনের ক্ষেত্রে দেখা যায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে ১৫১০ টি। যেখানে গড়ে প্রতি সীটের জন্য ৩৫জন। ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের বিপরীতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন ৪০২৩ জন। যেখানে গড়ে ১৩ জন কিনেছেন ১টি সীটের বিপরীতে। সেই হিসাবে সরাসরি আসন সংখ্যার চেয়ে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে বেশী। জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন বঞ্চিত আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির নারী সদস্যগণ সংরক্ষিত আসনের মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন। এবারের নির্বাচনে নাটক ও সিনেমা জগতের তারকারা নির্বাচনের প্রচারে যেমন সক্রিয় ছিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহে তারা সক্রিয় ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সারাহ বেগম কবরী, সুজাতা, দিলারা চৌধুরী, ফাল্গুনী হামিদ, রোকেয়া প্রাচী, অরুণা বিশ্বাস, অঞ্জনা, শমী কায়সার, শাহনূর, অপু বিশ্বাস, তারিন ও জোতির্ময় জ্যোতি।

গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর একাদশ জাতীয় সংসদ-এর জন্য সংরক্ষিত নারী আসনের ৫০জন নারী সাংসদকে সংগে নিয়ে অধিবেশনের পথচলা শুরু। জাতি তাকিয়ে আছে এই নারী জনপ্রতিনিধিদের নারী অগ্রগতিতে তাদের কল্যাণকর কর্মদক্ষতাপূর্ণ কাজের প্রতি।

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও গবেষনাপত্র

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

গ্রাহক হতে চাইলে
যোগাযোগ করুন :
০১৯২৬৬৭৭৫৪৩
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
www.theparliamentfacebd.com

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ: পত্র পত্রিকার ভাস্য ও কিছু কথা

মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ। জীবনকে বাঁচাতে জীবনের পিছনে ছুটে বেড়ায় এদেশের বেশিরভাগ মানুষ। কিন্তু তারা যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন। দেশের রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে, এর গতি প্রকৃতি কি, কোথায় কোন ধরণের নির্বাচন হচ্ছে বা হবে সবই তারা জানে। পত্র পত্রিকা পড়ে, টেলিভিশন দেখে, বেতার শোনে কিংবা অনলাইনে তারা সব খবর পায়। প্রায়ই দেখা যায় রাস্তার ধারে টং দোকানে জটলা বেঁধে মানুষ টেলিভিশনে খবর দেখছে। রাস্তার মানুষ নয় তারা। তারপরও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে খবর দেখছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় তারা যথেষ্ট সচেতন।

রাজনীতির খবর হলেতো কোন কথাই নেই। টিভির সামনে থেকে যেন সরতেই চায়না। নির্বাচনের খবর তাদেরকে আরো বেশি আগ্রহী করে তোলে। এর বড় প্রমাণ ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনে সারা দেশের ভোটাররাই অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছে। কেউ প্রয়োগ করতে পেরেছে তাদের ভোটাধিকার। কেউবা পারেনি। তবে নির্বাচন হয়েছে। প্রধান নির্বচন কমিশনার বলেছেন সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে বেশ ফলাও করেই খবর প্রচার করা হয়েছে। টেলিভিশনগুলোতে সম্প্রচার করা হয়েছে নির্বাচনী খবর।
নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে পত্র পত্রিকাগুলো তাদের মত করে শিরোনাম করেছে। 'বাংলাদেশের কিছু কিছু স্থানে নির্বাচনী সহিংসতা' [বিডি নিউজ২৪.কম, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮]
'নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ১৬ দেশের সংস্থা' [ডেইলী স্টার, ০১ ডিসেম্বর, ২০১৮]

এভাবে নির্বাচনের খবরগুলো প্রচারিত হয়েছে। যার নানা রকম প্রভাব পড়েছে জনমনে। তবে ভাল মন্দ সব ধরনের প্রভাবেই প্রভাবিত হয়েছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরে অনেকে আবার বেশ আনন্দিত। নতুন ভোটাররাতো মহা খুশি। উদ্বেলিত, অনুপ্রাণিত। জীবনের প্রথম ভোট বলে কথা। একটা উৎসব উৎসব ভাব নিয়ে এসেছে ভোট দিতে।

নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে পত্র পত্রিকায় লেখালেখি আর টেলিভিশনগুলোতে দেখেছি সচিত্র প্রতিবেদন। এসব প্রতিবেদনে একটা জিনিস খুবই লক্ষনীয় ছিলো যে অনেক ভোটারই লাইনে দাঁড়িয়েছে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য। মোটামুটি সবাই প্রয়োগ করেছে। কেউ কেউ পারেনি। এই না পারার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে হ্যাঁ সংখ্যাটা সব সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়না। একজন নাগরিক যদি কোন কারণে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে তবে তার বঞ্চিত হবার বিষয়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একজন একজন করেইতো একশত জন, হাজার জন, লক্ষজন হয়।
আমরা সেই বাল্যকাল থেকেই দেখে এসেছি বাংলাদেশের নির্বাচন মানে একটা উৎসব। ঈদ কিংবা পূজা পার্বনে যেমন একটা উৎসব উৎসব রব থাকে তেমনি নির্বাচনেও একটা উৎসব রব থাকে। বাংলাদেশের এবারের নির্বাচনে সে রবটা কেমন ছিলো সে প্রসঙ্গে একটি পত্রিকার উদ্বৃতি দিলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে। 'সরকার বিএনপির বিরুদ্ধে সাইবার যুদ্ধ ঘোষনা করেছে'-রিজভি [ডেইলি স্টার, ০১ ডিসেম্বর,২০১৮]

পত্রিকার এ শিরোনামে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। এ নির্বাচনকে ঘিরে মানুষের আশা প্রত্যাশা দু'টোই ছিলো। সে আশা কিংবা প্রত্যাশার প্রতিফলন কতটা ঘটেছে বা ভবিষ্যতে কতটা ঘটবে সে প্রশ্ন বাদ দিয়ে বলা যায় আপাত

দৃষ্টিতে এবারের নির্বাচনে তেমন কোন নেতিবাচক ঘটনা ঘটেনি। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা সব সময়ই ঘটে। এবারও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে একেবারেই হতাশ হবার মত কোন ঘটনা সরাসরি নজরে পরে-নি। পত্র পত্রিকা কিংবা টেলিভিশন প্রতিবেদনেও নেতিবাচক কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি।

'ঘটনার আড়ালেও ঘটনা থাকে'। এবারের নির্বাচনের জন্য কথাটা কতটা সঙ্গত তার বিচারভার পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। দেশের প্রতিনিধিত্বকারি জাতীয় দৈনিকগুলো নির্বাচনের বেশ ক'দিন আগ থেকে নির্বাচন নিয়ে যেসব শিরোনাম করেছে সেগুলো থেকে বাছাই করা একটি শিরোনাম পাঠকদের সু-বিধার জন্য তুলে ধরে নির্বাচনী চিন্তা ভাবনার বিষয়টা একটু পরিস্কার করতে চাই। 'নো মোর ডিফারিং পোল': ইসি [ডেইলি স্টার, ১৬ নভেম্বর, ২০১৮]

এই শিরোনামের ভাষা কিংবা তথ্য সবই পত্রিকার নিজের। এর সঠিকতা কিংবা বেঠিকতা কোনটার দায়ই আমাদের নয়। তবে হ্যাঁ সব কিছুই যাচাই বাছাইয়ের আওতায়। তা তথ্যই হোক কিংবা ছবি। সে যাচাই বাছাইয়ের ভারটাও পাঠক সমাজের।

নির্বাচনের পর আল জাজিরা শিরোনাম করেছে-বাংলাদেশ নির্বাচন-২০১৮: অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে।

এই শিরোনাম দেখে কারো মনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকার কথা না। তারপরও যদি কোন কথা থাকে তার হিসেবটা নিজে নিজে করে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যে কাজটা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সারা জীবন ধরেই করছে। আসলে এদেশের মানুষের যেকোন কিছু সহজে মেনে নেয়ার ক্ষমত-াটা অনেক বেশি। বিষয়টা একটা জাতির জন্য খুবই শুভ।

নির্বাচনের ব্যাপারে দেশের সাধারণ মানুষ যতটা সচেতন ঠিক ততটাই সচেতন নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও। তাই তারা সবার আগে জানতে চায় কে জিতলো? কতো ভোটে জিতলো? সাধারণ মানুষের এই জিজ্ঞাসুটার সুন্দর সমাধান একটাই-নির্বাচনের ফলাফলের ছক।

১১দশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন
মহাজোট	
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫৯
জাতীয় পার্টি	২০
ওয়ার্কার্স পার্টি	০৩
জাসদ	০২
বিকল্পধারা	০২
তরিকত ফেডারেশন	০১
জাতীয় পার্টি (জেপি-মঞ্জু)	০১
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	০৫
গণফোরাম	০২
স্বতন্ত্র	০৩
মোট	২৯৮

উৎস: বাংলাদেশ ইনসাইডার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮
[বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়]

এবারের নির্বাচনের একটা আকর্ষণীয় দিক হলো কিছু একেবারেই নতুন মুখ। জীবনের প্রথম নির্বাচন করেই বাজিমাত করেছে তারা। তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারনার স্টাইলটাও ছিলো ভিন্নধর্মী। তারা গতানুগতিকতাকে পেছনে ফেলে পথ চলেছে পুরো নির্বাচনী সময়-টা। তরুণ প্রজন্ম বলে তাদের আবেদন সমাজের মানুষ দারুনভাবে গ্রহণ করেছে। ফলাফলটাও তাই ইতিবাচক।

এই যে একটা প্রজন্ম জীবনের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে তার প্রভাবটা হবে সুদূর প্রস-ারী। ইতোমধ্যেই সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারছে। নির্বাচনকে কেন্দ্রকরে তারা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলো সেগুলো পালন করার চেষ্টা করছে। জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে বলে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। নির্বাচনের একটা সুন্দর পরিবেশ দেয়ার

জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। যাক সে কথা। বলছিলাম বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা। এই নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণটি ছিলো অনেকটাই নাগরিক দায়িত্ব পালন। এরকম কথাও কোন কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

কথাটা গুরুত্বপূর্ন। একটা দেশের একজন সচেতন নাগরিকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করা। এ অধিকার প্রয়োগের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করে দেবে নির্বাচন কমিশন। ভোটার কেবল তার অধিকারটুকু যথাযথ প্রয়োগ করবে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিয়ে কোন প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করেনি। কেউ কেউ ভোটার উপস্থিতির বিষয়টা নিয়ে কিছুটা দ্বিধান্বিত। তাদের এই দ্বিধাদ্বন্দের মূলে আছে কিছু কিছু প্রার্থীর নির্বাচন বর্জন। বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও তার শরীক দলগুলোর নির্বাচনে না থাকার কারণে এই দ্বিধা দ্বন্দের উৎপত্তি হয়েছে। বিষয়টা পুরুপুরি অমুলক নয়। তাছাড়া দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে দ্বন্দ্ব জাগাটা স্বাভাবিক।
দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেও কেউ কেউ তাতে নানারকম গন্ধ খুঁজার চেষ্টা করে। তার দৃষ্টিকোন থেকে তিনি ঠিক আছেন। কিন্তু প্রশ্নটা তখনই বড় আকার ধারন করে যখন আন্তর্জাতিক বিশ্ব ঠিক একই রকম প্রশ্ন উত্থাপন করে। এবারের নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্ব তেমন কোন নেতিবাচক কথা বলেনি। নির্বাচনী পরিবেশ কিংবা ভোটার উপস্থিতি নিয়েও কোন প্রশ্ন তুলেনি। তাই জনমনের আশংকাটাও ততটা প্রবল নয়। কিছুটা প্রশ্ন যাদের আছে তারা তা নিয়ে নিজেদের মাঝে আলোচনা করছে। প্রকাশ্যে তেমন কিছু বলছেনা।

আসলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, এর পরিবেশ, ভোটার উপস্থিতি, তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ এসব বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দেয়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের পর তেমন কিছুই বলার থাকে-না। একটা নির্বাচনের পুরো দায়িত্ব যেহেতু নির্বাচন কমিশনের সেহেতু তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণটাই সর্বজনগ্রাহ্য।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নিয়ে নানা সময় নানা রকম কথাবার্তা হয় কিন্তু কমিশনের দেয়া সিদ্ধান্ত কেউ মেনে নেয়নি এমন নজির খুবই কম। এ কথাও ঠিক যে নির্বাচন কমিশনের সব বিবৃতিই যে মেনে নেবার মত তা কিন্তু নয়। কশিনের দেয়া কোন সিদ্ধান্ত বা ডিরেকশনের ব্যাপারে কারো মনে যদি কোন প্রশ্ন কিংবা সন্দেহ দেখা দেয় তা সে প্রকাশ করতেই পারে। কোন কোন পত্রিকা আকার ইঙ্গিতে এমনটাই বলার চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ আবার বলতে যেয়ে থেমে গেছে। নানা কারণে এসব 'চলা এবং থামার' ঘটনা ঘটেছে।
একজন সচেতন নাগরিক কোন একটা বিষয় নিয়ে কতটা বলবে তার নির্ধারিত কোন সীমারেখা না থাকলেও অলিখিত একটা সীমাতো আছেই। তাছাড়া স্বয়ংক্রিয় বাছাই প্রক্রিয়াও আছে। যার কারণে মানুষ একটা ইস্যু নিয়ে বিচার বিবেচনা করে কথা বলে। নির্বাচন তেমনি একটি ইস্যু। এই ইস্যুতে কথা বলার আগে অবশ্যই দশবার ভাবতে হবে। ভাবনার জায়গাটা যত বেশি শক্তিশালী হবে ঝুঁকির মাত্রা তত কম হবে। ভুল হবার আশংকা কমবে। হয়তো সে কথা চিন্তা করেই পত্র পত্রিকাগুলো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে পরিমিত কথা বলেছে।

পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় যে ভাষায় সম্পাদকীয় লিখেছেন তাতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যে সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাংবাদিক মহলে নির্বাচন পুর্বপর অনেকটা এই রকম আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসবে তা সাধারণ মানুষ আগে থেকে না জানলেও এ সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হবে তা জানতো। কারণ একবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারনা অনেকটা অচল। অচল এ ধারণাকে সচল করার দল আর যাই হোক আওয়ামী লীগ নয়। তাই দলটি নিজেদের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন করেছে। পত্র পত্রিকার ভাস্য মতে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। পারা না পারার হিসেবটা আলাদা।

টেলিভিশন টকশোগুলোতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। এসব আলোচনা থেকে একটা কথাই বেরিয়ে এসেছে নির্বাচন নির্বাচনের মতো হয়েছে। যে রকম নির্বাচন হবার কথা ছিলো সে রকমই হয়েছে। আসলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন মানে একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ। এ কর্মযজ্ঞের সামনে ও পেছনে অনেকেই কাজ করে। সামনের মানুষদের আমরা সচরাচর দেখি, তাদের কথাবার্তা আলাপ আলোচনা শুনি। কিন্তু পিছনের মানুষদেরকে দেখিনা। তাদের আলোচনাও শুনিনা। তারা পিছনে থেকে কাজ করে। ক্ষেত্র বিশেষে কলকাঠি নাড়ে।

ন্যপথ্যের কারিগররা সব সময় ন্যপথ্যেই থাকে। তাদেরকে না ধরা যায় না ছোঁয়া যায়।

পত্র পত্রিকায় তাদের কথা তেমন একটা ছাপানো হয়না। হয়তো ছাপানোর সুযোগ পাওয়া যায়না।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ন্যপথ্যের কোন এক জনের কথা পাওয়া গেলে অনেক প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া যেত।

লেখক -
কলামিষ্ট, সাংবাদিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ডকালীন শিক্ষক

একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যগণ: জনমানুষের প্রতিনিধি

রংপুর বিভাগ : ৩৩ আসন, মোট ভোটার ১,১৫,৯৩,৮৭৮

এই বিভাগের ৩৩ আসনের মধ্যে ৩২ টিতে নির্বাচন হয়েছে। গাইবান্ধা ৩ আসনের প্রার্থী ফজলে রাব্বি মারা যাওয়ায় সেখানে নির্বাচন স্থগিত হয়। ৩২ টি আসনের মধ্যে নৌকা প্রতিকে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ২৪টি আসন লাঙ্গল প্রতীকে জাতীয় পার্টি পেয়েছে ৭টি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ১ টি আসনে জিতেছে বিএনপি।

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
পঞ্চগড় ১	মো. মজাহারুল হক প্রধান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৭৩,৮৮৮	নওশাদ জমির (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,৩২,৫৩৯
পঞ্চগড় ২	নূরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৬৯,৫১৪	ফরহাদ হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,১১,০৯৫
ঠাকুলগাঁও ১	রমেশ চন্দ্র সেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২৫,৫৯৮	মির্জা ফখরুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,২৮,০৮০
ঠাকুরগাঁও ২	দবিরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২৩,৬১৬	আবদুল হাকিম (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ১৫,৬৪৮
ঠাকুরগাঁও ৩	জাহিদুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: : ৮৮,৫১০	ইমদাদুল হক (স্বতন্ত্র) প্রাপ্তভোট: ৮৪,৩৯৫
দিনাজপুর ১	মনোরঞ্জন শীল (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৯৮,৭৯২	মোহাম্মাদ হানিফ (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ৭৮,৯২৮
দিনাজপুর ২	খালিদ মাহমুদ চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৯৭,০৬৬	সাদেক রিয়াজ চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৪৮,৮২২
দিনাজপুর ৩	ইকবালুর রহিম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৩০,৪৪৬	মো. খাইরুজ্জামান (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট: ৩৯,২৪৭
দিনাজপুর ৪	এ এইচ মাহমুদ আলী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,০৩,৮৬৬	আক্তারুজ্জামান মিয়া (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৬১,৭০৬
দিনাজপুর ৫	মোস্তাফিজুর রহমান(আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৮৮,৬৮৩	রেজোয়ানুল হক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,২৮,৫৬৭
দিনাজপুর ৬	শিবলী সাদিক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৮১,৮৯১	আনোয়ারুল ইসলাম (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ৬৯,৭৬৯
নীলফামারী ১	আফতাব উদ্দিন সরকার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৮৮,৭৮৪	রফিকুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৮৮,৭৯১
নীলফামারী ২	আসাদুজ্জামান নূর (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৭৮,০৩০	মো. মনিরুজ্জামান (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ৮০,২৮৩

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
নীলফামারী ৩	রানা মো. সোহেল (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,৩৭,২২৪	মো. আজিজুল ইসলাম (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ৪৪,০৯৩
নীলফামারী ৪	আহসান আদেলুর রহমান (জাপা) প্রাপ্তভোট: ২,৩৬,৯৩০	মোঃ শহিদুল ইসলাম (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট: ২৭,২৯৪
লালমনিরহাট ১	মোতাহার হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৬৩,০৬২	হাসান রাজীব প্রধান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১২,১৫৭
লালমনিরহাট ২	নুরুজ্জামান আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৯৮,৫৪২	রোকন উদ্দিন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৭৮,১৯৩
লালমনিরহাট ৩	জিএম কাদের (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,১৫,৯৪৩	আসাদুল হাবিব (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৮১,৩৯৯
রংপুর ১	মসিউর রহমান রাঙ্গা (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,৯৮,৯১৪	শাহ মো. রহমতউল্লাহ (নাগরিক ঐক্য) প্রাপ্তভোট: ১৯,৪৯৩
রংপুর ২	আ. কালাম মো. আহসানুল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,১৮,৩৬৮	মোহাম্মদ আলী সরকার (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৫৩,৩৫০
রংপুর ৩	এইচ এম এরশাদ (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,৪২,৯২৬	রিটা রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৫৩,০৮৯
রংপুর ৪	টিপু মনসি (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৯৯,৯৭৩	এমদাদুল হক ভরসা (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,০৪,১৭৭
রংপুর ৫	এই এন আশিকুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪৪,৭৫৮	শাহ সোলায়মান আলম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৬৪,১৪৭
রংপুর ৬	শরীন শারমিন চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৩৪,৪২৬	সাইফুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৪,০৫৩
কুড়িগ্রাম ১	মোস্তাফিজুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,২১,৯০১	সাইফুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,১৮,১৩৪
কুড়িগ্রাম ২	পনির উদ্দীন আহমেদ (জাপা) প্রাপ্তভোট: ২,২৯,৪৪৩	আ ম সা আমিন (গনফোরাম) প্রাপ্তভোট: ১,০৭,১৪৬
কুড়িগ্রাম ৩	এম এ মতিন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৩২,৩৯০	তাসভীর উল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট প্রাপ্দভোট: ৭০,৪২৪
কুড়িগ্রাম ৪	জাকির হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৬২,৬৩৪	আজিজুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৫৫,৯৬০
গাইবান্ধা ১	শামীম হায়দার পাটোয়ারী (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,৯৭,৫৮৫	মাজেদুর রহমান (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ৬৫,১৭৩
গাইবান্ধা ২	মাহবুব আরা বেগম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৮৯,৬১৭	আবদুর রশিদ সরকার (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৬৮,৬৭০
গাইবান্ধা ৩	ভোট স্থগিত	
গাইবান্ধা ৪	মনোয়ার হোসেন চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,০০,৮৬০	কাজী মশিউর রহমান (জাপা) প্রাপ্তভোট: ৫,৭১৭
গাইবান্ধা ৫	ফজলে রাব্বী মিয়া (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪২,৮৬১	ফারুক আলম সরকার (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৯,৯৯৬

রাজশাহী বিভাগে ৩৯টি আসন, মোট ভোটার ১,৩৭,৫৩,০২৪ জন

রাজশাহী বিভাগে মোট আসন ৩৯টি । আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয় পেয়েছে ৩১ টি আসনে। জাতীয় পার্টি ২ টিতে ওয়ার্কার্স পার্টি ১ টিতে ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ১টি। বিএনপি বগুড়ায় ২টি, চাপাইনবাবহঞ্জে ২টি এই চারটি আসনে জয় পেয়েছে।

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
জয়পুরহাট- ১	শামসুল আলম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,১৯,৮২৫	মোছা. আলেয়া বেগম (স্বতন্ত্র) প্রাপ্তভোট: ৮৪,২১২
জয়পুরহাট- ২	আবু সাঈদ আল মাহমুদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২৮,৭৩০	খলিলুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৬,১২০
বগুড়া -১	আবদুল মান্নান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৬৮,৭৬৮	কাজী রফিকুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৬,৬১৩
বগুড়া -২	শরিফুল ইসলাম (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,৭৮,১৪২	মাহমুদুর রহমান মান্না (নাগরিক ঐক্য) প্রাপ্তভোট: ৫৯,৭১৩
বগুড়া- ৩	নুরুল ইসলাম তালুকদার (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,৫৭,৭৯২	মাছুদা মোমিন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৫৮,৫৮০
বগুড়া -৪	মোশাররফ হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,২৮,৫৮৫	রেজাউল করিম (জাসদ) প্রাপ্তভোট: ৮৬,০৪৮
বগুড়া -৫	হাবিবর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,৩১,৫৪৬	জি এম সিরাজ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৪৯,৭৭৭
বগুড়া -৬	মির্জা ফখরুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২,০৭,০২৫	নুরুল ইসলাম (জাপা) প্রাপ্তভোট: ৪০,৩৬২
বগুড়া -৭	রেজাউল করিম (স্বতন্ত্র) প্রাপ্তভোট: ১,৯০,২৯৯	ফেরদৌস আরা খান (স্বতন্ত্র) প্রাপ্তভোট: ৮৬,২৯২
চাপাইনবাবগঞ্জ -১	সামিল উদ্দিন আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৮০,০৭৮	শাজাহান মিয়া (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,৬৩,৬৫০
চাপাইনবাবগঞ্জ- ২	আমিনুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,৭৫,৪৬৬	মু. জিয়াউর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৩৯,৯৫২
চাইপনবাবগঞ্জ- ৩	হারুনুর রশীদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,৩৩,৬৬১	আব্দুল ওদুদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৮৫,৯৩৮
নওগাঁ -১	সাধন চন্দ্র মজুমদার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৮৭,২৯০	মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,৪২,০৫৬
নওগাঁ -২	শহীদুজ্জামান সরকার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৭২,১৩১	শামসুজ্জোহা খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,০০,৬৬৫
নওগাঁ -৩	ছলিম উদ্দিন তরফদার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৯০,৫৮১	পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,৩৬,০২৩
নওগাঁ -৪	ইমাজ উদ্দিন প্রামানিক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৬৮,৮৪৫	শামসুল আলম প্রামানিক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৫৩,০৪৪
নওগাঁ -৫	নিজাম উদ্দিন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৫৬,৯৬৫	জাহিদুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৮৩,৭৫৯
নওগাঁ -৬	ইসরাফিল আলম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৮৯,৮৬৪	আলমগীর কবির (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৪৬,১৫০

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
রাজশাহী- ১	ওমর ফারুক চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,০৩,৪৭৯	আমিনুল হক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,১৮,০৯৮
রাজশাহী -২	ফজলে হোসেন বাদশা (ওয়ার্কার্স পার্টি) প্রাপ্তভোট: ১,১৫,৪৫৩	মিজানুল রহমান মিনু (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,০৩,৩২৭
রাজশাহী -৩	আয়েন উদ্দিন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,১১,৩৮৮	শফিকুল হক মিলন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৮০,৮০৬
রাজশাহী -৪	এনামুল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৯০,৪১২	আবু হেনা (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৪,১৫৭
রাজশাহী -৫	মনসুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৮৭,৩৭০	নজরুল ইসলাম ( )বিএনপি প্রাপ্তভোট: ২৮,৬৮৭
রাজশাহী -৬	শাহরিয়ার আলম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,০২,১০৪	আব্দুস সালাম সুরুজ (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট: ৭,৮৭১
নাটোর -১	শহিদুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪৬,৪৪০	কামরুন্নাহার শিরীন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৫,৩৮৮
নাটোর -২	শফিকুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৬২,৭৪৫	সাবিনা ইয়াসমিন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৩,১৯৭
নাটোর- ৩	জুনাইদ আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৩০,৩২৭	দাউদার মাহমুদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৮,৮৪১
নাটোর -৪	আবদুল কুদ্দুস (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৮৫,৫৩২	আলা উদ্দিন মৃধা (জাপা) প্রাপ্তভোট: ৭,৩০৪
সিরাজগঞ্জ -১	মোহাম্মদ নাসিম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,২৪,৪২৪	রুমানা মোরশেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,১১৮
সিরাজগঞ্জ -২	হাবিবে মিল্লাত (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৯১,৮৫৯	রোমানা মাহমুদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৩,৭৫৮
সিরাজগঞ্জ -৩	আবদুল আজিজ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৯৫,৫১৭	আবদুল মান্নান তালুকদার (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৭,২৪৮
সিরাজগঞ্জ -৪	তানভীর ইমাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,০৩,৭০৬	রফিকুল ইসলাম খান (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ২৪,৮৯৩
সিরাজগঞ্জ -৫	আবদুল মমিন মন্ডল (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৫৯,৮৬১	আমিরুল ইসলাম খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৮,৩১৭
সিরাজগঞ্জ- ৬	হাসিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,৩৫,৭৫৯	এম এ মুহিত (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৪,৬৯৭
পাবনা -১	শামসুল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৮১,৮৩৪	আবু সাঈদ (গণফোরাম) প্রাপ্তভোট: ১৬,০০৪
পাবনা -২	আহমেদ ফিরোজ কবির (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪২,৬৮১	সেলিম রেজা (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৫,৩৮৩
পাবনা -৩	মকবুল হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৮৪,৭৫২	আনোয়ারুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৫৮,৬২৩
পাবনা -৪	শামসুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪৯,৫৫৮	হাবিবুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৪৮,৮২২
পাবনা -৫	গোলাম ফারুক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,২১,৪৫৮	ইকবাল হোসেন (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ২০,৬৩৬

ময়মনসিংহ বিভাগে মোট আসন ২৪ টি। মোট ভোটার ৮১,০৭,৯৯৮

এই বিভাগের সব কটি আসনেই মহাজোট প্রার্থীগণ বিজয়ী হয়েছে।

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
জামালপুর -১	আবুল কালাম আজাদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৭৪,৬০৫	আ. মজিত (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট: ৫,২২৪
জামালপুর -২	ফরিদুল হক খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৮০,৪১৮	সুলতান মাহমুদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৬,৭২৯
জামালপুর -৩	মির্জা আজম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,৮৫,১১৩	মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভো: ৪,৬৭৭
জামালপুর -৪	মুরাদ হাসান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,১৭,১৯৮	মোখলেছুর রহমান (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,৫৯৩
জামালপুর -৫	মোজাফফর হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,৭৩,৯০৯	শাহ ওয়ারেস আলী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৩০,৯৭৪
শেরপুর -১	আতিউর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৮৭,৪৫২	সানসিলা জেবরিন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৭,৬৪৩
শেরপুর -২	মতিয়া চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,০০,৪৪২	ফাহিম চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৭,৬৫২
শেরপুর -৩	এ কে এম ফজলুল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৫১,৯৩৬	মাহমুদুল হক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১২,৪৯১
ময়মনসিংহ -১	জুয়েল আরেং (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৫৮,৯২৩	আফজাল এইচ খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৮,৬৩৮
ময়মনসিংহ -২	শরীফ আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৯৩,৩৮৯	শাহ শহীদ সরোয়ার (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৬২,৩৩৪
ময়মনসিংহ -৩	নাজিম উদ্দিন আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৫৯,৩০০	এম ইকবাল হোসেইন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৪,৫১৯
ময়মনসিংহ -৪	রওশন এরশাদ (জাপা) প্রাপ্তভোট: ২,৪৩,৪৯৭	আবু ওহাব আকন্দ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,০৩,৯৫০
ময়মনসিংহ -৫	কে এম খালিদ বাবু (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৩২,৫৬৩	জাকির হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২২,২০৩
ময়মনসিংহ -৬	মোসলেম উদ্দিন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪০,৫৮৫	শামস উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৩২,৩৩২
ময়মনসিংহ -৭	ওহুল আমিন মাদানী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,০৪,৭৩৪	মাহবুবুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৩৬,৪০৮
ময়মনসিংহ -৮	ফখরুল ইমাম (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,৫৬,৭৬৯	এ এই এম খালেকুজ্জামান (গণফোরাম) প্রাপ্তভোট: ৩৪,০৬৩
ময়মনসিংহ -৯	আনোয়ারুল আবেদিন খান (আওয়ামী লীগ), প্রাপ্তভোট: ২,২৭,২৭৩	খুররম খান চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২০,৮৬০
ময়মনসিংহ -১০	ফাহমী গোলন্দাজ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৮১,২৩০	সৈয়দ মামুদ মোর্শেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৩,১৭৫
ময়মনসিংহ -১১	কাজিম উদ্দিন আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২২,২৪৮	ফখর উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৭,২৭৭

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
নেত্রকোনা -১	মানু মজুমদার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪৯,১৭৭	কায়সার কামাল (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৭,৬৫২
নেত্রকোনা -২	আশরাফ আলী খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৮৩,১৮০	আনোয়ারুল হক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৩০,৩৭০
নেত্রকোনা -৩	অসীম কুমার উকিল (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৭০,১৪৪	রফিকুল ইসলাম হিলালী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৭,২২০
নেত্রকোনা -৪	রেবেকা মনি (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,০৪,৪৪৩	তাহমিনা জামান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৩৮,১৮১
নেত্রকোনা -৫	ওয়ারেসাত হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৬৬,৪৭৫	আবু তাহের তালুকদার (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৫,৬৩৮

ঢাকা বিভাগে মোট আসন ৭০টি, মোট ভোটার ২,৫৭,৭৯,৭৮১ জন

সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন এই বিভাগে। ৭০ টি আসনের মধ্যে ৬২ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন। ৫ টি আসনে জয় পেয়েছেন মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টি একটি আসনে জিতেছে ওয়ার্কার্স পাঠি। আওয়ামী লীগের মিত্র বিকল্পধারা পেয়েছেন একটি আসন এবং একটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। নারী সাংদস নির্বাচিত হয়েছেন ৫ জন। বিএনপি কোন আসন পায়নি।

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
ঢাকা -১	সালমান এফ রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,০২,৯৯৩	সালমা ইসলাম (জাতীয় পার্টি) প্রাপ্তভোট: ৩৭,৭৬৩
ঢাকা -২	কামরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,৩৯,০৫৮	ইরফান ইবনে আমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৪৭,১৯৫
ঢাকা -৩	নসরুল হামিদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২১,৩৫১	গয়েশ্বর চন্দ্র রায় (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৬,৬১২
ঢাকা -৪	আবু হোসেন বাবলা (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,০৬,৯৫৯	সালাহ উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৩৩,১১৭
ঢাকা -৫	হাবিবুর রহমান মোল্লা (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,২০,০৮৩	নবীউল্লাহ নবী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৬৭,৫৭২
ঢাকা -৬	কাজী ফিরোজ রশীদ (জাপা) প্রাপ্ত ভোট ৯৩,৫৫২	সুব্রত চৌধুরী (গনফোরাম) প্রাপ্ত ভোট ২৩,৬৯০
ঢাকা -৭	হাজী মোহাম্মাদ সেলিম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৭৩,৬৮৭	মোস্তফা মোহসীন (গনফোরাম) প্রাপ্তভোট ৫১,৬৭২
ঢাকা -৮	রাশেদ খান মেনন (ওয়ার্কার্স পার্টি) প্রাপ্তভোট ১,৩৯,৫৩৮	মির্জা আব্বাস (বিএনপি) ৩৮,৭১৭
ঢাকা -৯	সাবের হোসেন চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,২৪,২৩০	আফরোজা আব্বাস (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫৯,১৬৫
ঢাকা -১০	ফজলে নূর তাপস (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৬৮,১৭২	আবদুল মান্নান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪৩,৮৩১
ঢাকা -১১	এ কে এম রহমুতুল্লাহ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৮৬,৬৮১	শামীমা আরা বেগম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫৪,৭২১
ঢাকা -১২	আসাদুজ্জামান খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৯১,৮৯৫	সাইফুল আলম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩২,৬৭৮

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
ঢাকা -১৩	সাদেক খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,০৩,১৬৩	আবদুস সালাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪৭,২৩২
ঢাকা -১৪	আসলামুল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৯৭,১৩০	সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫৪,৯৮১
ঢাকা -১৫	কামাল আহমেদ মজুমদার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৭৫,১৬৫	শফিকুর রহমান(জামায়াত) প্রাপ্তভোট ৩৯,০৭১
ঢাকা -১৬	ইলিয়াম উদ্দীন মোল্লাহ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৯৫,৫০৬	আহসান উল্লাহ হাসান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫০,৫৩৭
ঢাকা -১৭	আকবর হোসেন পাঠান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৬৪,৬১০	আন্দালিব রহমান (বিজেপি) প্রাপ্তভোট ৩৮, ৬৩৯
ঢাকা -১৮	সাহারা খাতুন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,০৩,০৯২	শহীদ উদ্দীন মাহমুদ {জেএসডি (রব)} প্রাপ্তভোট ৭২,১৫০
ঢাকা -১৯	এনামুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৪,৯০,৫২৪	দেওয়ান মো. সালাহউদ্দিন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৬৯,৮৭৬
ঢাকা ২০	বেনজীর আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৫৯,৭৮৮	আব্দুল মান্নান (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট ৭,২৬৮
গাজীপুর ১	আ ক ম মোজাম্মেল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৪.০১.৫১৮	তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৯৪,৭২৩
গাজীপুর ২	জাহীদ আহসান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৪,১২,১৪০	সালাহ উদ্দিন সরকার (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১,০১,০৪০
গাজীপুর ৩	ইকবার হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,৪৩,৩২০	ইকবাল সিদ্দিকী (কৃ শ্র জ লীগ) প্রাপ্তভোট ৩৭,৭৮৬
গাজীপুর ৪	সিমিন হোসেন রিমি (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,০৩,২৫৮	শাহ রিয়াজুল হান্নান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৮,৫৮২
গাজীপুর ৫	মেহের আফরোজ চুমকি (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,০৭,৬৯৯	ফজলুল হক মিলন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৭,৯৭৬
নরসিংদী ১	নজরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭১,০৪৮	খায়রুল কবির খোকন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৪,৮৭৬
নরসিংদী ২	আনোয়ারুল আশরাফ খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৭৫,৭১১	আবদুল মঈন খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৭,১৮০
নরসিংদী ৩	জহিরুল হক ভূঁইয়া (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৯৪,০৩৫	মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা (স্বতন্ত্র) প্রাপ্তভোট ৫২,৮৭৬
নরসিংদী ৪	নূরুল মজিদ মাহমুদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৫৬,৫২৪	সাখাওয়াত হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৬,৫০৫
নরসিংদী ৫	রাজি উদ্দীন আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৯৪,৪৮৪	আশরাফ উদ্দীন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২০,৪৩১
নারায়ণগঞ্জন ১	গোলাম দস্তগীর গাজী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৪৩,৭৩৯	কাজী মনিরুজ্জামান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৬,৪৩৪
নারায়ণগঞ্জ ২	নজরুল ইসলাম বাবু (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৩২,৭২২	নজরুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫,০১২
নারায়ণগঞ্জ ৩	লিয়াতক হোসেন (জাপা) প্রাপ্তভোট ১,৯৭,৭৮৫	মো. আজহারুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৮,০৪৭

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
নারায়ণগঞ্জ ৪	এ কে এম শামীম ওসামান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,৯৩,১৩৬	মনির হোসেন (জমিয়তে উলামা) প্রাপ্তভোট ৭৬,৫৮২
নারায়ণগঞ্জ ৫	এ কে এম সেলিম ওসামান (জাপা) প্রাপ্তভোট ২,৭৯,৫৪৫	এসএম আকরাম (নাগরিক ঐক্য) প্রাপ্তভোট ৫২,৩৫২
টাঙ্গাইল ১	আবদুর রাজ্জাক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৮০,২৯২	শহীদুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৬,৪৪৩
টাঙ্গাইল ২	তানভীর হাসান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৯৯,৯৪৮	সুলতান সালাউদ্দিন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৯,৮৮৯
টাঙ্গাইল ৩	আতাউর রহমান খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৪২,৪৩৭	লুৎফর রহমান খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৯,১২২
টাঙ্গাইল ৪	হাসান ইমাম খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,২৪,০১২	লিয়াকত আলী (কৃ শ্র জ লীগ) প্রাপ্তভোট ৩৪,৩৮৮
টাঙ্গাইল ৫	সানোয়ার হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৪৩,৫৯১	মাহমুদুল হাসান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৭৮,৯৯২
টাঙ্গাইল ৬	আহসানুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৮০,২২৭	গৌতম চক্রবর্তী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪৪,৫৪৯
টাঙ্গাইল ৭	একাব্বর হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৬৪,৫৯১	আ. কা. আজাদ সিদ্দিকী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৮৭,৯৪৯
টাঙ্গাইল ৮	জোয়াহেরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৫৮,৯৮৭	কুঁড়ি সিদ্দিকী (কৃ শ্র জ লীগ) প্রাপ্তভোট ৪৪,৭৩৫
কিশোরগঞ্জ ১	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৬০,৪৭০	রেজাউল করিম খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৭১,৭৩৩
কিশোরগঞ্জ ২	নূর মোহাম্মদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,০০,৭৭৬	আখতারুজ্জামান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫৪,০৫০
কিশোরগঞ্জ ৩	মুজিবুল হক (জাপা) প্রাপ্তভোট ২,৩৯,৬১৬	সাইফুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩১,৭৮৬
কিশোরগঞ্জ ৪	রেজওয়ান আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৫৯,৪৫১	ফজলুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪,৯০৮
কিশোরগঞ্জ ৫	আফজাল হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,০২,১৭৬	শেখ মুজিবর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৮,৫৯৪
কিশোরগঞ্জ ৬	নাজমুল হাসান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৪৯,৭৩৩	শরীফুল আলম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৮,০৮৪
মানিকগঞ্জ ১	এ এম নাইমুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৫৩,১৫১	খো. আব্দুল হামিদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫৮,১৮২
মানিকগঞ্জ ২	মমতাজ বেগম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭২,৫২১	মাইনুল ইসলাম খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪৯,৮৮৩
মানিকগঞ্জ ৩	জাহিদ মালেক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,২০,৫৯৫	মফিজুল ইসলাম খান (গনফোরাম) প্রাপ্তভোট ২৯,৯০৪
মুন্সিগঞ্জ ১	মাহী বি চৌধুরী (বিকল্পধারা) প্রাপ্তভোট ২,৮৬,৬৮১	শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪৪,৮৮৮
মুন্সিগঞ্জ ২	সাগুফতা ইয়াসমিন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,১৫,৩৮৫	মিজানুর রহমান সিনহা (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৯,৮১৬

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
মুন্সিগঞ্জ ৩	মিজানুর রহমান সিনহা (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৯,৮১৬	আবদুল হাই (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৪,০৬৫
রাজবাড়ি ১	কাজী কেরামত আলী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৩৮,৯১৪	আ. নে. মাহমুদ খৈয়াম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩৩,০০০
রাজবাড়ি ২	জিল্লুল হাকিম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,৯৮,৯৭৪	নাসিরুল হক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫,৪৭৫
ফরিদপুর ১	মঞ্জুর হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,০৪,৬০৭	শাহ মো. আবু জাফর (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৭,৩০৫
ফরিদপুর ২	সাজেদা চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,১৮,৩৮৫	শামা ওবায়েদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৪,৯১০
ফরিদপুর ৩	খন্দকার মোশাররফ হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭৬,২৭১	কামাল ইবনে ইউসুফ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২১,৭০৪
ফরিদপুর ৪	মজিরুর রহমান চৌধুরী (স্বতন্ত্র) প্রাপ্তভোট ১,৪৪,১৭৯	কাজী জাফর উল্যাহ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৯৪,২৩৪
গোপালগঞ্জ -১	ফারুক খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,০৩,১৬২	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট ৭০২
গোপালগঞ্জ -২	শেখ ফজলুর করিম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৮১,৯০৯	তসলিম শিকদার (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট ৬০৮
গোপালগঞ্জ -৩	শেখ হাসিনা (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,২৯,৫৩৯	এস এম জিলানী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১২৩
মাদারীপুর ১	নুর-ই- আলম চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,২৭,৩৯৩	মো. জাফর আহমাদ (ইস.আন্দোলন) প্রাপ্তভোট ৪৫২
মাদারীপুর ২	শাজাহান খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,১১,৭৪০	মিলটন বৈদ্য (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২,৫৮৮
মাদারীপুর ৩	আবদুস সোবহান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৫২,৪৬১	আনিসুর রহমান তালুকদার (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩,২৯৬
শরিয়তপুর ১	ইকবাল হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭২,৯৩৯	মো. তোফায়েল আহমেদ (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট ১,৪২৭
শরিয়তপুর ২	এ কে এম এনামুল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭৩,১৭১	শফিকুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২,২১৩
শরিয়তপুর ৩	নাহিম রাজ্জাক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,০৭,২২৯	হানিফ মিয়া (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট ২,৭৩৫

খুলনা বিভাগে মোট আসন ৩৬টি, মোট ভোটার ১,১৯,৫৬,৯২৯ জন

এই বিভাগের ১০ জেলায় মোট ৩৬টি সংসদীয় আসনের কোনটিতেই বিএনপি জামায়াত বা ঐক্যফ্রন্টের কোন প্রার্থী জয় পাননি। সবগুলো আসনে জয় পেয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা। এর মধ্যে ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ (ইনু) ১ টি করে আসনে জয় পেয়েছে।

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
মেহেরপুর ১	ফরহাদ হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৯৭,০৯৭	মাসুদ অরুণ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৪,১৯২
মেহেরপুর ২	সাহিদুজ্জামান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৬৯,৩১৪	জাভেদ মাসুদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৭,৭৯২
কুষ্টিয়া ১	সরোয়ার জাহান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৬৬,৬৭৫	রেজা আহম্মেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৬,১০৩
কুষ্টিয়া ২	হাসানুল হক ইনু (জাসদ) প্রাপ্তভোট ২,৮০,৬৩৬	আহসান হাবীব (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩৬,৭৭২

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
কুষ্টিয়া ৩	মাহবুব উল আলম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৯৬,৫৯০	জাকির হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৪,৩৮১
কুষ্টিয়া ৪	সেলিম আলতাফ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭৮,৮১৮	মেহেদী আহমেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১২,৫০৭
ঝিনাইদহ ১	আবদুল হাই (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,২২,০১৯	আসাদুজ্জামান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৬,৬৬৮
ঝিনাইদহ ২	তাহজীব আলম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,২৫,৮৮৬	মো. ফখরুল ইসলাম (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট ৯,২৩৯
ঝিনাইদহ ৩	শফিকুল আজম খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৪২,৫৩২	মতিয়ার রহমান (জামায়াত) প্রাপ্তভোট ৩২,২৪৯
ঝিনাইদহ ৪	আনোয়ারুল আজীম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,২৬,৩৯৬	সাইফুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৯,৫০৬
চুয়াডাঙ্গা ১	সোলায়মান হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,০৯,৯৯৩	শরীফুজ্জামান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৩,১২০
চুয়াডাঙ্গা ২	আলী আজগর (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৯৮,৮৩৭	মাহমুদ হাসান খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৬,৯২৪
যশোর -১	শেখ আফিল উদ্দিন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,১১,৪৪৩	মফিকুল হাসান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৪,৯৮১
যশোর -২	নাসির উদ্দিন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,২৩,৫৯৩	আবু সাঈদ (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ১৩,৯৪০
যশোর -৩	নাবিল আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,৬১,৩৩৩	অনন্দ্যি ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৩১,৭১০
যশোর -৪	রণজিৎ কুমার রায় (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৭৩,২৩৪	টি এস আইয়ুব (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৩০,৮৭৪
যশোর -৫	স্বপন ভট্টাচার্য (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪২,৮৭২	মুফতি ওয়াক্কাস (জমিয়তে উলামা) প্রাপ্তভোট: ২৪,৬২১
যশোর -৬	ইসমাত আরা সাদেক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৫৬,৩৯৭	আবুল হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৫,৬৫৩
মাগুরা -১	সাইফুজ্জামান শিখর (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৬৯,০৯৮	মনোয়ার হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৬,৬০৬
মাগুরা -২	বীরেন শিকদার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২৯,৬৫৯	নিতাই রায় চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৫২,৬৬৮
নড়াইল -১	কবিরুল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৮২,৫২৯	জাহাঙ্গীর বিশ্বাস (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৮,৯১৯
নড়াইল -২	মাশরাফি মুর্তজা (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৭১,২১০	ফরিদুজ্জামান (এনপিপি) প্রাপ্তভোট: ৭,৮৮৩
বাঘেরহাট -১	শেখ হেলাল উদ্দিন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৫২,৬৪৬	শেখ মাসুদ রানা (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১১,৪৮৫
বাঘেরহাট -২	শেখ সারহান নাসের (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২১,২১২	এম এ সালাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৪,৫৯৭
বাঘেরহাট -৩	হাবিবুন্নাহার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৭৫,৭৯৯	ওয়াদুদ শেখ (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ১৩,৪৭৫
বাঘেরহাট -৪	মোজাম্মেল হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪৭,৯৪১	আবদুল আলীম (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ২,২৪২

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
খুলনা -১	পঞ্চানন বিশ্বাস (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৭২,১৫২	আমীর এজাজ খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৮,৩২২
খুলনা -২	শেখ সালাহউদ্দিন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,১২,১০০	নজরুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৭,৩৭৯
খুলনা -৩	মন্নুজান সুফিয়ান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৩৪,৮০৬	রকিবুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৩,৬০৬
খুলনা -৪	সালাম মুর্শেদী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২৩,৩১১	আজিজুল বারী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৪,১৮৭
খুলনা -৫	নারায়ণচন্দ্র চন্দ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৩১,৭১৭	গোলাম পরওয়ার (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ৩২,৯৫৭
খুলনা -৬	আকতারুজ্জামান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৩১,৭১৭	আবুল কালাম (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ১৯,২৫৭
সাতক্ষীরা -১	মোস্তফা লুৎফুল্লাহ (ওয়ার্কার্স পার্টি) প্রাপ্তভোট: ৩,৩২,০৬৩	হাবিবুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৭,৪৫৫
সাতক্ষীরা -২	মীর মোশতাক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৫৫,৬১১	আবদুল খালেক (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ২৭,৭১১
সাতক্ষীরা -৩	আ ফ ম রুহুল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,০৩,৬৪৮	শহিদুল আলম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২৪,৬৭১
সাতক্ষীরা -৪	জগলুল হায়দার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৩৮,৩৮৭	নজরুল ইসলাম (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ৩০,৪৮৬

সিলেট বিভাগে মোট আসন ১৯টি, মোট ভোটার ৬৬,২৩,০০২জন

এই বিভাগের ১৯টি আসনের মধ্যে ১৬টিতেই জয় পেয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। জাতীয় পার্টি একটি এবং গণফোরাম ২টি আসন পেয়েছে।

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
সুনামগঞ্জ -১	মোয়াজ্জেম হোসনে (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৬৪,০২৪	নজিব হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৭৮,১১৫
সুনামগঞ্জ -২	জয়া সেনগুপ্তা (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,২৪,০১৭	নাসির চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৬৭,৫৮৭
সুনামগঞ্জ -৩	এম এ মান্নান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৬৩,১৪৯	শাহিনুর পাশা (জমিয়তে উলামায়ে ইস-লাম), প্রাপ্তভোট: ৫২,৯২৫
সুনামগঞ্জ -৪	পীর ফজলুর রহমান (জাতীয় পার্টি) প্রাপ্তভোট: ১,৩৭,২৯৬	ফজলুল হক আছপিয়া (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৬৯,৭৪৯
সুনামগঞ্জ -৫	মহিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২১,৩২৮	মিজানুর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৮৯,৬৪২
সিলেট -১	এ কে আবদুল মোমেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৯৮,৬৯৬	আ. মুক্তাদীর চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,২৩,৮৫১
সিলেট -২	মোকাব্বির খান (গণফোরাম) প্রাপ্তভোট: ৬৯,৪২০	ইয়াহিইয়া চৌধুরী (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১৮,০৩২
সিলেট -৩	মাহমুদ উস সামাদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৭৬,৫৮৭	শফি আহমেদ চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৮৩,২৮৮
সিলেট -৪	ইমরান আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২৩,৬৭২	দিলদার হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৯৩,৪৪৮

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
সিলেট -৫	হাফিজ আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৩৯,৭৩৫	ওবায়দুল্লাহ ফারুক (জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম), প্রাপ্তভোট: ৮৬,১১৫
সিলেট -৬	নুরুল ইসলাম নাহিদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৯৬,০১৫	ফয়সাল চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,০৮,০৮৯
মৌলভীবাজার -১	শাহাব উদ্দীন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৪৪,৫৯৫	নাসির উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৬৭,২৪৫
মৌলভীবাজার -২	সুলতান মো. মনসুর (গণফোরাম) প্রাপ্তভোট: ৭৯,৭৪২	এম এম শাহীন (বিকল্পধারা) প্রাপ্তভোট: ৭৭,১৭০
মৌলভীবাজার -৩	নেসার আহমদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৮৪,৫৭৯	নাসের রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,০৪,৫৯৫
মৌলভীবাজার -৪	আব্দুস শহীদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,১১,৬১৩	মজিবুর রহমান চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৯৩,২৯৫
হবিগঞ্জ -১	শাহনওয়াজ গাজী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৬০,১৬৭	রেজা কিবরিয়া (গণফোরাম) প্রাপ্তভোট: ৮৫,৮৮৫
হবিগঞ্জ -২	আব্দুল মজিদ খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৭৯,৪৮০	আবদুল বাসিত (খেলাফত মজলিস) প্রাপ্তভোট: ৫৯,৭২৪
হবিগঞ্জ -৩	আবু জাহির (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ১,৯৩,৮৭৩	জি কে গউছ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৬৮,০৭৮
হবিগঞ্জ -৪	মাহবুব আলী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,০৮,৭২৭	আহমদ আ. কাদের (খেলাফত মজলিস) প্রাপ্তভোট: ৪৬,১৮৩

বরিশাল বিভাগে মোট ২১টি আসন এবং মোট ভোটার সংখ্যা ৬২,২৩,১৩৬

বরিশাল বিভাগের ২১ টি আসনের মধ্যে ১৭ টিতেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন। ৩টিতে জাতীয় পার্টি ও ১টিতে জেপি জয় পেয়েছে।

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
বরিশাল -১	আ. হাসনাত আবদুল্লাহ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,০৫,৫০২	জহির উদ্দিন স্বপন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১,৩০৫
বরিশাল -২	শাহে আলম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,১২,৩৪৪	শরফুদ্দিন আহম্মেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১১,১৩৭
বরিশাল -৩	গোলাম কিবরিয়া (জাপা) প্রাপ্তভোট: ৫৪,৭৭৮	জয়নুল আবেদীন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪৭,২৮৭
বরিশাল -৪	পংকজ দেবনাথ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪১,০০৩	জে এম নুরুর রহমান (নাগরিক ঐক্য) প্রাপ্তভোট: ৯,২৮১
বরিশাল -৫	জাহেদ ফারুক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,১৫,০৮০	মজিবর রহমান সরোয়ার (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৩১,৩৬২
বরিশাল -৬	নাসরিন জাহান (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,৫৯,৩৯৮	আবুল হোসেন খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৩,৬৮৫
পিরোজপুর -১	শ ম রেজাউল করিম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,৩৮,৬১০	শামীম সাঈদী (জামায়াত) প্রাপ্তভোট: ৮,৩০৮
পিরোজপুর -২	আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (জাতীয় পার্টি জেপি) প্রাপ্তভোট: ১,৭৯,৪২৫	মোস্তাফিজুর রহমান (লেবার পার্টি) প্রাপ্তভোট: ৬,৩২৬

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
পিরোজপুর -৩	রুস্তম আলী ফরাজী (জাপা) প্রাপ্তভোট: ১,৩৫,৩১০	রুহুল আমিন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৭,৬৯৮
ভোলা -১	তোফায়েল আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৪৫,৪০৯	গোলাম নবী আলমগীর (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৭,২৯৯
ভোলা -২	আলী আহম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,২৫,৭৩৭	হাফিজ ইব্রাহিম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৪,২১৪
ভোলা -৩	নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৫২,২১৪	হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ২,৫১৪
ভোলা -৪	আবদুল্লাহ আল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ২,৯৯,০৭৪	নাজিম উদ্দিন আলম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ৪,৯৯৬
বরগুনা -১	ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ শম্ভু (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট: ৩,১৯,৯৫৭	মতিয়ার রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট: ১৫,৩৪৪
বরগুনা -২	শওকত হাচানুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,০০,৩২৫	খ. মাহবুব হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৯,৫১৮
পটুয়াখালী -১	শাহজাহান মিয়া (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭০,৯৭০	আলতাফ হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১০,৩৬৯
পটুয়াখালী -২	আ স ম ফিরোজ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৮৫,৭৮৩	সালমা আলম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫,৬৬০
পটুয়াখালী -৩	এস এম শাহজাদা (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,১৭,২৬১	গোলাম মাওলা রনি (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৬,৪৫৯
পটুয়াখালী -৪	মুহিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৮৮,৭৮২	মোশাররফ হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৬,০৯৭
ঝালকাঠি -১	বজলুর হক হারুন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৩১,৪৮৩	শাহজাহান ওমর (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৬,০০১
ঝালকাঠি -২	আমির হোসেন আমু (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,১৪,৯৩৭	জীবা আমিনা খান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫,৯৮২

চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৮ টি আসন। মোট ভোটার ২,০১,৫২,৮২৯

আওয়ামী লীগ জয় পেয়েছে ৫০ টি আসন। তরিকত ফেডারেশন নৌকা প্রতীকে জয় পেয়েছে ২ টি আসন।স্বতন্ত্র ১টি। জাসদের ২ জন বিকল্পধারার একজন নৌকা প্রতীকে বিজয়ী হয়েছে। ব্রাহ্মনবাড়িয়া ২ আসনে বিএনপি প্রার্থী এগিয়ে থাকলেও কয়েকটি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত থাকে। পরে বিএনপি বিজয়ী হয়।

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
চট্টগ্রাম ১	মোশাররফ হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৬৬,৬৬৬	নুরুল আমিন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩,৯৯১
চট্টগ্রাম ২	নজিবুল বশর (তরিকতে ফেডারেশন) প্রাপ্তভোট ২,৩৮,৪৩০	আজিম উল্লাহ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪৯,৭৫৩
চট্টগ্রাম ৩	মাহফুজুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৬২,৩৫৬	মোস্তফা কামাল পাশা (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩,১২২
চট্টগ্রাম ৪	দিদারুল আলম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৬৬,১১৮	আসলাম চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩০,০১৪
চট্টগ্রাম ৫	আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (জাপা) প্রাপ্তভোট ২,৭৭,৯০৯	সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম (কল্যাণ পার্টি) প্রাপ্তভোট ৪৪,৩৮১

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
চট্টগ্রাম ৬	ফজলে করিম চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৩০,৪৭১	জসিম উদ্দিন সিকদার (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২,২৪৪
চট্টগ্রাম ৭	হাছান মাহমুদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,১৭,১৫৫	নুরুল আলম (এলডিপি) প্রাপ্তভোট ৬,০৬৫
চট্টগ্রাম ৮	মইন উদ্দীন খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭২,৮৩৮	আবু সুফিয়ান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫৯,২৩৫
চট্টগ্রাম ৯	মহিবুল হাসান চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,২৩,৬১৪	শাহাদাত হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৭,৬৪২
চট্টগ্রাম ১০	আফছারুল আমীন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৮৭,০৪৭	আব্দুল্লাহ আল নোমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪১,৩৯০
চট্টগ্রাম ১১	এম এ লতিফ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৮৩,১৬৯	আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫২,৮৯৮
চট্টগ্রাম ১২	সামশুল হক চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৮৩,১৭৯	এনামুল হক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪৪,৫৯৮
চট্টগ্রাম ১৩	সাইফুজ্জামান চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৪৩,৪১৫	এম এ মতিন (ইসলামী ফ্রন্ট) প্রাপ্তভোট ৩,৭৯৪
চট্টগ্রাম ১৪	নজরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৮৯,১৮৬	অলি আহমদ (এলডিপি) প্রাপ্তভোট ২২,২২৫
চট্টগ্রাম ১৫	নেজামুদ্দিন নদভী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৫৯,৩৩৫	শামসুল ইসলাম (জামায়াত) প্রাপ্তভোট ৫৩,৯৮৬
চট্টগ্রাম ১৬	মোস্তাফিজুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৭৫,৩৪১	জাফরুল ইসলাম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৬,৩৭০
কক্সবাজার ১	জাফর আলম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭৩,৮৫৬	হাসিনা আহমেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫৬,৬০১
কক্সবাজার ২	আশেক উল্লাহ রফিক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,১৩,০৯১	হামিদুর রহমান (জামায়াত) প্রাপ্তভোট ১১,৭৮৯
কক্সবাজার ৩	সাইমুম সরওয়ার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৫৩,৮২৫	লুৎফর রহমান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৮৬,৭১৮
কক্সবাজার ৪	শাহীন আক্তার চৌধুরী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৯৬,৯৭৪	শাহজাহান চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩৭,০১৮
রাঙ্গামাটি ১	দীপঙ্কর তালুকদার (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৫৬,৮৪৪	ঊষাতন তালুকদার (স্বতন্ত্র) প্রাপ্তভোট ৯৪,৪৯৫
খাগড়াছড়ি ১	কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৩৬,১৫৬	শহিদুল ইসলাম ভূইয়া (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫১,২৬৬
বান্দারবান ১	বীর বাজাদুর উ শৈ সিং (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৪৩,৯৬৬	সা চিং প্রু (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫৮,৭১৯
ব্রাহ্মনবাড়িয়া ১	ফরহাদ হোসেন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,০১,১১০	একরামুজ্জামান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৬০,৭৩৪
ব্রাহ্মনবাড়িয়া ২	আবদুস সাত্তার ভুঞা (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৮২,৭২৩	অ্যাড. মো. জিয়াউল হক মৃধা (স্বতন্ত্র) প্রাপ্তভোট ৭২,৫৪৬
ব্রাহ্মনবাড়িয়া ৩	উবায়দুল মোকতাদির (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,৯৩,৫২৩	খালেদ হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪৬,০৭৭
ব্রাহ্মনবাড়িয়া ৪	আনিসুল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৮২,০৬২	মো. জসিম (ইস. আন্দোলন) প্রাপ্তভোট ২,৯৪৯

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
ব্রাহ্মনবাড়িয়া ৫	এবাদুল করিম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৫১,৫২২	কাজী নাজমুল হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৭,০১১
ব্রাহ্মনবাড়িয়া ৬	এ বি তাজুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,০০,০৭৮	আবদুল খালেক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১,৩২৯
কুমিল্লা ১	সুবিদ আলী ভূইয়া (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৩৫,৮৭৩	খন্দকার মোশাররফ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৯৫, ৫৪২
কুমিল্লা ২	সেলিমা আহমেদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,০৬,০১৬	খন্দকার মোশারফ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২০,৯৩৩
কুমিল্লা ৩	ইউসুফ আবদুল্লাহ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭৩,১৮২	কাজী মজিবুল হক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১২,৩৫৮
কুমিল্লা ৪	রাজি মোহাম্মদ ফখরুল (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৪০,৫৪৪	আবদুল মালেক (জেএসডি) প্রাপ্তভোট ৭,৯৫৮
কুমিল্লা ৫	আবদুল মতিন খসরু (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৯০,৫৪৭	মোঃ ইউনুস (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১২,১১৩
কুমিল্লা ৬	আ ক ম বাহাউদ্দিন (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৯৬,৩০০	আমিন উর রশিদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৮,৫৩৭
কুমিল্লা ৭	আলী আশরাফ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৮৪,৯০১	রেদোয়ান আহমেদ (এলডিপি) প্রাপ্তভোট ১৫,৭৪৭
কুমিল্লা ৮	নাছিমুল আলম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৮৮,৬৫৯	জাকারিয়া তাহের (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩৪,২১৯
কুমিল্লা ৯	তাজুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৭০,৬০২	আনোয়ারুল আজিম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১১,৩০৯
কুমিল্লা ১০	আ হ ম মুস্তফা কামাল (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৪,০৫,২৯৯	মনিরুল হক চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১২,৪৮৮
কুমিল্লা ১১	মোঃ মজিবুল হক (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৮২,০০৩	আবদুল্লাহ আবু তাহের (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১,১৩৩
চাঁদপুর ১	মহীউদ্দীন খান আলমগীর (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৯৬,৮৫৪	মোশাররফ হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৭,৭৫৯
চাঁদপুর ২	নুরুল আলম খান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,০১,০৫০	জালাল উদ্দীন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১০,২৭৭
চাঁদপুর ৩	দীপু মনি (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,০৪,৮১২	শেখ ফরিদ আহমেদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩৫,৫০১
চাঁদপুর ৪	শফিকুর রহমান (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৭৩,৩৬৯	মোঃ হারুনুর রশিদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩০,৭৯৯
চাঁদপুর ৫	রফিকুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,০১,৬৪৮	মমিনুল হক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৩৭,১৯৫
ফেনী ১	শিরিন আখতার (জাসদ-ইনু) প্রাপ্তভোট ২,০৪,২৫৬	মুন্সি রফিকুল আলম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৫,৪৯৪
ফেনী ২	নিজাম উদদীন হাজারী (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৯০,৬৬৮	জয়নাল আবেদীন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫,৭৮৪
ফেনী ৩	মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী (জাপা) প্রাপ্তভোট ২,৯০,২১১	আকবর হোসেন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৫,০৬৭

আসন নং	বিজয়ী প্রার্থী	নিকটতম প্রার্থী
নোয়াখালী ১	এইচ এম ইব্রাহিম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৩৮,৯৭০	মাহবুব উদ্দিন খোকন (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৪,৮৬২
নোয়াখালী ২	মোরশেদ আলম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ১,৭৭,৩৯১	জয়নুল আবেদিন ফারুক (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৬,১৬৯
নোয়াখালী ৩	মামুনুর রশিদ (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,১৭,৪২৯	বরকত উল্লা (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৫৩,৭৯০
নোয়াখালী ৪	একরামুল করিম (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ৩,৯৬,০২২	মোঃ শাহজাহান (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৩,২৫৭
নোয়াখালী ৫	ওবায়দুল কাদের (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৫২,৭৪৪	মওদুদ আহমদ (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১০,৯৭০
নোয়াখালী ৬	আয়েশা ফেরদাউস (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,১০,০১৫	ফজলুল আজিম (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ৪,৭১৫
লক্ষীপুর ১	আনোয়ার হোসেন (তরিকত ফেডারেশন) প্রাপ্তভোট ১,৮৫,৪৩৮	শাহাদত হোসেন (এলডিপি) প্রাপ্তভোট ৩,৮৯২
লক্ষীপুর ২	কাজী শহীদ ইসলাম (স্বতন্ত্র) প্রাপ্তভোট ২,৫৬,৭৮৪	আবুল খায়ের ভূইয়া (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ২৮,০৬৫
লক্ষীপুর ৩	শাহজাহান কামাল (আওয়ামী লীগ) প্রাপ্তভোট ২,৩৩,৭২৮	শহীদ উদ্দীন চৌধুরী (বিএনপি) প্রাপ্তভোট ১৪,৪৯২
লক্ষীপুর ৪	এম এ মান্নন (বিকল্পধারা) প্রাপ্তভোট ১,৮৩,৯০৬	আ স ম আবদুর রব (জেএসডি) প্রাপ্তভোট ৪০,৯৭৩

The Parliament Face

জনগণের কথা বলে। জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ও কর্মকান্ড উপস্থাপন করে। আপনার এলাকার জনপ্রতিনিধিদের যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।
ইমেইলঃ wnewsbd@gmail.com

ভিজিট করুনঃ **www.parliamentfacebd.com**

তৃণমূল ভাবনা

একাদশ জতীয় সংসদ নির্বাচন ও নতুন সরকারের কাছে তাদের প্রত্যাশা

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস-এর নিয়োমিত আয়োজন তৃণমূল ভাবনা। এবার একাদশ জতীয় সংসদ নির্বাচন ও নতুন সরকারের কাছে তাদের প্রত্যাশা নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মুখোমুখি হয়েছে দ্য পার্লামেন্ট ফেইস জার্নাল।

এনামুল হক অপু পেশায় একজন ফার্মাসিষ্ট

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন?

অপু : হ্যাঁ দিয়েছি

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কোন আসনের ভোটার ?

অপু : মাদারীপুর -৩

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : ভোটের পরিবেশ কেমন ছিল?

অপু : সুষ্ঠ ও সুন্দর ছিল

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

অপু : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যেভাবে দেশ স্বাধীন করে সোনার বংলা গড়তে চেয়েছে তেমনইভাবে শেখ হাসিনা দেশটাকে গড়ে তুলবে এ আমার প্রত্যাশা।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন ?

সিটন : না দেইনি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কোন আসনের ভোটার ছিলেন?

সিটন : ঢাকা-৭ আসনের।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : কেন ভোট দেননি?

সিটন : আমি যেখানে থাকি ভোট সেখানে হলে দিতে যাইতাম। কিন্তু অন্য জায়গায় বলে দেওয়া হয় নাই।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

সিটন : ব্যবসা বানিজ্য যেন চাঙ্গা হয় এটা নতুন সরকারের কাছে আমার প্রত্যাশা।

শেখ আবদুল গাফ্ফার সিটন পেশায় একজন ব্যবসায়ী

রীতা রানী কুন্ড পেশায় একজন গৃহশিক্ষক

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন ?

রীতা : হ্যাঁ দিয়েছি

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কোন আসনের ভোটার ছিলেন?

রীতা : যশোর- ৩

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের পরিবেশ কেমন ছিল?

রীতা : ভালো ছিল।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

রীতা : নুতুন সরকারের কাছে আমার একটাই প্রত্যাশা সরকার যেন চাকুরীর বয়সসীমাটা বাড়ায়।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন ?

ফজলুল করিম : না ভোট দেইনি

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : কেন ভোট দেননি?

ফজলুল করিম : ইসলামে ভোট দেবার জন্য যে রকম প্রার্থী প্রয়োজন ছিল তেমন কাউকে পাইনি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কোন আসনের ভোটার ছিলেন?

ফজলুল করিম : আমি ঢাকা-২ আসনের ভোটার ছিলাম।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের পরিবেশ কেমন ছিল?

ফজলুল করিম : ভোট তো দিতে যাই নি তবে মানুষের মুখে শুনেছি জাল ভোট নাকি প্রচুর হয়েছে। তবে এটা শোনা কথা চোখে দেখিনি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

ফজলুল করিম : জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছি যে ঈমামদের জন্য সরকার একটা ভাতার ব্যবস্থা করবে, সরকার যেন এটাকে বাস্তবায়ন করে এই আমার প্রত্যাশা

মাওলানা ফজলুল করিম নিজামবাগ মসজিদের একজন ঈমাম

রুবেল মাহমুদ একজন রাজনৈতিক কর্মী

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন ?

রুবেল: হ্যাঁ ভোট দিয়েছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের পরিবেশ কেমন ছিল?

রুবেল : রাজনীতি করি বলে বলবো না আমি দেখেছি প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটাররা খুব সুন্দর আনন্দের সঙ্গে ভোট দিয়েছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কোন আসনের ভোটার ছিলেন?

রুবেল : আমি কামরাঙ্গীরচর মানে ঢাকা-২ আসনের ভোটার ছিলাম

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

রুবেল : এ সরকারের উপর মানুষের আস্থা রেখেছে বলেই সরকার আবার ক্ষমতায় আসতে পেরেছে। আমি চাই এ সরকার যেন তার কাজের মাধ্যেমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের যে সোনার বাংলা তা যেন গড়ে তোলে । বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ গুলো যেন শেষ করে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন ?

শাহাদাত : হ্যাঁ ভোট দিয়েছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কোন জায়গা থেকে ভোট দিয়েছেন?

শাহাদাত: আমি স্বরুপকাঠির ভোটার

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের পরিবেশ কেমন ছিল?

শাহাদাত : আমি বলবো পরিবেশ ভালো ছিল কিন্তু একটু ধীর ছিল ভোট দিতে অনেক সময় লেগেছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

শাহাদাত : ব্যবসায়ীদের যেন ব্যবসা করতে সহজ হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাই।

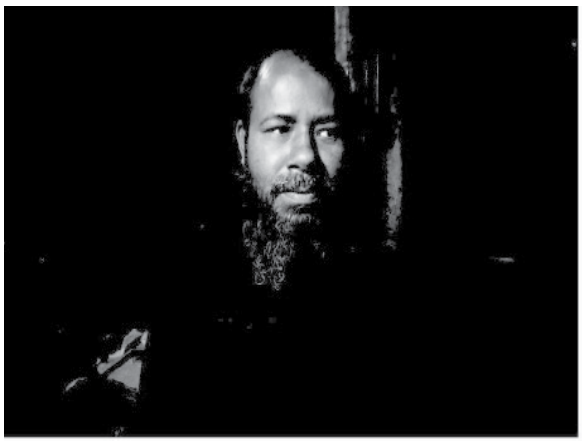

মো. শাহাদাত হোসেন পেশায় একজন ব্যবসায়ী

আসলাম খান পেশায় একজন চাকুরীজীবি

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন ?

আসলাম : হ্যাঁ দিয়েছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কোন আসনের ভোটার ছিলেন?

আসলাম : আমি ঢাকা-১২ থেকে ভোট দিয়েছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের পরিবেশ কেমন ছিল?

আসলাম : আমি বলবো পরিবেশ ভালো। সকাল সকাল সুন্দর পরিবেশে ভোট দিয়ে এসেছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

আসলাম : আমার প্রত্যাশা এদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যেন ইসলামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এবং ছোট বেলা থেকেই মুসলিম ছেলে মেয়েকে যেন নামাযের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহলে এদেশে কোন জঙ্গীবাদ থাকবে না।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন ?

দোলন : হ্যাঁ ভোট দিয়েছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের পরিবেশ কেমন ছিল?

দোলন : আমি বলবো পরিবেশ ভালো। সুন্দর পরিবেশে ভোট গ্রহন হয়েছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আমার প্রত্যাশা এদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। এদেশে যেন ইসলামকে বিভক্ত কেউ না করতে পারে সেদিকে যেন সরকার দৃষ্টি দেয়।

মো. দোলন পেশায় একজন ফ্রিজের মিস্ত্রি

we Interior

143/2, Arambagh (2nd Floor)
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : +88 02 7192603
E-mail : psrlucky7@gmail.com
E-mail : tipu@nitolprint.com
E-mail : pranatun.f@gmail.com

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: ইয়ং ভয়েস

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস এর নিয়োমিত আয়োজন ইয়ং ভয়েস। এই সংখ্যার জন্য বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে রাখা হয় দুটি প্রশ্ন-

(১) একাদশ জাতীয় সংসদের নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা?

(২) সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন হওয়া উচিত?

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ইয়াং ভয়েস এর মুখোমুখি বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স পড়ুয়া আসিয়া জব্বার প্রিয়ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত সুখ-শান্তি সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ সদস্যের শিক্ষগত যোগ্যতা কেমন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

প্রিয়ম : আমি ঐ কথাটাকে মানি গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন । তাই একজন সাংসদের প্রকৃত শিক্ষিত হতে হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

প্রিয়ম : নির্বাচিত সরকারের কাছে আমার দাবি সেশন জট মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : এ নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

সেজান : আমার প্রত্যাশা প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য ও বস্ত্র নিশ্চিত করা। রাস্তা-ঘাট বিশেষ করে মুল সড়কের রাস্তা আমরা সংস্কার করতে দেখি কিন্তু এর পাশা পাশি গলির ভিতরে অনেক রাস্তা আছে যেগুলো ঠিক করা প্রয়োজন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

সেজান : তার অনার্স-মাষ্টার্স শেষ করতে হবে।

সরকারী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে অনার্স করছেন মো. সেজান সরকার ঢাকা-৭ আসনের ভোটার মাদক ও দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ইয়ং ভয়েস এর মুখোমুখি ঢাকা কলেজে এমবিএ পড়ুয়া তরুন প্রসেনজিৎ নন্দী দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: একজন সংসদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

প্রসেনজিৎ : সর্বনিম্ন মাষ্টার্স পাশ থাকতে হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : এ নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

প্রসেনজিৎ : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগ এবং শ্রমশক্তির ৬০ ভাগ কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশে কৃষিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সম্ভব। এ সরকারের প্রতি আমার প্রত্যাশা কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার যেন আরো ভুমিকা রাখে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ইয়ং ভয়েস এর মুখোমুখি গভ: ল্যাবরেটরী কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র নাইমুর রহমান, মাদক ও দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন।

নাইমুর : তাকে সর্বোচ্চ শিক্ষিত হতে হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : এ নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

নাইমুর : নির্বাচিত সরকারের কাছে একজন ছাত্র হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থার আরো উন্নতি চাই।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ইয়ং ভয়েস এর মুখোমুখি এবছর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করা রুদ্র বেকারমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

রুদ্র : তার গ্রাজুয়েশন থাকতে হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

রুদ্র : তরুন সমাজ উন্নতি হলে বাংলাদেশের উন্নতি হবে । এ সরকারের কাছে আমার চাওয়া এদেশের তরুন সমাজকে যেন কাজে লাগায়। কোন তরুন যেন বিপথ গামী না হয়।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : তার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স থাকতে হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : এ নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

মেহেদি : যানজট ও দুর্নীতি মুক্ত দেশ ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ইয়ং ভয়েস এর মুখোমুখি শেখ বোরহানুদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে বিবিএ পড়ুয়া মো. মেহেদি হাসান শক্তিশালী নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ইয়ং ভয়েস এর মুখোমুখি সরকারী মোহাম্মদপুর মডেল কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র মো. শিহাব আল মাহমুদ সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

শিহাব : একজন আইন প্রণেতাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া দরকার।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

শিহাব : আমি বলবো সৃজনশীল প্রশ্ন কমিয়ে দেওয়া হোক । সৃজনশীল বাড়িয়ে দিলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অনেক চাপ বেড়ে যায়।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে
আমাদের নিয়মিত আয়োজন
“ইয়ং ভয়েজ”
আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে যোগাযোগ করুন- ০১৭১৫৮৯৫৬০৪
ভিজিট করুন- **www.theparliamentfacebd.com**

The parliament face
A journal towards people

SUBSCRIPTION FORM

এক বছর মেয়াদে আপনাদের নতুন সংখ্যা থেকে

প্রিয় সম্পাদক,

আমি এক বছর মেয়াদে আপনাদের সাপ্তাহিক দ্য পার্লামেন্ট ফেইস এর একটি সংখ্যার সংখ্যাটি নিয়মিত পেতে চাই। তাই সাবস্ক্রিপশন বাবদ .... সংখ্যার জন্য .... টাকা ক্যাশ / মোবাইল ব্যাংকিং / ব্যাংক ট্রান্সফার মাধ্যমে পাঠালাম।

দয়া করে আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনাদের সাপ্তাহিক দ্য পার্লামেন্ট ফেইস এর একটি সংখ্যার সংখ্যাটি নিয়মিত পাঠালে বাধিত হব।

নাম ঃ

প্রযত্নে ঃ

ঠিকানা ঃ

ফোন নম্বর ঃ

ই-মেইল ঃ

ব্যাংকের এর জন্য

ব্যাংকের নাম ঃ ....

চেক নম্বর ঃ ....

টাকার পরিমান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

মোবাইল ব্যাংকিং এর জন্য

মোবাইল ব্যাংকিং নাম ঃ ....

পিন নম্বর ঃ ....

টাকার পরিমান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

ব্যাংক একাউন্টের বিবরন

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস, ব্যাংক এশিয়া, একাউন্ট নং ঃ ০৮৩৩৩০০০২৯২

পাঠিয়ে দিন নিম্নলিখিত ঠিকানায়

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

৪০৪, গোলাম রসুল প্লাজা (১ম তলা)
ফ্লাট এ/৪, দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন
রমনা, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ
ফোনালাপ ঃ ০১৯২৬৬৭৭৫৪৩
ইমেইল ঃ info@heparliamentfacebd.com
ওয়েব ঃ www.theparliamentfacebd.com

If you want it we got it.
A firm for all your needs.
We print and supply anything you require.

For Quality Services

MOHAKAL

31, Nandalal Datta Lane, Laxmibazar, Dhaka. Bangladesh

Cell : 01720644040

‘রোমান’ হরফ নয় ‘বাংলা’ হরফেই একুশের মর্যাদা

শুভ কর্মকার

রোমান হরফে বাংলা প্রচলনের প্রচেষ্টা নতুন নয়। বাংলা ভাষাকে দমিয়ে উর্দুকে যখন রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য অভিপ্রায়ে মগ্ন ছিল পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী তখন থেকেই এই চক্রান্তের শুরু। কিন্তু বাঙালির অদম্য সাহসের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী। উর্দুকে যেমন রাষ্ট্রভাষা করতে পারেনি, তেমনই বাংলা হরফের আরবি কিংবা রোমানিকরণ প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। বাংলা, বাংলার মানুষ কখনো মাথা নত করেনি। বাংলার মানুষ তাঁর প্রাণের ভাষাকে, বর্ণমালাকে অন্য বর্ণমালার মাঝে বিকিয়ে দিতে দেয়নি। এক্ষেত্রে কাজ করেছে বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা ও আদর্শ। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে মুক্ত চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। সাইবার জগতে বাংলার মানুষ অবাধে বাংলায় লিখতে পারছে। দেখে মনটা সত্যিই জুড়িয়ে যায়। পাশাপাশি রোমান হরফে বাংলা দেখলে বিপরীতটাই ঘটে। মনে হয়, এজন্যই কী আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেছিলাম? পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী যখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল তখন তারা চেষ্টা করেছিল আরবি কিংবা রোমান হরফে বাংলা লেখা প্রচলনের। তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। তবে এখন কেন আমরা রোমান হরফে বাংলা লেখা মেনে নেব?

ভাষার জন্য কোনো একটি জাতি তাদের জীবন দিয়েছে সেটি অনন্য। ভারতীয় উপমহাদেশে– ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম কারণ ছিল ধর্ম। আর বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তৈরির পেছনে প্রধান ক্রীড়ানক ছিল ভাষা। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পরই প্রশ্ন তৈরি হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে। বিতর্কটা প্রথম তৈরি হয় বুদ্ধিজীবী মহলেই। তৎকালীন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যুক্তি দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা প্রস্তাব করেন। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী তৎকালীন পাকিস্তানের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে) ৫৬.৪০% বাংলা ভাষায়, ২৮.৫৫% পাঞ্জাবি ভাষায়, ৫.৪৭% সিন্ধি ভাষায়, ৩.৪৮% পুশতো ভাষায়, ৩.২৭% উর্দু ভাষায়, ১.২৯% বেলুচি ভাষায়, ০.০২% ইংরেজি ভাষায়, ১.৫২% মানুষ অন্যান্য ভাষায় কথা বলে।

ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যায় বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে। অন্যদিকে উর্দু ভাষায় কথা বলে মাত্র ৩.২৭% মানুষ যা ভাষার অবস্থানগত দিক থেকে পঞ্চম। কিন্তু কেন তারপরেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল তারা? এখানে কারণ ছিল দুটি। এক. ধর্ম এবং দুই. রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার। মুঘল শাসনামলে মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর উদ্যোগে জন্ম নেয় উর্দু ভাষা। তাই কালক্রমে উর্দু শাসকশ্রেণীর এবং অভিজাত মুসলমান শ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয়। ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করলে মুসলমানরা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পছন্দ করে। তারা মনে করতো উর্দু মুসলমানের ভাষা। এমনকি অনেক বাঙালি মুসলমান রাজনীতিবিদগণ শুধুমাত্র ধর্মের কারণে উর্দুকে পছন্দ করতেন। অন্যদিকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করলে সকল অফিস আদালতে উর্দুর প্রচলন হবে এবং অউর্দুভাষি বাঙালিরা স্বভাবতই পিছিয়ে পড়বে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে আরেকটি প্রপাগান্ডা চালানো হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেন। এক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলাকে হিন্দুয়ানী ভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করে। যাইহোক ১৯৫২ সালে তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় সালাম, রফিক, বরকতসহ নাম না জানা আরো অনেক। শহীদের রক্তের বিনিময়ে তৎকালীন পাকিস্তানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে সমর্থ হয় বাঙালিরা। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ এর সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা’-বলে উল্লেখ করা হয়। এতো কিছুর বিনিময়ে অর্জিত যে ভাষা বাংলা, সেই বাংলাকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য অপপ্রয়াস চলছে। আর আমরা বুঝে না বুঝে সেই অপপ্রয়াসে অংশগ্রহণ করছি। তৎকালীন পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানীরা বাংলাকে আরবি কিংবা রোমান হরফে পরিবর্তিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর বর্তমানে আমরা আন্তর্জাতিকীকরণের নামে বাংলাকে রোমান হরফে লিখছি। আমাদের সুন্দর যে বর্ণলিপি রয়েছে সেটা হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে। তাছাড়া ইউনিকোডের প্রচলন থাকলেও কেউ আর ইউনিকোডে লিখছে না। কম্পিউটারে তো খুব সহজেই ইউনিকোড ব্যবহার করা যায়। এখন অধিকাংশ মোবাইল ফোনেই বাংলা রয়েছে। এরপরেও আমরা বাংলা ভাষা রোমান হরফে লিখছি।

রোমান হরফে যা লিখছি সেটা কী সঠিক অর্থ বহন করে? সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফেসবুক। ফেসবুক থেকে রোমান হরফে বাংলা লেখার কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। ‘Apnar Sate Phn e kota bolci’- প্রতিবর্ণের নিয়ম অনুযায়ী বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এরকম ‘অপনার সাটে পিএইচএন এ কটা বলচি’। কিন্তু আসলে বলতে চেয়েছিল ‘আপনার সাথে ফোনে কথা বলছি’। আবার দেখা যায় লিখেছে ‘কঁন’, ‘কধপপর’। এই দুটি শব্দ প্রতিবর্ণে লিখলে অর্থ দাঁড়াবে ‘কুব’, ‘কাচ্চি’ কিন্তু আসলে বলতে চেয়েছিল ‘খুব’, ‘খাচ্ছি’। অর্থাৎ রোমান হরফে আমরা যা লিখছি সেটা সঠিক অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে। এর কারণ প্রতিবর্ণের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মে বাংলার সঠিক অর্থ প্রদান সম্ভব নয়। কেননা ট/ত লেখা হয় ঞ দিয়ে, ড/ঢ লেখা হয় উ দিয়ে, র/ড় লেখা হয় জ দিয়ে। সুতরাং বাংলার সঠিক অর্থ প্রদানের জন্য বাংলা বর্ণমালার বিকল্প শুধুই বাংলা বর্ণমালা।

বাংলা	ই. প্র.	বাংলা	ই. প্র.	বাংলা	ই. প্র.	ঊাংলা	ই. প্র.
ক	K	ঢ	Dh	র	R	অ	A
খ	Kh	ণ	N	ল	L	আ	Aa
গ	G	ত	T	শ	Sh	ই	I
ঘ	Gh	থ	Th	ষ	Sh	ঈ	i / ee
ঙ	Ng / Uma	দ	D	স	S	উ	U
চ	C	ধ	Dh	হ	H	ঊ	U / oo
ছ	Ch	ন	N	ড়	R	এ	E
জ	J	প	P	ঢ়	Rh	ঐ	Oi
ঝ	Jh	ফ	Ph	য়	Y	ও	O
ঞ	Ng / Neo	ব	V / B	ৎ	T	ঔ	Ou
ট	T	ভ	Bh	ং	Ng	ঋ	Hri
ঠ	Th	ম	M				
ড	D	য	Y/Z				

বাংলা ভাষার নিজস্ব বর্ণ থাকা সত্ত্বেও আমরা তাহলে কেন রোমান হরফে বাংলা লিখছি? মনে রাখা দরকার, রোমান হরফে বাংলার প্রচলন প্রযুক্তিতেই বেশি দেখা যায়। এর দুটি কারণ রয়েছে, এক. আমাদের ‘ডিজে’ সংস্কৃতি এবং দুই. স্বয়ম-আধুনিকতার নামে বাংলার দেউলিয়াপনা। ‘ডিজে’ সংস্কৃতির ছেলে-মেয়েরা বাংলা কিংবা ইংরেজি লেখার চেয়ে বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রণে ‘বাংলিশ’ লিখতেই বেশি পছন্দ করে। এক্ষেত্রে রোমান হরফে বাংলা উৎকৃষ্ট মাধ্যম। তাই ফেইসবুকে প্রায়ই এই ধরনের লেখা দেখা যায়– ‘Apnar to dekai paowa jay na. frnd der nie busy taken naki?’ প্রতিবর্ণে লিখলে এর অর্থ দাঁড়াবে ‘অপনার তো/টু দেকাই পাওয়া যায় না। এফআরএনড দের নিয়ে বিজি টাকেন (ইংরেজি ‘টেকেন’) নাকি?’। শুদ্ধ বাংলা বাক্যটি হবে ‘আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন নাকি?’। অর্থাৎ প্রতিবর্ণের মাধ্যমে সঠিক ভাব প্রকাশ করাটা কঠিন।

উত্তরআধুনিকতার নয়া-উদারতাবাদ গণ্ডি পেরিয়ে ইন্টারনেট ভিত্তিক সাইবার জগতে ই-কমার্স, সামাজিক যোগাযোগ সাইট, মোবাইল ভিত্তিক যোগাযোগে আমরা হয়েছি স্বয়ম্ভু। আর এই স্বয়ংক্রিয় বা স্বয়ম্ভু আধুনিক যুগকে আমরা স্বয়ম-আধুনিকতা বলছি। এই নয়া-যুগসংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ‘মানুষ হবে স্বয়ম্ভু, আত্মনির্ভরশীল’। কোনো প্রয়োজনে মানুষকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে না। ঘরে বসে অনলাইনে কিংবা মোবাইল ফোনে সবকিছু করতে পারবে। বাজার করবে ই-মার্কেটে, আড্ডা দিবে সামাজিক যোগাযোগ সাইটে, কথা বলবে স্কাইপি, ভাইবার কিংবা মোবাইল ফোনে। আর এক্ষেত্রে তথ্য লেনদেন করতে যে সমস্যাটি সবার আগে উঠে এসেছে সেটি হলো রোমান হরফে বাংলা লেখা। বই কেনাবেচার নির্ভরযোগ্য সাইট ‘রকমারি.কম’ তারা তাদের ওয়েবসাইটের টাইটেল দিয়েছে ‘Rokomari.com’, জিনিসপত্র কেনা বেচার সাইট ‘বিক্রয়.কম’ এরও টাইটেল পেজ ‘Bikroy.com’। মানছি ওয়েব পেজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য হয়তো ইংরেজিই ব্যবহার করতে হয়। তবে বর্তমানে ওয়েব পেজে ডট বাংলা এই বাঁধা দূর করেছে। যেমন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইট ‘www.pib.gov.bd’ আর এর ডট বাংলা ডোমেইন ‘পিআইবি.বাংলা’। তবে আমরা কেন ওয়েব পেজে রোমান হরফে বাংলা লিখছি? এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে সব মোবাইল ফোনে বাংলা লেখা বা পড়ার সহজলভ্যতা আছে কিনা। স্মার্ট ফোন ব্যবহারের একটি গবেষণা দেখা যাক। গার্টনার এর প্রিন্সিপাল রিসার্চ এনালিস্ট অনশুল গুপ্ত তাঁর গবেষণায় দেখান, ২০১২ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের চেয়ে ২০১৩ সালে ৪৬.৫ শতাংশ স্মার্ট ফোন বিক্রি বৃদ্ধি পায়। মহাদেশ ভিত্তিক যদি বিক্রয়ের হার বৃদ্ধি বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে এশিয়াতে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৪.১ শতাংশ, ল্যাটিন আমেরিকায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৫.৭ শতাংশ, পূর্ব ইউরোপে ৩১.৬ শতাংশ। সেইসঙ্গে ফিচার ফোন বিক্রির হারও ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করে। এক বছরের মধ্যে প্রায় ২১ শতাংশ ফিচার ফোন বিক্রি কমে যায়। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে স্মার্ট ফোন বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য। সুতরাং বাংলা মুঠোবার্তা পাঠালে কেউ বুঝতে পারবে না এমন সমস্যা থাকার কথা নয়। কেননা স্মার্ট ফোন বাংলা ব্যবহার উপযোগী। তাছাড়া বর্তমানে অধিকাংশ ফিচার ফোনেই বাংলা লেখা বা পড়া যায়। বাংলায় তথ্য আদান-প্রদানের জন্য বাংলা মোবাইল ম্যাসেঞ্জার ‘কময়ো’ রয়েছে।

তাছাড়া কম্পিউটার বা অনলাইনে বাংলা লেখার জন্য রয়েছে ইউনিকোড ভিত্তিক বিভিন্ন সফট্ওয়্যার। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজয় ইউনিকোড, অভ্র ইত্যাদি। এন্ড্রয়েড কিংবা ফিচার ফোনেও রয়েছে বাংলা লেখার সুবিধা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের স্বয়ম্ভু করেছে। তার মানে এই নয় যে বাংলার নিজস্বতাকে বিকিয়ে আমরা স্বয়ম্ভু হবো। হ্যাঁ, আমরা আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করবো তবে সেটা নিরেট বাংলায় অথবা ইংরেজিতে। রোমান হরফে বাংলা নয় কিংবা বাংলিশ কোন ভাষাও নয়। এক্ষেত্রে যুব সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। কেননা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরানব্বই ভাগ ব্যবহারকারীই যুবক। আসুন আমরা (যুবকরা) শপথ করি ফেসবুক, টুইটারসহ সকল সামাজিক যোগাযোগ সাইট, ব্লগ, মোবাইল ফোন, ই-মেইল সহ সকল ক্ষেত্রে আমরা বাংলা হরফে বাংলা লিখব, রোমান হরফে নয়। তবেই তো একুশের মর্যাদা রক্ষিত হবে। হয়ত এই দলে আজ আমরা অনেক কম। তবে জহির রায়হানের মতো আশাবাদী হয়ে বলতেই পারি ‘আসছে ফাল্গুন আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো’...।

লেখক : প্রভাষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ বহুমুখী তাৎপর্য

মোস্তফা কামাল

বিশ্ব রাজনীতিতে বিদায়ী ২০১৮ সালটির শুরুই হয়েছিল নানা তাৎপর্য নিয়ে। তা বাংলাদেশেও। ৩০ ডিসেম্বরে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বছর শেষও হয়েছে তাৎপর্য দিয়েই। নানা ঘটনা, মাত্রা ও সূচকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাৎপর্যে ভরপুর। এসব তাৎপর্যের ফল ও জের নিয়ে চলছে অফুরান বিশেষণ।

নির্বাচনের ভালো-মন্দ, সুষ্ঠু- অসুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্যতা-অগ্রহণযোগ্যতা নিয়ে চলমান আলোচনা-সমালোচনা অনেকদূর গড়াবে। বিশ্লেষণও চলবে। তাৎপর্যের নানাদিকও সামনে আসবে। ভিন্নতার বিষয়ও বাদ যাবে না। নগদ বিষয় হচ্ছে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। দশমে না হলেও একাদশে অংশগ্রহণমূলক হওয়া এ নির্বাচনে অন্যতম তাৎপর্য। আরেক তাৎপর্য বা ঘটনা হচ্ছে মহাজোটগতভাবে নির্বাচন করলেও এবার এককভাবে ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ। এর আগে, ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪-তে তা করেনি দলটি। ওইসব নির্বাচনে এককভাবে ক্ষমতা নেয়ার সক্ষমতা থাকলেও সরকার গঠন করেছে জাতীয় পার্টি, একবার রবের জাসদ, আরেকবার ইনুর জাসদ, মেননের ওয়ার্কার্স পার্টিকে নিয়ে। আওয়ামী লীগের ক্ষমতার অন্যতম পার্টনার জাতীয় পার্টিকে বিরোধীদলে পাঠানোও তাৎপর্যের দিক থেকে বড় ঘটনা।

তাৎপর্যের ধারায় সংসদ সদস্যদের শপথও। তাদের শপথের বৈধতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সংসদ না ভেঙে নির্বাচন করার পেছনে ভারতের উদাহরণ টানা হয়। ভারত কখনো নির্বাচনের পরে লোকসভা না ভেঙে শপথ নেয়নি। কিন্তু বাংলাদেশে পরপর দুবারই তা করা হলো। পূর্ববর্তী সংসদ বিলুপ্ত না করে পরবর্তী সংসদের সদস্যদের শপথের বিরুদ্ধে রিটকারীর দরখাস্তের যুক্তি হচ্ছেঃ সংবিধানের ১৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শপথের জন্য নির্বাচিতদের উচিত ছিল ১২৩(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করা। সংসদ ও সরকার দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠান। সংসদ চলে গেলেও সরকার পদত্যাগ করে না। নতুন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত সাবেক মন্ত্রিসভার সদস্যরা নিজ নিজ দায়িত্বে বহাল থাকেন। সংসদ বিলোপের পরে মন্ত্রীরা নিজেদের মন্ত্রী পরিচয় দিতে পারবেন। কিন্তু সাংসদেরা পারেন না। সব দেশই কিছু স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বা রেওয়াজ থাকতে পারে। তাই বলে কারো বিশেষ করে স্পিকারেরর নিজেই নিজের শপথ নেয়া ঐতিহ্যের বদলে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। ধরন-ধারনায়ও এবারের নির্বাচনের নানা তাৎপর্য। বৈশিষ্ট্যও আলাদা। নির্বাচনের আগে-পরের ঘটনায়ও ভিন্নতা। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এই প্রথম বাংলাদেশে কোনো দলীয় সরকারের অধীনে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এটি। নির্বাচনের ফলাফলে বিএনপি তার নির্বাচনের ইতিহাসে সবচয়ে কম আসন পেয়েছে। জামানত হারানো এবং ভোটের ব্যবধানও অবিশ্বাস্য। সামরিক একনায়ক এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে।

১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ সালেও তাই। তত্ত্বাবধায়কের অধীনে চারটি নির্বাচনের মধ্যে দুটিতে বিএনপি, দুটিতে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক বাদ দিয়ে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দলীয় সরকারের অধিনে প্রথম নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ। ওই নির্বাচনে অংশ নেয়নি বিএনপি-জামায়াত জোটসহ বেশিরভাগ দল। তারা নির্বাচন প্রতিহতের ডাক দিলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ওই নির্বাচনে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিনাভোটেই নির্বাচন হয়। এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ টানা দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করে। সরকার টিকেও যায় অনেকটা নির্বাঞ্ঝাটে। এবার একাদশে এসে নানা ঘটনাপ্রবাহে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনেই নির্বাচনে আসে বিএনপিসহ দেশের ৩৯টি দল। স্বাভাবিকভাবেই তা অংশগ্রহণমূলকের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। আপত্তি, প্রশ্ন উঠেছে অন্য জায়গায়। বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া আইনী জটিলতায় নির্বাচন করতে পারেননি। একইদশা হয় দলটির নেতাদের অনেকের। এরপরও অনিবার্য কারণে তারা নির্বাচন বয়কটের দিকে যায়নি বা যেতে পারেনি। তাৎপর্যের প্রশ্নে এটি বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে নতুন ঘটনা। ভিন্ন আদশের্র ড. কামাল হোসেন, কাদের সিদ্দিকী, আ.স.ম

রব সহ বিএনপির সঙ্গী হওয়া, বদরুদ্দোজা চৌধুরীর আওয়ামী লীগের নৌকায় ওঠাও তাৎপর্যের নতুনত্বে ভরপুর। এবারের নির্বাচনের আরেক তাৎপর্যময় বিষয় হিসেবে সামনে আসে 'লেভেল পেয়িং ফিল্ড। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচনের দিন পর্যন্ত লেভেল পেয়িং ফিল্ডের অনুপস্থিতির কথা বলে এসেছে। তাদের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার, প্রার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগও করে তারা। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নের পাশাপাশি তারা নির্বাচনের আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগও দাবি করে। বিএনপির অভিযোগ, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর, অর্থাৎ শুক্রবার পর্যন্ত তাদের ওপর ২,৮৯৬টি হামলা হয়েছে। নয়জন নিহত ও আহত হন ১৩ হাজার। দাবি করা হয়, অন্তত ১২ জন প্রার্থীর ওপর সরাসরি হামলা হয়েছে। এছাড়া ১০ হাজারের বেশি নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়েছে। কারাগারে পাঠানো হয় তাদের ১৬ জন প্রার্থীকে। এর বিপরীতে আওয়ামী লীগ দাবি করে, বিএনপি-জামায়াতের হামলায় তাদের দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪৪৫ জন। নির্বাচনের দিন, রবিবার, বিএনপি তথা ঐক্যফ্রন্টের ধানের শীষের ১০০ জন প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেন। সহিংসতায় ১৮ জন নিহতও হন। আহত হন ২০০ জন।

২৯৯টি আসনের ফলাফলে আওয়ামী লীগ এককভাবে পেয়েছে ২৫৯টি। তাদের মহাজোটের শরীক এরশাদের জাতীয় পার্টি পেয়েছে ২০টি। আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর জাতীয় পার্টি একটি, তরিকত ফেডারেশন দুটি, বিকল্প ধারা দুটি, ১৪ দলের ওয়ার্কার্স পার্টি তিনটি ও জাসদ(ইনু) দুটি আসন পেয়েছে। এছাড়া জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের বিএনপি ছয়টি ও গণফেরাম দুটি আসন পেয়েছে। আর স্বতন্ত্র পাস করেছেন তিনজন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট মোটমাট পেয়েছে ২৮৮টি আসন। আর বিএনপির প্রাধান্যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট পেয়েছে আটটি আসন। ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে পেয়েছিল ২৯৩টি আসন। তারপর এই প্রথম আওয়ামী লীগ এমন রেকর্ড সংখ্যক আসন পেলো।

এ নির্বাচন প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের যুক্তি: ভোট ডাকাতি ও জালিয়াতির মাধ্যমে নির্বাচনের নামে প্রহসন করেছে সরকার। ২৭২টি কেন্দ্রে তাদের কোনো এজেন্টই দেয়া যায়নি। শুধু তা-ই নয়। প্রশাসনের সহায়তায় আগের রাতেই নৌকায় সিল মেরে ব্যালট ঢোকানো হয়েছে। দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় তা প্রমাণ হয়েছে বলে দাবি তাদের। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ২০১৪ সালে তাদের নির্বাচনে অংশ না নেয়া যে সঠিক ছিল, তা প্রমাণ হয়েছে এবারের নির্বাচনে। আবার নিবন্ধন না থাকার পরও এবারের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে অংশ নেয়াও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অন্যতম। নির্বাচন নিয়ে অনেকটা বিএনপি-ঐক্যফ্রন্টের ছাপ মিলেছে টিআইবির অভিযোগে। তারা ৫০টি আসন নিয়ে গবেষণা করে ৩৩টিতে ভোটের আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল দেয়ার অভিযোগ পেয়েছে বলে দাবি করেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি 'একাদশ সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া' শীর্ষক গবেষণার প্রাথমিক ফলাফলে বলছে, ৫০টি আসনের মধ্যে ৪৭টিতেই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো- না-কোনো ধরনের অনিময়ম পাওয়া গেছে। এর মধ্যে গুরুতর অনিয়মগুলো হলো: ১. ভোটের আগের রাতে ৩৩টি আসনে ব্যালট পেপারে সিল মারা ২. জাল ভোট ৪১টি আসনে ৩. ভোট শুরুর আগেই ব্যালটবাক্স ভরে রাখা হয়েছে ২০টি আসনে ৪. বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল ৩০টি আসনে ৫. ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো বা ভোটদানে বাধা ২১ টি আসনে ৬. নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে ২৬টি আসনে ৭. ব্যালট পেপার আগেই শেষ হয়ে যায় ২২টি আসনে ৮. প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে ঢুকতে দেয়া হয়নি ২৯টি আসনে। নির্বাচন কমিশন থেকে টিআইবির এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, টিআইবির রিপোর্ট পূর্বনির্ধারিত ও মনগড়া। আর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, টিআইবির অভিযোগ অলীক রহস্যময় কাহিনি।

স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনে কারচুপি-জালিয়াতির কথা স্বীকার করতেই নারাজ আওয়ামী লীগ। ওবায়দুল কাদের পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেছেন, বিশ্বের কোন দেশে নিখুঁত নির্বাচন হয়? এটাও সত্য দেশি-বিদেশি ফ্যাক্টর কোনো শক্তি নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। বরং সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। নির্বাচনে জালিয়াতি-কারচুপির অভিযোগকে পাত্তা না দিয়ে এমন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পেছনে বিগত সময়ে দেশ পরিচালনায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারগুলোর ধারাবাহিক সাফল্যকেই বড় করে দেখার বিশেষণটাই জোরালো। এই সময়ে দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা সূচকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিশ্বে বাংলাদেশকে এখন উন্নয়নের রোল মডেলও বলা হয়। জনগণ উন্নয়নের এই গতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় দেখতে চেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এই বিজয় তাদের দায়িত্ব আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বিজয়-পরবর্তী প্রথম জনসমাবেশে তিনি বলেছেন, যেকোনো মূল্যে জনগণের দেওয়া এ ভোটের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের মধ্যে কিছু রাজনীতি ও কিছু তাৎপর্যের ক্যামেস্ট্রি।

নির্বাচন পরবর্তী তাৎপর্যের আরেক দিক নতুন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ছেন অনেক হেভিওয়েট এবং সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতা। আবুল মাল আবদুল মুহিত, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম, ব্যাক্তিগত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আসাদুজ্জামান নূর, শাজাহান খানের মতো নেতা মন্ত্রীত্ব থেকে বাদ পড়ায় চমকের পাশাপাশি তাৎপর্যেও ঠাঁসা।

লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট; বার্তা সম্পাদক, বাংলাভিশন

একাদশ জাতীয় সংসদ সদস্য পদে শপথ নেয়া সদস্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১		২	
 মো. মজাহারুল হক প্রধান সংসদ সদস্য, পঞ্চগড়-১ কার্যকাল মেয়াদ: দ্বিতীয়	ফোন: ০১৭১৭০১২৩০১ শিক্ষা: এইচ.এস.সি. পাশ জন্ম : ১লা জানুয়ারী ১৯৫৩ দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: ব্যবসা ও কৃষি ঠিকানা (স্থায়ী) : বুড়িপাড়া, দ্বারিকামারী, ডাকঘর: জগদ্দল-৫০০০, উপজেলা: পঞ্চগড় সদর পঞ্চগড়, বাংলাদেশ Panchagarh.1@parliament.gov.bd	 মো. নূরুল ইসলাম সুজন সংসদ সদস্য, পঞ্চগড়-২ কার্যকাল মেয়াদ: তৃতীয় ফোন:০১৭১২০৬১৫০৬ শিক্ষা: এম.এস.সি (এলএলবি)	জন্ম: ৫ই জানুয়ারী ১৯৫৬ দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: কৃষি ও আইনজীবি ঠিকানা (অস্থায়ী): ফ্লাট-৩০৪, ভবন-৫, সংসদ ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ঠিকানা (স্থায়ী): মহাজন পাড়া, নবাবগঞ্জ, ডাক- ময়দানদিঘী, উপজেলা-বোদা, পঞ্চগড় panchagarh.1@parliament.gov.bd , nisujanmp@yahoo.com
৩		৪	
 রমেশ চন্দ্র সেন সংসদ সদস্য,ঠাকুরগাঁও-১ কার্যকাল: তৃতীয় মোবা: ০১৭৭৫৬৪৯৪৯৯ জন্ম তারিখ:৩০.০৪.১৯৪০ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	শিক্ষা: ব্যাচেলর ডিগ্রী পেশা: ব্যবসা ঠিকানা(অস্থায়ী): ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-২০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা স্থায়ী: গ্রাম- মন্ডলাদাম, পো: রুহিয়া-৫১০৩, ইউনিয়ন: রুহিয়া পশ্চিম, উপজেলা: ঠাকুরগাঁও thakurgaon.1@parliament.gov.bd, remeshchandrasen@yahoo.com	 মো. দবিরুল ইসলাম সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাও-২ কার্যকাল: সপ্তম মোবা: ০১৭১১৫৩৮৯৮৭	শিক্ষা: বি.এ জন্ম : ২৯.০৯.১৯৪৮ পেশা: কৃষি ও ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: (স্থায়ী) গ্রাম: বড়বাড়ী, ডাক: বালিয়াডাঙ্গী, উপজেলা: বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও hakurgaon.2@parliament.gov.bd
৫		৬	
 জাহিদুর রহমান	দল: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ঠাকুরগাও-৩ আসন	 মনোরঞ্জন শীল গোপাল সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-১ কার্যকাল: চতুর্থ মোবাইল: ০১৭১২২২৫৪১৭	শিক্ষা: বিএ জন্ম তারিখ: ০১.০১.১৯৬৪ পেশা: সংবাদ পত্রের ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা-স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-৬, ফ্ল্যাট নং-৩০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম: নয়াবাদ, পোষ্ট-কালির হাট, থানা+উপজেলা: কাহারোল, জেলা-দিনাজপুর। ই- মেইল: dinajpur.1@parliament.gov.bd

৭		৮	
 খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-২ কার্যকাল: তৃতীয় মোবাইল:০১৭১১৩৩১৬৯৭ শিক্ষা: বি.কম জন্ম: ৩১.০১.১৯৭০	পেশা: রাজনীতি দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা- স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-৬, ফ্ল্যাট নং-৯০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। (খ) গ্রাম: ধনতলা, ডাক: সেতাবগঞ্জ, উপজেলা: বোচাগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর । ই-মেইল: dinajpur.2@parliament.gov.bd , chowdhurykhalid@yahoo.com	 ইকবালুর রহিম সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-৩ কার্যকাল: তৃতীয় মোবাইল: ০১৭১১৫৬৩৩২২ শিক্ষা: বি.এ, এম.এ	জন্ম: ১৬.০৮.১৯৬৫ পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা-স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) গ্রাম-দক্ষিণ মুন্সীপাড়া, ওয়ার্ড-৩, ডাকঘর-দিনাজপুর, থানা-সদর, জেলা: দিনাজপুর-৫২০০। (খ) হাসপাতাল রোড, দক্ষিণ মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর সদর, জেলা: দিনাজপুর। ই-মেইল: dinajpur.3@parliament.gov.bd
৯		১০	
 আবুল হাসান মাহমুদ আলী সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-৪ কার্যকাল: তৃতীয় মোবাইল:০১৭১১৫৩৫৩৩১	শিক্ষা: এম.এ পাশ জন্ম: ০৬.০২.১৯৪৩ পেশা: অবসর প্রাপ্ত সাধারন কর্মচারী দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা-স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) কাঞ্চন, এ্যাপার্টমেন্ট এ-৫, বাড়ী নং-১৩, সড়ক নং-১, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫। (খ) ডাক্তারপাড়া, খামারবিঞ্চুগঞ্জ, খানসামা, জেলা: দিনাজপুর। ই- মেইল: dinajpur.4@parliament.gov.bd	 মো. মোস্তাফিজুর রহমান সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-৫ কার্যকাল: সপ্তম মোবাইল: ০১৭১৭৮১৭৮০৩	শিক্ষা: এম.এ,এল.এল.বি জন্ম : ২৯.১১.১৯৫৩ পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা-স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ১৬/২৪, পশ্চিম গৌরিপাড়া, ফুলবাড়ী, জেলা: দিনাজপুর । ই- মেইল: dinajpur.5@parliament.gov.bd
১১		১২	
 মো. শিবলী সাদিক সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-৬ কার্যকাল দ্বিতীয় মোবাইল:০১৭১২২৭১৪২৯	শিক্ষা: বি.এস.এস জন্ম তারিখ- ২৮.০৮.১৯৮২ পেশা - কৃষি ও ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-২, ফ্ল্যাট নং-৯০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম/রাস্তা ইসলামপুর, ডাকঘর: আফতাবগঞ্জ ৫২৬০, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর। ই- মেইল: dinajpur.6@parliament.gov.bd	 মো. আফতাব উদ্দিন সরকার সংসদ সদস্য, নীলফামারী-১ কার্যকাল : দ্বিতীয় মোবাইল : ০১৭১৬৩১৪১৯৫ শিক্ষা- এইচ.এস.সি	জন্ম তারিখ: ০৬.০৪.১৯৫০ পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৫০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম: বাবুরহাট, ডাকঘর-ডিমলা, উপজেলা-ডিমলা , জেলা-নীলফামারী। ই- মেইল: nilphamari.1@parliament.gov.bd

১৩		১৪	
 আসাদুজ্জামান নূর সংসদ সদস্য, নীলফামারী-২ কার্যকাল: চতুর্থ মোবাইল: ০১৭১৫৪৭৮৪৯৯, ০১৭১১৫৬৫০২৫	শিক্ষা: ব্যাচেলর ডিগ্রী জন্ম: .১০.১৯৪৬ পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা: (ক) ২ নং নওরতন কলোনী, বেইলী রোড ঢাকা (খ) গ্রাম-শহীদ আলী হোসেন সড়ক, টাউন মৌজা (অংশ), ডাকঘর- নীল-ফামারী ৫৩০০, উপজেলা: নীলফামারী সদর, জেলা-নীলফামারী। ই-মেইল: nilphamari.2@par-liament.gov.bd, anoor@desh.tv	 রানা মোহাম্মদ সোহেল সংসদ সদস্য, নীলফামারী-৩ দল - জাতীয় পার্টি	পেশা: রাজনীতি ইমেইল: nilphamari.3@parliament.gov.bd
১৫		১৬	
 আহসান আদেলুর রহমান সংসদ সদস্য, নীলফামারী-৪ মোবাইলঃ ০১৯৭০০৩৫৩৫৫ দল - জাতীয় পার্টি	ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম: মাগুড়া (মিয়াপাড়া), ডাক: মাগুড়া, থানা: কিশোরগঞ্জ, জেলা: নীলফামারী । ই- মেইল : nilphamari.4@parliament.gov.bd	 মো. মোতাহার হোসেন সংসদ সদস্য, লালমনিরহাট-১ কার্যকাল: চতুর্থ মোবাইল: ০১৭১১৩১৭৫৬২	শিক্ষা: বি,এসসি জন্মতারিখ : ১৯.১২.১৯৪৮ পেশা: রাজনীতি ও ব্যবসা দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৫০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম+ডাকঘর-বড়খাতা, উপজেলা-হাতীবান্ধা, জেলা-লালমনিরহাট ই- মেইল: lalmonir-hat.1@parliament.gov.bd
১৭		১৮	
 নুরুজ্জামান আহমেদ সংসদ সদস্য, লালমনিরহাট-২ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যকাল: দ্বিতীয় মোবাইল: ০১৭১৬৭৪৭৯০৫	শিক্ষাঃ বি.কম পেশাঃ রাজনীতি জন্মতারিখ : ০৩.০১.১৯৫০ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৯০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম: কাশিরাম, ডাকঘর: করিম-পুর, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-লালমনিরহাট ই - মেইল: lalmonirhat.2@parliament.gov.b	 গোলাম মোহাম্মদ কাদের সংসদ সদস্য, লালমনিরহাট-৩ দল - জাতীয় পার্টি মোবাইলঃ ০১৬১১৫৪৬৯৪৬	ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: গ্রাম: উচাটারী, হাসপাতাল রোড, ওয়ার্ড নং-৬, ডাক: লালমনিরহাট, উপজেলা+ জেলা: লালমনিরহাট। ই -মেইল: lalmonir-hat.3@parliament.gov.bd

১৯		২০	
 মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা সংসদ সদস্য, রংপুর-১ কার্যকাল: তৃতীয় মোবাইল : ০১৭১২১২৬৩৭২	শিক্ষা: বি.কম পেশা : পরিবহন ব্যবসা জন্ম তারিখ: ২২.০৭.১৯৫৮ দল: জাতীয় পার্টি ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) "মজিয়া মহল", দক্ষিণ গুপ্তপাড়া, রংপুর সদর, জেলাঃ রংপুর ই- মেইল : rongpur.1@parliament.gov.bd	 সানুল হক চৌধুরী সংসদ সদস্য, রংপুর-২ কার্যকাল: দ্বিতীয় মোবাইল: ০১৭১৬১৯৪০৫৩ শিক্ষা: বি.এ এলএলবি, এম.এ	জন্ম : ০৬.১০.১৯৬৮ পেশা: কৃষি/ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা-স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৮০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ৮ প্রবাল হাউজিং, দ্বিতীয় তলা, উত্তর রিং রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ (গ) স্টেশন রোড, ডাক:বদরগঞ্জ, উপজেলা: বদরগঞ্জ জেলা: রংপুর ই- মেইল: rongpur.2@parliament.gov.bd
২১		২২	
 হোসেইন মুহম্মদ এরশাদ সংসদ সদস্য, রংপুর -৩ কার্যকাল : পঞ্চম মোবাইল: ০১৭১৪০০০০৫৫	শিক্ষা: বি.এ জন্ম : ০১.০২.১৯৩০ পেশা: রাজনীতি দল: জাতীয় পার্টি ঠিকানা-স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৬০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) প্রেসিডেন্ট পার্ক ১০, দুতাবাস রোড, বারিধারা, ঢাকা (গ) পল্লী নিবাস দর্শনা, রংপুর। ই- মেইল: ershad@dhaka.agri.com	 টিপু মুনশি সংসদ সদস্য, রংপুর-৪ কার্যকাল: তৃতীয় মোবাইলঃ ০১৭১১৫৬৬৯৭৪ শিক্ষা: স্নাতক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	জন্ম তারিখ: ২৫.০৮.১৯৫০ পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা-স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৩০২, সংসদ- সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) মধুমতি, বাড়ী-১০, রোড নং-৪, সেক্টর-৫, উত্তরা, ঢাকা (গ) গ্রাম-গুয়াবাড়ী, পোঃ+থানাঃ পীরগাছা, জেলা-রংপুর। ইমেইল: rangpur.4@parliament.gov.bd , info@sepal-groupbd.com
২৩		২৪	
 এইচ, এন আশিকুর রহমান সংসদ সদস্য, রংপুর-৫ কার্যকাল: পঞ্চম মোবাইল: ০১৭১১৫৩৬৪৬৪	শিক্ষা: বি.এ,এম.এ জন্ম তারিখ: ১১.১২.১৯৪১ পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা-স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৩০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) বাসা-১১, সড়ক-৭, বক নং-এইচ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ (গ) গ্রাম+ডাকঘর-ফরিদপুর, উপজেলা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর। ই-মেইল: rangpur.5@parliament.gov.bd , ishmam@agni.com	 ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সংসদ সদস্য, রংপুর-৬ কার্যকাল: তৃতীয় টেলিফোন : ০২-৯১১১৯৯৯	শিক্ষা: পি.এইচ.ডি (আইন) জন্ম তারিখ: ০৬.১০.১৯৬৬ পেশা: আইনজীবী দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা-স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) স্পীকারের বাসভবন, উচ্চমান আবাসিক এলাকা, সংসদ ভবন সংলগ্ন শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। (খ) বাসা/হোল্ডিং-৫২, ফ্লাট ৪ ই, ধানমন্ডি আ/এ, রোড-১৬, ডাকঘর- জিগাতলা-১২০৯, ধানমন্ডি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। ই-মেইল: rangpur.6@parliament.gov.bd

২৬		২৬	
 মো. আছলাম হোসেন সওদাগর সংসদ সদস্য, কুড়িগ্রাম-১	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ক) বাজার, পশ্চিম নাগেশ্বরী, ডাকঃ নাগেশ্বরী, উপজেলা: নাগেশ্বরী, জেলা: কুড়িগাম। ইমেইল ইমেইল: kurigram.1@parliament.gov.bd	 পনির উদ্দিন আহমেদ সংসদ সদস্য, কুড়িগ্রাম-২ দল - জাতীয় পার্টি	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ক) গ্রাম: ট্যানারীপাড়া, ডাক: কুড়িগাম-৫৬০০, উপজেলা: কুড়িগাম সদর, জেলা: কুড়িগাম। মেইল: kurigram.2@parliament.gov.bd
২৭		২৮	
 এম এ মতিন সংসদ সদস্য, কুড়িগ্রাম-৩	দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম: জোদ্দারপাড়া, ডাক: উলি-পুর-৫৬২০, উলিপুর পৌরসভা, উপজেলা: উলিপুর, জেলা: কুড়িগ্রাম ই- মেইল: kurigram.3@parliament.gov.bd	 মো. জাকির হোসেন সংসদ সদস্য, কুড়িগ্রাম-৪	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা : স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ রৌমারী, ইউনিয়ন: রৌমারী, ডাক: রৌমারী-৫৬৪০, রৌমারী, কুড়িগ্রাম। ইমেইল: kurigram.4@parliament.gov.bd
২৯		৩০	
 শামিম হায়দার পাটাওারী সংসদ সদস্য, গাইবান্ধা-১ কার্যকাল: প্রথম মোবাইল : ০১৮১৭১৫২০৭৯	ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃগ্রাম: মনিরাম, ডাকঃ ফলগাছা, ইউনিয়ন: বামনডাঙ্গা, উপজেলা: সুন্দরগঞ্জ, জেলা: গাইবান্ধা ই-মেইল : gaibandha.1@parliament.gov.bd	 মাহাবুব আরা বেগম গিনি সংসদ সদস্য, গাইবান্ধা-২ কার্যকাল: প্রথম মোবাইল ঃ ০১৭১১৬৩০০৪৫	জন্মতারিখ : ০১.০৮.১৯৬১ শিক্ষা: বি.এস.এস, এম.এস.এস,বি.এড পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৫, ফ্ল্যাট নং-৩০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ)গ্রাম: থানাপাড়া, ডাকঃ গাইবান্ধা-৫৭০০, উপজেলা: গাইবান্ধা সদর, জেলা: গাইবান্ধা। ই -মেইল: gaibandha.2@parliament.gov.bd

৩১		৩২	
 ইউনুস আলী সরকার সংসদ সদস্য, গাইবান্ধা-৩ কার্যকাল: দ্বিতীয় মোবাইল : ০১৭১২২৮৪৭৮৩ জন্ম তারিখ: ১৫.০৬.১৯৫৩	শিক্ষা: এম.বি.বি.এস; ডি.এ (স্নাতোকোত্তর) আই.পি.জি. এম.এন্ড.আর পেশা: চিকিৎসক ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৬০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) রোড নং-৮, বক-সি, বাসা নং-৬২, নিকেতন গুলশান - ১, ঢাকা (গ) গ্রাম-ভাতগ্রাম, ডাকঘর-ভাতগ্রাম-৫৭১০, উপজেলা-সাদুল্যাপুর, জেলা-গাইবান্ধা ইমেইল: gaibandha.3@parliament.gov.bd	 মো. মনোয়ার হোসেন চৌধুরী মাননীয় সংসদ সদস্য, গাইবান্ধা-৪ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ী: গ্রাম: কামদিয়া, ডাক: কামদিয়া, উপজেলা: গোবিন্দগঞ্জ, জেলা: গাইবান্ধা ইমেইল: gaibandha.4@parliament.gov.bd
৩৩		৩৪	
 মো. ফজলে রাব্বী মিয়া সংসদ সদস্য, গাইবান্ধা-৫ কার্যকাল: ষষ্ঠ মোবাইল: ০১৭১১৫২৫৭০১	জন্মতারিখ : ১৫.০৪.১৯৪৬ শিক্ষা: এল.এল.বি পেশা: আইনজীবী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ডেপুটি স্পীকারের বাসভবন, উচ্চমান আবাসিক এলাকা, সংসদ ভবন সংলগ্ন শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (খ) ২৩ লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর নং-৭, উত্তরা, ঢাকা (গ) গ্রাম+ডাকঘর-গটিয়া, ইউনিয়ন-ভরতখালী, উপজেলা-সাঘাটা, জেলা-গাইবান্ধা ই-মেইল: gaibandha.5@parliament.gov.bd	 সামছুল আলম দুদু সংসদ সদস্য, জয়পুরহাট-১ কার্যকাল: প্রথম মোবাইল: ০১৭১৩২০৫৩২৪	শিক্ষা: এম.এ, এল.এল.বি জন্ম তারিখ: ১০.১১.১৯৫৭ পেশা: গরুর খামার, মৎস্য চাষ, স্টক বিজিনেস দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৩০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম: পূর্ব বালিঘাটা, ডাকঘর পাঁচবিবি-৫৯১০, উপজেলা-পাঁচবিবি, জেলা-জয়পুরহাট ই- মেইল: jaipurhat.1@parliament.gov.bd
৩৫		৩৬	
 আবু সাঈদ আল মাহ্মুদ স্বপন সংসদ সদস্য, জয়পুরহাট-২ মোবাইল: ০১৯১১২৪৯১২৩	শিক্ষা: এম.এ (বাংলা) পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জন্ম তারিখ: ২১.০৯.১৯৬৯ ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-১০১, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ফ্ল্যাট # এ-৫, বাড়ী-১১৯, সড়ক-৪, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা (গ) টি এন্ড টি পাড়া, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট। (ঘ) ৩৯০৬-০১, ভাসিলা পশ্চিমপাড়া, ভাসিলা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট। ই-মেইল: jaipurhat.2@parliament.gov.bd	 আব্দুল মান্নান সংসদ সদস্য, বগুড়া-১ মোবাইল: ০১৭১১৫২৪৮০৯	শিক্ষাঃ এম.এস.সি (এজি) জন্মতারিখ : ১৯.১২.১৯৫৩ পেশা: ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাসা/হোল্ডিং: ৪-৭৯, গ্রাম: হিন্দুকান্দি, ডাক: সারিয়াকান্দি-৫৮৩০, সারিয়াকান্দি পৌরসভা, বগুড়া। ই-মেইল: bogra.1@parliament.gov.bd

৩৭		৩৮	
 শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ্ সংসদ সদস্য, বগুড়া-২ মোবাইল: ০১৮১৯৬৬৬৯৯৯ শিক্ষা: বি.কম	জন্ম তারিখ- ১৩.০৩.১৯৫০ পেশা: ব্যবসা দল: জাতীয় পার্টি ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৫০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) কাটনার পাড়া, কালিতলা, কলেজ রোড, বগুড়া (গ) গ্রাম: মহাস্থান, ডাকঘর-মহাস্থান জাদুঘর, শিবগঞ্জ, জেলা-বগুড়া ই- মেইল: bogra.2@parliament.gov.bd	 মো. নূরুল ইসলাম তালুকদার সংসদ সদস্য, বগুড়া-৩ মোবাইল : ০১৭১২৮৭০৩৭২ জন্ম তারিখ- ০১.০৭.১৯৫০	শিক্ষা: এল.এলবি পেশা: আইনজীবী দল: জাতীয় পার্টি ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৩০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ফরচুন টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং-৯/এ, ৮ র‍্যাংকিন স্ট্রীট, উত্তর ভবন ওয়ারী, ঢাকা(গ) গ্রাম: বড় নিলাহাটি, ডাক: তালুচহাট, থানা: দুপচাচিয়া, জেলা: বগুড়া। ই-মেইল: bogra.3@parliament.gov.bd
৩৯		৪০	
 মো. মোশারফ হোসেন বগুড়া- ৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি কাহালু, নন্দীগ্রাম, জেলা: বগুড়া	 মো. হাবিবর রহমান সংসদ সদস্য, বগুড়া-৫ মোবাইল: ০১৭১১৮৭৫২৯১, ০১৭১৮৫৪১৩৫৬	শিক্ষা: বি.এ,এম.এ জন্মতারিখ : ৩১.০১.১৯৪৫ পেশা: অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-৫, ফ্ল্যাট নং-৯০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম-জালশুকা, ডাকঘর-পেচিবাড়ী, থানা-ধুনট, জেলা-বগুড়া। ই -মেইল: bogra.5@parliament.gov.bd
৪১		৪২	
বগুড়া- ৬		 মো. রেজাউল করিম বাবলু	সংসদ সদস্য, বগুড়া-৭ দল - স্বতন্ত্র ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম: ডোমনপুকুর, ডাকঃ মাঝিড়া, উপজেলা: শাজাহানপুর, জেলা: বগুড়া। ই -মেইল: bogra.7@parliament.gov.bd

৪৩		৪৪	
 ডা. সামিল উদ্দিন আহম্মেদ শিমুল সংসদ সদস্য, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম: মনাকষা, ডাকঃ মনাকষা, উপজেলা: শিবগঞ্জ, জেলা: চাপাইনবাবগঞ্জ। টেলিফোন নাম্বার-সেল: ই -মেইল: chapainawab-ganj.1@parliament.gov.bd	 আমিনুল হক চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বি.এন.পি জন্ম: ১৫ জুন ১৯৬৯ নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পেশা: রাজনীতিবিদ
৪৫		৪৬	
 মো. হারুনুর রশীদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বি.এন.পি জন্ম: চাঁপাইনবাবগঞ্জ পেশা: রাজনীতিবিদ	 সাধন চন্দ্র মজুমদার সংসদ সদস্য, নওগাঁ-১ কার্যকাল: দ্বিতীয় মোবাইল ঃ ০১৭১১৮৯৪৮২৩	জন্মতারিখ : ১৭.০৭.১৯৫০ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা ও কৃষি দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৮০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) চকদেব মেইন রোড নওগাঁ, ডাকঘর-নওগাঁ, জেলা- নওগাঁ (গ)গ্রাম-শিবপুর, ডাকঘর-হাজীনগর, উপজেলা-নিয়ামতপুর, জেলা-নওগাঁ। ই -মেইল: naogaon.1@parliament.gov.bd
৪৭		৪৮	
 মো. শহীদুজ্জামান সরকার সংসদ সদস্য, নওগাঁ-২ মোবাইল:০১৭১২০৯০৫০৯, ০১৭৪৬২৭০০০০ জন্মতারিখ : ১৩.১২.১৯৫৫	শিক্ষাঃ মাস্টার্স অফ জুরিসপ্রুডেন্স পেশা: আইনজীবী ও ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাংলো বি-১,উচ্চমান আবাসিক এলাকা, সংসদ ভবন চত্ত্বর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (খ) সরকার মঞ্জিল, উকিলপাড়া, ডাকঘর-নওগাঁ, থানা+জেলা-নওগাঁ (গ)গ্রাম-বীরগ্রাম, ডাকঘর-বীরগ্রাম, উপজেলা-ধামইরহাট, জেলা-নওগাঁ। ই -মেইল: naogaon.2@parliament.gov.bd , shahid_sharker@yahoo.com	 মো. ছলিম উদ্দীন তরফদার সংসদ সদস্য, নওগাঁ-৩ মোবাইল: ০১৭১১৪১২২২৭, ০১৮৪২৪১২২২৭	দল - স্বতন্ত্র ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-২০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ)গ্রাম: আজিপুর, ডাকঃ সরস্বতীপুর-৬৫০০, উপজেলা: মহাদেবপুর, জেলা: নওগাঁ। ই -মেইল: naogaon.3@parliament.gov.bd

৪৯		৫০	
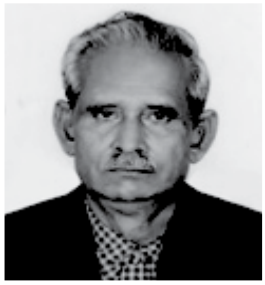 মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রামানিক সংসদ সদস্য, নওগাঁ-৪ কার্যকাল: পঞ্চম মোবাইল ঃ ০১৭১৫১৩৮৮৪৪	জন্মতারিখ : ১৬.০২.১৯৪১ শিক্ষাঃ বি.এ পেশা: কৃষিকাজ ও ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-১০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাসা নং-৩৬৮৬, আরজি নওগাঁ, ডাকঘর-আরজি, উপজেলা-নওগাঁ সদর, জেলা-নওগাঁ(গ) গ্রাম-কালিকাপুর, ডাকঘর-চক কালিকাপুর, উপজেলা-মান্দা, জেলা-নওগাঁ। ই -মেইল: naogaon.4@parliament.gov.bd	 নিজাম উদ্দীন জলিল (জন) সংসদ সদস্য, নওগাঁ-৫ কার্যকাল : প্রথম	পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) গ্রাম: কালিকাপুর, ডাকঃ চককালিকাপুর, উপজেলা: মান্দা, জেলা: নওগাঁ। ই -মেইল: naogaon.5@parliament.gov.bd
৫১		৫২	
 মো. ইসরাফিল আলম সংসদ সদস্য, নওগাঁ-৬ মোবাইল ০১৭১১৮৪৮৫০৮ জন্মতারিখ : ১৩.০৩.১৯৬৬ শিক্ষাঃ এম.বিএ, এল.এল.বি	পেশাঃ ব্যবসা দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৪, ফ্ল্যাট নং-৭০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম-ঝিনা, ডাকঘর-গোনা, উপজেলা-রাণীনগর, জেলা-নওগাঁ। ,০১৯১৫৩৯৮১১০ অফিসঃ ৯১১০০৯৯ হোমঃ ৭২৭৭৮৮৩,৮১৪৪৮২৯ ইন্টাঃ ৩১০২, ফ্যাক্সঃ ৯১৪২৪০৪ ই -মেইল: naogaon.6@parliament.gov.bd , israfil_alam2008@yahoo.com	 ওমর ফারুক চৌধুরী সংসদ সদস্য , রাজশাহী-১ মোবাইল: ০১৭১১৮১৯২৪৭	জন্মতারিখ : ০২.০১.১৯৬০ শিক্ষাঃ এল.এল.বি (অর্নাস) পেশাঃ ব্যবসা দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৫, ফ্ল্যাট নং-২০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (খ) ৩৪৫, সাগরপাড়া, ডাকঘর-ঘে-ড়ামারা-৬১০০, বোয়ালিয়া, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী। ই -মেইল: rajshahi.1@parliament.gov.bd
৫৩		৫৪	
 ফজলে হোসেন বাদশা সংসদ সদস্য , রাজশাহী- ২ মোবাইল ০১৭১১৩৯৫৫২৭	জন্মতারিখ : ১৫.১০.১৯৫২ শিক্ষাঃ এম.এ, এল.এল.বি পেশাঃ আইনজীবী ও ব্যবসা দল - বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৬, ফ্ল্যাট নং-৮০৩, সং-সদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভি-নিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) হাড়া গ্রাম, ডাক-রাজশাহী কোর্ট, রাজপাড়া, রাজশাহী (গ) এ/১৫৮, হড্‌গ্রাম, রাজপাড়া, রাজশাহী ই -মেইল: rajshahi.2@parliament.gov.bd , wpartybd@bangla.net	 মো. আয়েন উদ্দিন সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৩ মোবাইল: ০১৭১৬০৩৪৭২১, ০১৯৭৮৯৯০০৫৫	জন্মতারিখ:১০.১২.১৯৭৬ শিক্ষাঃ এম.বি.এ (হিসাব ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ) পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৫০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভি-নিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম: মহিষকুন্ডি, ডাকঃ গোছা-৬২২০, থানা: মোহনপুর, জেলা: রাজশাহী। ই -মেইল: rajshahi.3@parliament.gov.bd

৫৫		৫৬	
 এনামুল হক সংসদ সদস্য, রাজশাহী- ৪ মোবাইল: ০১৭১১৫২৮৩৪৬, ০১৭১৪০৯০৮৩০ জন্মতারিখ : ২১.১০.১৯৬৯	শিক্ষাঃ বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার ও এম.বি.এ পেশা: কৃষি ও ব্যবসা দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৪০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ)গ্রাম-সাঁকোয়া, পোস্টঃ কামারবাড়ী, থানাঃ বাগমারা, জেলাঃ রাজশাহী ই -মেইল: rajshahi.4@parliament.gov.bd, enamul@dhaka.net	 মো. মনসুর রহমান সংসদ সদস্য , রাজশাহী- ৫ কার্যকাল:	পেশা: ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম: আড়ইল, ডাকঃ আড়ইল-৬২৫১, উপজেলা: দূর্গাপুর, জেলা: রাজশাহী ই-মেইল: rajshahi.5@parliament.gov.bd
৫৭		৫৮	
 মো. শাহরিয়ার আলম সংসদ সদস্য , রাজশাহী -৬ মোবাইল: ০১৭১১৫২৪৮২৩, ০১৭১৩০৬২০৬৩	জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৭০ শিক্ষাঃ এম.বি.এ পেশা: ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) বাড়ী নং-২২, রোড নং-৬৩, গুলশান-২, ঢাকা -১২১২ (খ)গ্রাম- চকসিংগা, ডাকঘর-আড়ানী, উপজেলা- বাঘা, জেলা-রাজশাহী ই -মেইল: rajshahi.6@parliament.gov.bd, shahriar.alam@renaissance.com.bd	 মো. শহিদুল ইসলাম (বকুল) সংসদ সদস্য, নাটোর-১	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম: সান্যালপাড়া, ডাকঃ নাজিরপুর-৬৪১০, উপজেলা: বাগাতিপাড়া, জেলা: নাটোর। ই -মেইল: natore.1@parliament.gov.bd
৫৯		৬০	
 মা. শফিকুল ইসলাম শিমুল সংসদ সদস্য, নাটোর-২ মোবাইলঃ ০১৭১১৮২৮৩৩৬	জন্মতারিখ :০৩.০৭.১৯৭৬ শিক্ষাঃ এল.এল.বি পেশা: প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার ও সরবরাহকারী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৫০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ)গ্রাম: কান্দি ভিটুয়া, ডাকঃ নাটোর-৬৪০০, নাটোর পৌরসভা, উপজেলা: সদর, জেলা: নাটোর। ই -মেইল: natore.2@parliament.gov.bd	 জুনাইদ আহ্মেদ পলক সংসদ সদস্য , নাটোর-৩ মোবাইল: ০১৭১১০৬১০৫১, ০১৭১৩৭৪০০৭৪	জন্মতারিখ : ১৭.০৫.১৯৮০ শিক্ষাঃ এম.এস.এস, এল.এল.বি পেশা: আইনজীবী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-২, ফ্ল্যাট নং-৫০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাসা/হোল্ডিং-৬৭০,গ্রাম/রাস্ত্র-সিংড়া কলেজপাড়া, উপজেলা-সিংড়া, জেলা-নাটোর ই -মেইল: natore.3@parliament.gov.bd, palak_vision2021@yahoo.com,palak.newage@gmail.com

৬১		৬২	
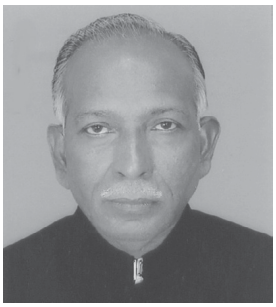 মো. আব্দুল কুদ্দুস সংসদ সদস্য , নাটোর-৪ কার্যকাল: চতুর্থ মোবাইল : ০১৭১১৩৩৩৭০৮	জন্মতারিখ : ৩১.১০.১৯৪৬ শিক্ষাঃ এম.এ পেশা: কৃষি ও রাজনীতি দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-২০২, সংসদ সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (খ)গ্রাম: চাঁনকৈড় বাজারপাড়া, ডাকঘর-চাঁনকৈড়, উপজে-লা-গুরুদাসপুর, জেলা-নাটোর ই -মেইল: natore.4@parlia-ment.gov.bd	 মোহাম্মদ নাসিম সংসদ সদস্য, সিরাজগঞ্জ-১ কার্যকাল: পঞ্চম মোবাইল : ০১৭১১৫২০০০২	জন্মতারিখ: ০২-০৪-১৯৪৮ শিক্ষাঃ বি.এ পেশা: রাজনীতি দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাড়ী-৩৩১/বি, রোড-৩৩ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা (খ)গ্রাম: বেড়িপোটল, ডাকঃ কাজি-পুর-৬৪১০, উপজেলা: কাজিপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ ই -মেইল: sirajganj.1@par-liament.gov.bd
৬৩		৬৪	
 মো. হাবিবে মিল্লাত সংসদ সদস্য, সিরাজগঞ্জ-২ মোবাইল: ০১৯১২ ৯৫৫৫৩৪	জন্মতারিখ :১৫.০১.১৯৬৬ পেশা: চিকিৎসক দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৫০১, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) বাসা-৬৩, রোড-৫, বনানী ডি.ও.এইচ.এস, ঢাকা (খ)গ্রামঃ ষ্টেশন রোড, ডাকঘরঃ সিরাজগঞ্জ-৬৭০০, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ ই -মেইল: sirajganj.2@par-liament.gov.bd	 মো. আব্দুল আজিজ সংসদ সদস্য, সিরাজগঞ্জ-৩	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ দল -বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গ্রাম: মাকড়শোন, ডাকঃ কুন্দইল, উপজেলা: তাড়াশ, জেলা: সিরাজগঞ্জ টেলিফোন -সেলঃ ই -মেইল: sirajganj.3@ parliament.gov.bd
৬৫		৬৬	
 তানভীর ইমাম সংসদ সদস্য, সিরাজগঞ্জ-৪ মোবাইল: ০১৭১১৫৬৬৭৮৯, ০১৭৬৩৬৫৫৪২০	শিক্ষাঃ এম.বি.এ (মার্কেটিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট) জন্মতারিখ: ০১.০১.১৯৬০ পেশা: রাজনীতি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৫০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) এন, ডাবিউ (ই) বাড়ী নং-১৩, রোড নং-৫৫, গুলশান, ঢাকা-১২১২ (গ)গ্রাম: সোনতলা, ডাকঃ খান সোনতলা, উপজেলা: উল্লাপাড়া, জেলা: সিরাজগঞ্জ ই -মেইল: sirajganj.4@ parliament.gov.bd, imam. tanveer@gmail.com	 আব্দুল মমিন মন্ডল সংসদ সদস্য, সিরাজগঞ্জ-৫	পেশা: ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম: পেস্তক খুকনী, ডাকঃ দৌলত-পুর-৬৭৪০, উপজেলা: এনায়েতপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ ই -মেইল: sirajganj.5@ parliament.gov.bd

৬৭		৬৮	
 মো. হাসিবুর রহমান স্বপন সংসদ সদস্য, সিরাজগঞ্জ-৬ মোবাইল: ০১৭১৪০৩৫২৩০	জন্মতারিখ : ১৬.০৫.১৯৫৪ শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-১, ফ্ল্যাট নং-১০৩, সংসদ সদস্য ভবন, নাখালপড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) বক-এ, রোড নং-১, বাসা নং-৫৭, ফ্ল্যাট নং-৪/বি, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা (গ)গ্রামঃ দ্বারিয়াপুর, ডাকঘর-শাহজাদপুর, উপজেলা-শাহজাদপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ ই -মেইল: sirajganj.6@parliament.gov.bd	 শামসুল হক টুকু সংসদ সদস্য, পাবনা-১ মোবাইল ০১৮৪১-৬৬৬৯৯৯	শিক্ষাঃ এম.কম, এল.এল.বি জন্মতারিখ : ৩১.০৫.১৯৪৮ পেশা: আইনজীবী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৬, ফ্ল্যাট নং-৬০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ৩৯/এ, মিনিষ্টার্স এ্যাপার্টমেন্ট, বেইলি রোড, ঢাকা (গ)গ্রাম-বৃশাি-লখা, উপজেলা-বেড়া, জেলা-পাবনা। ই -মেইল: pabna.1@parliament.gov.bd
৬৯		৭০	
 আহমেদ ফিরোজ কবির সংসদ সদস্য , পাবনা-২ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ৬৯-গ্রাম: সাতবাড়ীয়া ফকিৎপুল, ডাকঃ সাতবাড়ীয়া, উপজেলা: সুজানগর, জেলা: পাবনা। টেলিফোন - সেলঃ ই-মেইল: pabna.2@parliament.gov.bd	 মো. মকবুল হোসেন সংসদ সদস্য, পাবনা -৩ মাবাইল ০১৭৩৩-৫৫৭৭৩৩ হোমঃ ০৭৩২৮-৫৬০১২,৯১৩১১০০ ইন্টা ৩৫১০	জন্মতারিখ : ২০.০১.১৯৫০ শিক্ষাঃ এস.এস.সি পেশা: কৃষি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৫, ফ্ল্যাট নং-৫০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ)গ্রাম-সরদারপাড়া, ডাকঘর+উ-পজেলা-ভাংগুড়া, জেলা-পাবনা। ই -মেইল: pabna.3@parliament.gov.b
৭১		৭২	
 শামসুর রহমান শরীফ সংসদ সদস্য , পাবনা-৪ কার্যকাল: চতুর্থ মোবাইল: ০১৭১১১৩৪৩৭১	জন্মতারিখ : ১২.০৩.১৯৪১ শিক্ষাঃ বি.এ পেশা: কৃষি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: ৩৪৫/২৮২, নবাব আলীবর্দী রোড, মধ্য অরনকোলা, উপজেলা: ঈশ্বরর্দী, জেলা: পাবনা। ই -মেইল: pabna.4@parliament.gov.bd	 গোলাম ফারুক খন্দ. প্রিন্স সংসদ সদস্য, পাবনা-৫ কার্যকাল: দ্বিতীয় মোবাইল ০১৭১৩১৬৪০৫০, ০১৭১২৫১২৩৪৫	জন্মতারিখ : ১৪.০১.১৯৬৯ শিক্ষাঃ এম.এস.এস,এল.এল.বি পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-২, ফ্ল্যাট নং-৯০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ০৫৫/২৯০, কৃষ্ণপুর, ডাকঃ পাবনা সদর-৬৬০০, উপজেলা: পাবনা সদর, জেলা: পাবনা। ই -মেইল: pabna.5@parliament.gov.bd , prince_btc@yahoo.com

৭৩		৭৪	
 ফরহাদ হোসেন সংসদ সদস্য, মেহেরপুর-১ মোবাইল ০১৭১৫ ১১১৫১০ জন্মতারিখ : ০৫.০৬.১৯৭২	পেশা: শিক্ষকতা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৫, ফ্ল্যাট নং-৬০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ৬৫ ল্যাবরেটরী রোড, এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-১২০৫ (গ) ২৭৮-০০,০/৩, প্রধান সড়ক, মেহেরপুর, বোসপাড়া, উপজেলা: মেহেরপুর সদর, জেলা: মেহেরপুর। ই-মেইল: meherpur.1@parliament.gov.bd	 মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান সংসদ সদস্য, মেহেরপুর-২	পেশা: রাজনীতি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম তেরাইল জোয়ার্দার পাড়া, ডাকঃ জোড় পুকুরিয়া-৭১১০, উপজেলা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর ই-মেইল: meherpur.2@parliament.gov.bd
৭৫		৭৬	
 আ. কা. ম. সরওয়ার জাহান সংসদ সদস্য, কুষ্টিয়া-১	দল - বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম: পশ্চিম দক্ষিণ ফিলিপনগর, ডাকঃ ফিলিপনগর, উপজেলা: দৌলতপুর, জেলা: কুষ্টিয়া ই-মেইল: kushtia.1@parliament.gov.bd	 হাসানুল হক ইনু সংসদ সদস্য, কুষ্টিয়া-২ মোবাইল: ০১৭১১৮১৯৫২৬	জন্মতারিখ : ১২.১১.১৯৪৬ শিক্ষাঃ বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার পেশা: রাজনীতি দল: জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) নিলয়, ৬ হেয়ার রোড, ঢাকা (খ) গ্রামঃ গোলাপনগর, ডাকঘর- গোলাপনগর, উপজেলা- ভেড়ামাড়া, জেলা-কুষ্টিয়া ই -মেইল: kushtia.2@parliament.gov.bd jsd@dhaka.net
৭৭		৭৮	
 মো. মাহবুব উল আলম হানিফ সংসদ সদস্য, ৭৭ কুষ্টিয়া-৩ মোবাইল ০১৭১৫ ০০৫৩১৩	জন্মতারিখ : ০২.০১.১৯৫৯ পেশা: ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) র‍্যাংগস প্রোপার্টিজ লিঃ, বাড়ি # ৩৬০, রোড # ১৫, ফ্ল্যাট # এ১১, গুলশান-১, ঢাকা (খ) হোল্ডিং-৭/৬১, ম. আ. রহিম সড়ক, কোর্টপাড়া সাউথ, কুষ্টিয়া পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা: কুষ্টিয়া ই -মেইল: kushtia.3@parliament.gov.bd	 সেলিম আলতাফ জর্জ সংসদ সদস্য, কুষ্টিয়া-৪	পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাসা-১০১/৯৩, শহীদ গোলাম কিবরিয়া সড়ক, সেরকান্দী, উপজেলা: কুমারখালী, জেলা: কুষ্টিয়া ই -মেইল: kushtia.4@parliament.gov.bd

৭৯		৮০	
 সোলায়মান হক জোয়ার্দার (ছেলুন) সংসদ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা-১ মোবাইল: ০১৭২৩৮৮৮৪৩৭, ০১৭১২০৪৬০৪৩	জন্মতারিখ : ১৫.০৩.১৯৪৬ শিক্ষাঃ এস.এস.সি পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) শেরে বাংলা নগরস্থ বি-৪ উচ্চমান আবাসিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (খ) ১৩৯৩-০০ কবরী রোড, আরাম পাড়া, ওয়ার্ড নং-৯, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, ডাকঘরঃ চুয়াডাঙ্গা ৭২০০, উপজেলাঃ চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা-চুয়াডাঙ্গা ই -মেইল: chuadanga.1@parliament.gov.bd	 মো. আলী আজগার সংসদ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা- ২ কার্যকাল: দ্বিতীয় মোবাইল: ০১৭২৭৬৭৭৭২৯, ০১৭৪৬১০৪৪১৪	জন্মতারিখ : ১৫.০৯.১৯৬৪ শিক্ষাঃ বি.কম পেশা: ব্যবসা দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৭০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ৮৩, দর্শনা পুরাতন বাজার, ডাকঃ দর্শনা, উপজেলা: দামুড়হুদা, জেলা: চুয়াডাঙ্গা। ই -মেইল: chuadanga.2@parliament.gov.bd
৮১		৮২	
 মো. আব্দুল হাই সংসদ সদস্য, ঝিনাইদহ-১ মোবাইল: ০১৭১৭৪৯৫৫৭৮, ০১৫৫২৩১৯৬৯৫	জন্মতারিখ : ০১.০৫.১৯৫২ শিক্ষাঃ বি.এ পেশা: ব্যবসা ও রাজনীতি দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৪, ফ্ল্যাট নং-৫০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) মহম্মদপুর খানপাড়া, ডাকঃ চড়িয়ার বিল বাজার-৭৩২০, উপজেলা: শৈলকুপা, জেলা: ঝিনাইদহ। ই -মেইল: jhenaidah.1@parliament.gov.bd	 মো. শফিকুল আজম খাঁন সংসদ সদস্য, ঝিনাইদহ-৩ কার্যকাল:	পেশা: ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ জলিলপুর, ডাকঃ মহেশপুর, উপজেলা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ। ই -মেইল: jhenaidah.3@parliament.gov.bd
৮৩		৮৪	
 মো. আনোয়ারুল আজীম (আনার) সংসদ সদস্য, ঝিনাইদহ-৪ মোবাইল ০১৮২৪ ৯৯৯৫৪১	জন্মতারিখ :০৩.০১.১৯৬৮ পেশা: ব্যবসা ও কৃষি দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৫০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাসা: ০২০৫,গ্রাম: হাইস্কুল রোড, মধুগঞ্জ, ডাকঃ নলডাঙ্গা-৭৩৫০, উপজেলা: কালিগঞ্জ, জেলা: ঝিনাইদহ। ই -মেইল: jhenaidah.4@parliament.gov.bd	 শেখ আফিল উদ্দিন কার্যকাল-দ্বিতীয় মোবাইল: ০১৭১১৫২৪৫৬০ জন্ম তারিখ -০৬.০৫.১৯৬৬	শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি পেশা: ব্যবসা সংসদ সদস্য, যশোর-১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০ ২, ফ্ল্যাট নং-৩০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাসা নং-৩৪, সড়ক নং-১০৪, ফ্ল্যাট নং-৪০২, গুলশান, ঢাকা (গ)গ্রাম: শার্শা, ডাকঘর-শার্শা, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর। ই-মেইল: jessore.1@parliament.gov.bd , afiluddin@akij.net

৮৫		৮৬	
 শেখ আফিল উদ্দিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যকাল-দ্বিতীয়	জন্ম তারিখ -০৬.০৫.১৯৬৬ শিক্ষা: এইচ.এস.সি পেশা: ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০ ২, ফ্ল্যাট নং-৩০১, সং-সদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাসা নং-৩৪, সড়ক নং-১০৪, ফ্ল্যাট নং-৪০২, গুলশান, ঢাকা (গ) গ্রাম: শার্শা, ডাকঘর-শার্শা, উপজেলা: শার্শা, জেলা: যশোর। মোবাইল: ০১৭১১৫২৪৫৬০ ফোন : ৯৫৬৫৫৩৬, ৯৫৬৬৮৮৬ Home: ৯৮৮৯২১৯, ০৪২১-৬৬৮৫৭/৬৫৭৭৭, ৯১৩১১০০ e-mail: jessore.1@parliament.gov.bd , afiluddin@akij.net	 মো. নাসির উদ্দিন সংসদ সদস্য, যশোর-২ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ক্যান্টনমেন্ট-১০, দক্ষিণ শহীদ আজিজ পল্লী, উপজেলা: সদর, জেলা: যশোর mail: jessore.2@parliament.gov.bd , moniruzc@gmail.com
৮৭		৮৮	
 কাজী নাবিল আহমেদ সংসদ সদস্য, যশোর-৩ কার্যকাল: প্রথম মোবাইল: ০১৭১১৪০৪৯৭৩	জন্মতারিখ: ০৪.১০.১৯৬৯ শিক্ষাঃ এমএসসি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ কাজী শাহেদ সেন্টার, আব্দুল আজিজ রোড, পুরাতন কসবা, কাজীপাড়া, জেলা: যশোর। ই -মেইল: jessore.3@parliament.gov.bd	 রণজিত কুমার রায় সংসদ সদস্য, যশোর- ৪ কার্যকাল: প্রথম মোবাইল: ০১৭১১৯৩৪৭৩২	জন্মতারিখ : ০১.০২.১৯৫৫ শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা ও কৃষি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) (ক) ভবন নং-১, ফ্ল্যাট নং-৩০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) যশোর শহর, (টিবি ক্লিনিক মোড়) (গ) দোহাকুলা উত্তর, ডাকঘরঃ বাঘারপাড়া-৭৪৭০, উপজেলাঃ বাঘারপাড়া, জেলাঃ যশোর ই -মেইল: jessore.4@parliament.gov.bd
৮৯		৯০	
 স্বপন ভট্টাচার্য্য সংসদ সদস্য, যশোর-৫ মোবাইল: ০১৭১২ ২৩৮৬৪৫	জন্মতারিখ : ০২.০২.১৯৫২ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা দল : বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৭০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ২ক, যোগেন্দ্র নাথ রোড, যশোর (গ) বাড়ী-৭০, রোড-১৯, সেক্টর-১৪ উত্তরা, ঢাকা (ঘ) গ্রাম: পাড়ালা, ডাকঃ খাটুয়াডাঙ্গা, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। ই -মেইল: jessore.5@parliament.gov.bd	 ইসমাত আরা সাদেক সংসদ সদস্য, যশোর-৬ মোবাইলঃ ০১৭১৫০৪৮১৩৮	জন্মতারিখ : ১২.১২.১৯৪২ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ সামাজিক কর্ম দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাড়ী নং-৩৪, রাস্তা-১২৩, গুলশান, ঢাকা-১২১২ (খ) গ্রাম: ভোগতী, হাসপাতাল রোড, ডাকঃ কেশবপুর, উপজেলা: কেশবপুর, জেলা: যশোর। ই -মেইল: Jessore.6@parliament.gov.bd
৯১		৯২	
 মো. সাইফুজ্জামান সংসদ সদস্য, মাগুরা-১ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাসা: সৈয়দ আতর আলী রোড, পশু হাসপাতাল পাড়া, ডাকঃ মাগুড়া, উপজেলা: সদর, জেলা: মাগুড়া ই -মেইল: magura.1@parliament.gov.bd	 শ্রী বীরেন শিকদার সংসদ সদস্য, মাগুরা- ২ কার্যকাল: তৃতীয় মোবাইল: ০১৭১৫০০৪২৯০	জন্মতারিখ : ১৬.১০.১৯৪৯ শিক্ষাঃ এল.এল.বি পেশাঃ আইন জীবী দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) শিকদার ভবন, শিবরামপুর রোড, মাগুরা নতুন বাজার, জেলাঃ মাগুরা (খ) সিংড়া-২৩, শালিখা, জেলা: মাগুড়া। ই -মেইল: magura.2@parliament.gov.bd , absmp92@yahoo.com

৯৩		৯৪	
 বি, এম, কবিরুল হক সংসদ সদস্য, নড়াইল-১ মোবাইল: ০১৭১১১৯২৬৩৭, ০১৭১৮৩৮৫৪৭৩	জন্মতারিখ : ৩০.০৬.১৯৭১ শিক্ষাঃ এম.এ পেশাঃ সামাজ সেবা ও ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৪, ফ্ল্যাট নং-৪০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) গ্রাম-বেন্দারচর, ডাকঘর-বেন্দা, উপজেলা-কালিয়া, জেলা-নড়াইল ই -মেইল: narail.1@parliament.gov.bd	 মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা সংসদ সদস্য, নড়াইল-২ দল - বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	পেশাঃ ক্রিকেটার ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ৬৮, যশোর রোড, আলাদাতপুর, ডাকঃ নড়াইল-৭৫০০, উপজেলা: নড়াইল সদর, জেলা: নড়াইল। ই -মেইল: narail.2@parliament.gov.bd
৯৫		৯৬	
 শেখ হেলাল উদ্দীন সংসদ সদস্য, বাগেরহাট-১ কার্যকাল: চতুর্থ মোবাইলঃ ০১৭১৫২৯৮৭২৫, ০১১৯০৬৯১১৫৫ জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৬১ শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি	পেশাঃ ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-৩০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-২২, রোড নং-১৮, বক-জে, বনানী, ঢাকা (গ) গ্রাম/রাস্তা-চিতলমারী বাজার, ডাকঘর-চিতলমারী, উপজেলা-চিতলমারী, জেলা-বাগেরহাট। হোমঃ ৯৮৮৩৬৮৮ ইন্টা- ৩৭৮৮ ই -মেইল: bagerhat.1@parliament.gov.bd	 শেখ তন্ময় সংসদ সদস্য, বাগেরহাট- ২	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাসা-১০-১১৯/১, মিঠাপুকুর রোড, সরুই, ডাকঃ বাগেরহাট, উপজেলা: বাগেরহাট সদর, জেলা: বাগেরহাট। ই -মেইল: bagerhat.2@parliament.gov.b
৯৭		৯৮	
 বেগম হাবিবুন নাহার সংসদ সদস্য, বাগেরহাট-৩	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ৩৩, মুন্সিপাড়া ৩য় গলি, খুলনা সদর, জেলা: খুলনা ই -মেইল: bagerhat.3@parliament.gov.bd	 মো. মোজাম্মেল হোসেন সংসদ সদস্য, বাগেরহাট- ৪ কার্যকাল: চতুর্থ মোবাইল: ০১৭১৫৫৪৯৫৯০, ০১৭৩২৫৫৯৯০০ অফিসঃ	জন্মতারিখ : ০১.০৮.১৯৪০ শিক্ষাঃ এম.বি.বি.এস পেশাঃ ডাক্তার দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৪, ফ্ল্যাট নং-৯০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম-আমলাপাড়া, পৌ+জেলা-বাগেরহাট (গ) গ্রাম: কচুবুনিয়া, ডাকঃ কচুবুনিয়া-৯৩২২, উপজেলা: মোড়েলগঞ্জ, জেলা: বাগেরহাট। ই -মেইল: bagerhat.4@parliament.gov.bd

৯৯		১০০	
 পঞ্চানন বিশ্বাস সংসদ সদস্য, খুলনা-১ মোবাইল: ০১৭১১৩৪৭৯২০ জন্মতারিখ :২৪.১০.১৯৪৩ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা, মৎস্য চাষ	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৬০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) সুভাষ চন্দ্র রায়, ফ্লাট নং-১৬বি, ১৬৯/১ শান্তি নগর, ঢাকা (গ)গ্রাম: হেতাল বুনিয়া, ডাকঃ বটিয়াঘাটা, উপজেলা: বটিয়াঘাটা, জেলা: খুলনা। ই -মেইল: khulna.1@parliament.gov.bd	 সেখ সালাহউদ্দিন সংসদ সদস্য, খুলনা-২	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ৩৬৩, শেরে বাংলা রোড, সোনাডাঙ্গা, জেলা: খুলনা। ই -মেইল: khulna.2@parliament.gov.bd
১০১		১০২	
 বেগম মন্নুজান সুফিয়ান মাননীয় সংসদ সদস্য মোবাইল: ০১৭১১০২৯১০৩ জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫৩	শিক্ষাঃ বি.এ পেশা: ব্যবসা, সমাজসেবা ও রাজনীতি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-১০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) টেনামেন্ট হাউস-২, এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা (গ) ৬৪৯ এর ডানপাশে, রেলিগেট নগরঘাট রোড, দৌলতপুর-৯২০২, দৌলতপুর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন খুলনা। ই -মেইল: khulna.3@parliament.gov.bd	 আব্দুস সালাম মূর্শেদী সংসদ সদস্য, খুলনা-৪ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যকাল: ২য়	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৭০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) নৈহাটি, রূপসা, খুলনা। টেলিফোন - সেলঃ ই -মেইল: khulna.4@parliament.gov.bd
১০৩		১০৪	
 নারায়ন চন্দ্র চন্দ সংসদ সদস্য, খুলনা- ৫ মোবাইল: ০১৭১১২১৭৫৪৮, ০১৯২৩৪০১৪০৪ জন্মতারিখ : ১২.০৩.১৯৪৫	শিক্ষাঃ বি.এ(অর্নাস),এম.এ,বি.এড পেশা: ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ক) গ্রাম-উলা (০২ নং ওয়ার্ড), ডাকঘর-সাহস, উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা (খ) ২ নং টেনামেন্ট হাউজ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা (গ) উলা, ডুমুরিয়া, জেলা: খুলনা। ই -মেইল: khulna.5@parliament.gov.bd , ncchandamp@yahoo.com	 মো. আক্তারুজ্জামান সংসদ সদস্য, খুলনা-৬	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম: রাজাপুর, ডাকঃ বেলফুলিয়া, উপজেলা: রুপসা, জেলা: খুলনা। ই -মেইল: khulna.6@parliament.gov.bd

১০৫		১০৬	
 মুস্তফা লুৎফুল্লাহ সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা-১ মোবাইল ০১৭১৫২৬৮০৭৫	জন্মতারিখ : ১৫.১২.১৯৬১ শিক্ষাঃ এল.এল.বি পেশা: আইনজীবি দল: ওয়ার্কাস পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-২০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ)গ্রাম: পলাশপোল পালিত বাগান, ডাকঃ সাতক্ষীরা, উপজেলা: সাতক্ষীরা সদর, জেলা: সাতক্ষীরা। ই -মেইল: Satkhira.1@parliament.gov.bd	 মীর মোস্তাক আহমেদ রবি সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা-২ মোবাইল: ০১৭১৩ ০০৩০০০	জন্মতারিখ : ২১.০১.১৯৫৪ পেশা: ব্যবসা ও সজামসেবা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-১০১, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) রোড নং-১৪, বাসা নং-১৭ বারিধারা ডিপোমেটিক জোন(গ) বাসা-মুনজিতপুর,গ্রাম-রাস্ড়া-মুনজিতপুর, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা। ই -মেইল: satkhira.2@parliament.gov.bd
১০৭		১০৮	
 আ.ফ.ম রুহুল হক সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা- ৩ মোবাইল - ০১৭৩০ ৪৪১৮১৭ জন্মতারিখ : ১১.০২.১৯৪৪	শিক্ষাঃ এফ.আর.সি.এস পেশা: ডাক্তার দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-৩০১, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) রাস্ড়া নং-৭, বাড়ী নং-২, সেক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০(গ)গ্রাম: পশ্চিম নলতা, ডাকঃ নলতা, উপজেলা: কালিগঞ্জ, জেলা: সাতক্ষীরা। ই -মেইল: satkhira.3@parliament.gov.bd	 এস, এম, জগলুল হায়দার সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা-৪ মোবাইল: ০১৭১২ ০০৯৮০৪ জন্মতারিখ : ২৯.০৭.১৯৬৩	শিক্ষাঃ বি.এ (অনার্স) পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৮০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ৪/৩, সচিব হোস্টেল, সংসদ ভবন এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭(গ) গ্রাম+ডাকঘর-নকিপুর, শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা। ই -মেইল: satkhira.4@parliament.gov.bd
১০৯		১১০	
 ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু সংসদ সদস্য, বরগুনা-১ কার্যকাল: চতুর্থ মোবাইল: ০১৭১৫০১৬০৩০ জন্মতারিখ : ১৪.১২.১৯৪৮ শিক্ষাঃ এম.এ,এল.এল.বি	পেশা: আইনজীবী দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৪০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-৭(ই), ফ্ল্যাট নং-এ-৩, রোড নং-১২৭, গুলশান-১, ঢাকা (গ) ১১৭, গভঃ হাইস্কুল সড়ক, বরগুনা শহর, পোঃ+থানা+জেলা-বরগুনা। ই -মেইল: barguna.1@parliament.gov.bd , dd.shambhu@gmail.com	 শওকত হাচানুর রহমান (রিমন) সংসদ সদস্য, বরগুনা-২ মোবাইল: ০১৭১১ ৩৩৭২৪৪	জন্মতারিখ : ২৫.১১.১৯৬৪ শিক্ষাঃ এম,এস,সি পেশা: ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৭০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ)গ্রামঃ মাদারতলী, পোঃ মাদারতলী, উপজেলাঃ পাথরঘাটা, জেলাঃ বরগুনা। ই -মেইল: barguna.2@parliament.gov.bd

১১১		১১২	
 মো. শাহজাহান মিয়া সংসদ সদস্য, পটুয়াখালী-১ দল - মোবাইল: ০১৭১১ ৫৬০৩১৪	পেশা: ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৯০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) হোল্ডিং-৭১, থানাপাড়া রোড, থানাপাড়া, পটুয়াখালী-৮৬০০, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী পৌরসভা, পটুয়াখালী। ই -মেইল: patuakhali.1@parliament.gov.bd	 আ,স,ম, ফিরোজ সংসদ সদস্য, পটুয়াখালী-২ কার্যকাল: ষষ্ঠ মোবাইল ০১৭১১৫২৮৩৭৫ জন্মতারিখ : ০১.০২.১৯৫২	শিক্ষাঃ এম.এ পেশা: ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাংলো নং-এ/১, সংসদ ভবন আবাসিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (খ) গ্রাম-কালাইয়া, ডাকঘর-কালাইয়া, উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী (গ) ৯ নং ওয়ার্ড, দাসপাড়া, ডাকঃ বাউফল, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী। ই -মেইল: patuakhali.2@parliament.gov.bd , firozmp05@gmail.com
১১৩		১১৪	
 এস এম শাহজাদা সংসদ সদস্য, পটুয়াখালী-৩	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাসা: সুচনালয়,গ্রাম: দশমিনা, ডাকঃ দশমিনা, উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী। টেলিফোন - সেলঃ ই -মেইল: patuakhali.3@parliament.gov.bd	 মো. মহিবুর রহমান সংসদ সদস্য, পটুয়াখালী-৪ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম: পূর্ব ধুলাসার, ডাকঃ ধুলাসার, উপজেলা: কলাপাড়া, জেলা: পটুয়াখালী। ই -মেইল: patuakhali.4@parliament.gov.bd
১১৫		১১৬	
 তোফায়েল আহমেদ সংসদ সদস্য, ভোলা-১ কার্যকাল: ষষ্ঠ	জন্মতারিখ : ২২.১০.১৯৪৩ শিক্ষাঃ এম.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ(ক) বাড়ী নং-৩৮, সড়ক নং-২৫, বক-এ, বনানী, ঢাকা (খ) গ্রামঃ কোড়ালিয়া, ডাকঘরঃ খায়েরহাট, উপজেলাঃ ভোলা সদর, জেলাঃ ভোলা (গ) বাসা: ১৪৯০, গ্রাম: গাজীপুর রোড-১, ডাকঃ ভোলা-৮৩০০, উপজেলা: ভোলা সদর, জেলা: ভোলা। ই -মেইল: bhola.1@parliament.gov.bd	 আলী আজম সংসদ সদস্য, ভোলা-২ মোবাইল ০১৭১১৩৩৩২৮৫ জন্মতারিখ : ০৩.০৮.১৯৭২ শিক্ষাঃ ডিগ্রী পেশাঃ সমাজসেবা	দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-২০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) সিকদার রিয়েল এস্টেট রিভার ভিউ এ্যাপার্টমেন্ট, বিল্ডিং নম্বর-ডি, ফ্ল্যাট নম্বরঃ ১৯, শিকদার মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস সংলগ্ন পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ (গ) চরবড় লামছিধলী, দৌলতখান পৌরসভা, ডাকঃ দৌলতখান, উপজেলা: দৌলতখান, জেলা: ভোলা। ই -মেইল: bhola.2@parliament.gov.bd

১১৭		১১৮	
 নুরুন্নবী চৌধুরী সংসদ সদস্য, ভোলা-৩ মোবাইল: ০১৭২৯২৯৮৮৮৮ জন্মতারিখ : ০১.১২.১৯৬৮ শিক্ষাঃ এম.বি.এ পেশাঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৫০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ফ্ল্যাট নং ৩৪, বাড়ী নাং-৫৪০/৫, সড়ক নং ১২, বারিধারা ডিওএইচএস, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ (গ) ১/বি, মীরবাগ (ফাষ্ট ফ্লোর), মগবাজার, থানা-রমনা, ঢাকা-১২১৭ ঘ) হোল্ডিং-৪৭, ওয়াড্-৬, কলেজপাড়া, মেহেরগঞ্জ, ডাকঃ লালমোহন, উপজেলা: লালমোহন, জেলা: ভোলা ই -মেইল: bhola.3@parliament.gov.bd	 আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব সংসদ সদস্য, ভোলা-৪ মোবাইল: ০১৭১১৫২৬২৩৮	জন্মতারিখ : ২১.১২.১৯৭২ শিক্ষাঃ এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) পেশাঃ উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ওয়ার্ড নং-৩, চরফ্যাসন পৌরসভা, উপজেলা-চরফ্যাসন, জেলা-ভোলা। (খ) অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম স্যারের বাসা, দক্ষিণ ফ্যাশন, চরফ্যাশন পৌরসভা, উপজেলা: চরফ্যাশন, ভোলা। ই -মেইল: bhola.4@parliament.gov.bd , jakob@bdonline.com
১১৯		১২০	
 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ সংসদ সদস্য, বরিশাল-১ মোবাইল: ০১৭৩৩৫৯৭১৫৬ জন্মতারিখ : ১০.১২.১৯৪৪ পেশাঃ ব্যবসা	শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৬০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বর্তমানঃ ২৫/১, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫(গ) গ্রাম-সেরাল, ডাকঘর-সেরাল, উপজেলাঃ আগৈলঝাড়া, জেলা-বরিশাল। ই -মেইল: barisal.1@parliament.gov.bd	 মো. শাহে আলম সংসদ সদস্য, বরিশাল-২ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ হোল্ডিং-বানারীপাড়া, ডাকবাংলো সড়ক, ডাকঃ বানারীপাড়া, উপজেলা: বানারীপাড়া, জেলা: বরিশাল। ই -মেইল: barisal.2@parliament.gov.bd
১২১		১২২	
 গোলাম কিবরিয়া টিপু সংসদ সদস্য, বরিশাল-৩ দল - জাতীয় পার্টি	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম: আগরপুর, ডাকঃ আগরপুর, উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল। টেলিফোন - সেলঃ ই -মেইল: barisal.3@parliament.gov.bd	 পংকজ নাথ সংসদ সদস্য, বরিশাল-৪ মোবাইল: ০১৭৪১১১৫৬৫৬	জন্মতারিখ : ২৫.০৯.১৯৬৬ শিক্ষাঃ বি.এস.সি (অনার্স) পেশাঃ ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৪০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ফ্ল্যাট- ডি/৩, বাড়ী-২২/বি, রোড-১১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা (গ) গ্রামঃ সোনামূখী, পাতারহাট, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল ই -মেইল: Barisal.4@parliament.gov.bd

১২৩		১২৪	
 জাহিদ ফারুক সংসদ সদস্য, বরিশাল-৫ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বেগম ভিলা, নিউ সার্কুলার রোড, নবগ্রাম দক্ষিণ-১, বরিশাল সদর, বরিশাল।	 বেগম নাসরিন জাহান রতনা সংসদ সদস্য, বরিশাল-৬ সেলঃ ০১৭১১১৮১৫৭৭, ০১৯১১-৩৪৩৯৩৬	জন্মতারিখ : ০৮.০৯.১৯৬৩ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা দল - জাতীয় পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-২০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-১২১/ডি, রোড নং-৪৪, গুলশান-২ ঢাকা-১২১২ খ) বাসা/হোল্ডিং নং-১১১, পল্লী ভবন, ৫নং ওয়ার্ড, বাকেরগঞ্জ পৌরসভা , বাকেরগঞ্জম, বরিশাল
১২৫		১২৬	
 বজলুল হক হারুন সংসদ সদস্য, ঝালকাঠি-১ সেলঃ ০১৭৭৫৪৬৫৭১২	জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৫৪ শিক্ষাগঃ এম.এ পেশাঃ ব্যবসা দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাসা-৪৭/এফ, রাস্তা-৮, বনানী, ঢাকা (খ) গ্রাম-কানুদাসকাঠী, পোষ্ট-কানুদাসকাঠী, থানা-রাজা-পুর, জেলা-ঝালকাঠি ই -মেইলঃ jhalokathi.1@parliament.gov.bd	 আমির হোসেন আমু সংসদ সদস্য, ঝালকাঠি-২ সেলঃ ০১১৯৯ ৮১০৬৪৬	জন্মতারিখ : ১৫.১১.১৯৪১ শিক্ষাঃ বি.এ, এল.এল.বি পেশাঃ আইনজীবী ও ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাড়ী নং-৪২, নিউ ইস্কাটন, ডাকঘর-শান্ড়িনগর-১২১৭, রমনা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ই -মেইলঃ jhalokathi.2@parliament.gov.bd
১২৭		১২৮	
 শ. ম. রেজাউল করিম সংসদ সদস্য. পিরোজ-পুর-১ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	পেশাঃ ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ১২৭-তারাবুনিয়া, ২৬ নং উত্তর তারাবু-নিয়া, ডাকঃ তারাবুনিয়া, উপজেলাঃ নাজিরপুর, জেলাঃ পিরোজপুর। ই -মেইলঃ pirojpur.1@par-liament.gov.bd	 আনোয়ার হোসেন সংসদ সদস্য, পিরোজ-পুর-২ দল - জাতীয় পার্টি (জেপি) কার্যকালঃ ষষ্ঠ সেলঃ ০১৭১১৫৬৩৩৬৬	জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৪৪ শিক্ষাঃ এম.এস (আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ) পেশাঃ সংসদ সদস্য ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-২৫১/এম, সড়ক ১৩/এ (নতুন) ধানমন্ডি আ/এ ঢাকা ১২০৯ (খ) গ্রাম-মিয়া বাড়ী, পূর্ব ভান্ডারিয়া, ডাকঘর-ভান্ডারিয়া-৮৫৫০, উপজেলা-ভান্ডারিয়া, জেলা-পিরোজপুর ই -মেইলঃ Pirojpur.2@parliament.gov.bd

১২৯		১৩০	
 মো. রুস্তম আলী ফরাজী সংসদ সদস্য, পিরোজপুর-৩ দল - জাতীয় পার্টি সেলঃ ০১৭১১০৫৮৪৫৪	জন্মতারিখ : ২১.০৩.১৯৫২ শিক্ষাঃ এম.বি.বি.এস পেশাঃ চিকিৎসক ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৪০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রামঃ বকসীর ঘটিচোরা, ডাকঘর-মঠবাড়ীয়া, উপজেলা- মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর ই -মেইলঃ Pirojpur.3@parliament.gov.bd	 মো. আব্দুর রাজ্জাক সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-১ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেলঃ ০১৭১১৮৪৯৩৬৩ জন্মতারিখ : ১.০২.১৯৫৫	শিক্ষাঃ পি.এইচ.ডি পেশাঃ অবসর প্রাপ্ত প্রধান বৈজ্ঞানিক অফিসার, রাজনীতি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৪০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ফ্লাট নং-১৩০২, ইস্টান রোকেয়া টাওয়ার, ৯৮,বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ (গ) গ্রামঃ মুশুদ্দি খন্দকার পাড়া, পোঃ মুশুদ্দি বাজার, থানাঃ ধনবাড়ী, জেলাঃ টাঙ্গাইল ই -মেইলঃ tangail.1@parliament.gov.bd
১৩১		১৩২	
 খন্দকার আসাদুজ্জামান সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-২ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বড়মা, গোপালপুর, টাঙ্গাইল। টেলিফোন - সেলঃ ই -মেইলঃ tangail.2@parliament.gov.bd	 আতাউর রহমান খান সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-৩ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাসাঃ ৪৫৬, গ্রামঃ কাগমারী, ডাকঃ টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল সদর, জেলাঃ টাঙ্গাইল। ই -মেইলঃ t angail.3@parliament.gov.bd
১৩৩		১৩৪	
 মোহাম্মদ হাছান ইমাম খাঁন মাননীয় সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-৪ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	পেশাঃ রাজনীতি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ই -মেইলঃ tangail.4@parliament.gov.bd	 মো. ছানোয়ার হোসেন সংসদ সদস্য, টাংগাইল-৫ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	সেলঃ ০১৭১১-৫৪৮২৩৩ জন্মতারিখ :০১.০২.১৯৭০ শিক্ষাঃ বিএ (পাস) পেশাঃ ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৮০৩, সংসদ সদস্য ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রামঃ পাড় দিঘুলীয়া, পারদিলুলীয়া, ডাকঘর-টাঙ্গাইল-১৯০০, থানা- টাঙ্গাইল, জেলা-টাঙ্গাইল ই -মেইলঃ tangail.5@parliament.gov.bd

১৩৫		১৩৬	
 আহসানুল ইসলমা (টিটু) মাননীয় সংসদ সদস্য. টাঙ্গাইল-৬ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গোলাম মোহাম্মদ তারেক সাহেবের বাড়ী,গ্রাম: নয়াপাড়া গয়হাটা, উপজেলা: নাগরপুর, জেলা: টাঙ্গাইল। ই -মেইল: tangail.6@parliament.gov.bd	 মো. একাববর হোসেন সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-৭ সেলঃ ০১৭১৬৭৪৮৮১৮, ০১৭১১০৩৭১০১	জন্মতারিখ : ১২.০৭.১৯৫৬ শিক্ষাঃ এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান) পেশাঃ রাজনীতি ও ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৫, ফ্ল্যাট নং-২০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ঢাকা-টাঙ্গাইল রোড, বাইমহাটি বাজার, মির্জাপুর, জেলা-টাঙ্গাইল ই -মেইল: tangail.7@parliament.gov.bd , tahrin_rulz@yahoo.com
১৩৭		১৩৮	
 মোঃ জোয়াহেরুল ইসলাম সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-৮ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম: বেড় বাড়ী (টানপাড়া), ডাকঃ বেড় বাড়ী, উপজেলা: সখিপুর, জেলা: টাঙ্গাইল। ই -মেইল: tangail.8@parliament.gov.bd	 আবুল কালাম আজাদ সংসদ সদস্য, জামালপুর-১ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যকাল: চতুর্থ সেলঃ ০১৭৪৬১৬৫২৫৪	জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৩৯ শিক্ষাঃ এম.এ পেশাঃ ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৫০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-২০, এপার্টমেন্ট নং-বি-৫, রোড নং-৯, বক-জি, বনানী, ঢাকা-১২১৩ (গ)গ্রাম-খেওয়ারচর উজান, রবিয়ারচর, ডাকঘর-জব্বার-গঞ্জ বাজার, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর ই -মেইল: jamalpur.1@parliament.gov.bd , ministerazad@yahoo.com
১৩৯		১৪০	
 মো. ফরিদুল হক খান সংসদ সদস্য, জামালপুর-২ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেলঃ ০১৮২৪৯৮৭৯৩৫, ০১৭১৪০৪৬১৫৮	জন্মতারিখ : ০২.০১.১৯৫৬ শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-২০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ)গ্রাম-উত্তর সিরাজাবাদ, ডাকঘর-সিরাজাবাদ, উপজেলা-ইসলামপুর, জেলা-জামালপুর ই -মেইল: jamalpur.2@parliament.gov.bd	 মির্জা আজম সংসদ সদস্য, জামালপুর-৩ কার্যকাল: পঞ্চম সেলঃ ০১৭১১৫২৪৬১৬	জন্মতারিখ : ১৩.০৯.১৯৬২ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৯০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ)গ্রাম-বালিজুড়ী, বালিজুড়ী বাজার, ডাকঘর-বালিজুড়ী মাদারগঞ্জ, উপজেলা-মাদারগঞ্জ, জেলা-জামালপুর ই -মেইল: jamalpur.3@parliament.gov.bd

১৪১		১৪২	
 মো. মুরাদ হাসান সংসদ সদস্য, জামালপুর-৪	পেশাঃ ব্যবসা॥ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম: দৌলতপুর উত্তর, ডাকঃ জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, উপজেলা: সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর। ই -মেইল: jamalpur.4@parliament.gov.bd	 মো. মোজাফ্ফর হোসেন সংসদ সদস্য, জামালপুর-৫	দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম: খুপীবাড়ী, ডাকঃ তুলশীপুর, উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর। ই -মেইল: jamalpur.5@parliament.gov.bd
১৪৩		১৪৪	
 মো. আতিউর রহমান আতিক সংসদ সদস্য, শেরপুর-১	সেলঃ ০১৭১১৮৮২৪৬৪ জন্মতারিখ : ০১.১২.১৯৫৭ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ রাজনীতি দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম-বারঘরিয়া, ডাকঘর-রামপুর বাজার, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর ই -মেইলঃ sherpur.1@parliament.gov.bd	 বেগম মতিয়া চৌধুরী সংসদ সদস্য, শেরপুর-২ সেলঃ ০১৭১১২৩৪০৪৮	জন্মতারিখ : ৩০.০৪.১৯৪২ শিক্ষাঃ বি.এস.এস পেশাঃ রাজনীতি দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম-বানেশ্বরদী, পোঃ বানেশ্বরদী, উপজেলাঃ নকলা, জেলাঃ শেরপুরই মেইলঃ sherpur.2@parliament.gov.bd , minister@moa.gov.bd
১৪৫		১৪৬	
 এ, কে এম ফজলুল হক সংসদ সদস্য, শেরপুর-৩ সেলঃ ০১৭১১৩১১২৬৯	জন্মতারিখ : ১৬.০১.১৯৪৯ শিক্ষাঃ বি.এস.সি.ইঞ্জিনিয়ার পেশাঃ ব্যবসা দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৪০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-৪৩, সড়ক নং-৬এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ (গ) গ্রাম-হালগড়া, ডাকঘর-হালগড়া, উপজেলা-শ্রীবরদী, জেলা-শেরপুর ই -মেইলঃ sherpur.2@parliament.gov.bd	 প্রমোদ মানকিন সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-১ কার্যকাল: চতুর্থ সেলঃ ০১৭১১৯৩৩৩৮০	জন্মতারিখ : ১৮.০৪.১৯৩৯ শিক্ষাঃ বি.এ,বি.এড,এল.এল.বি পেশাঃ আইনজীবী ও আমদানিকারক দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৪, ফ্ল্যাট নং-৩০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম-কচুন্দরা, ডাকঘর-রাংরাপাড়া, উপজেলা-হালুয়াঘাট, জেলা-ময়মনসিংহ ই -মেইলঃ mymensingh.1@parliament.gov.bd

১৪৭		১৪৮	
 শরীফ আহমেদ সংসদ সদস্য, ময়মন-সিংহ-২ সেলঃ ০১৭১১২৮৯৪৯২ জন্মতারিখ :২৫.০১.১৯৭০	শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৯০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) পন্ডিতপাড়া, ময়মনসিংহ (গ) গ্রামঃ কামরিয়া পশ্চিম, পোঃ কামরিয়া, উপজেলাঃ তারাকান্দা, জেলাঃ ময়মনসিংহ ই-মেইল: mymensingh.2@parliament.gov.bd	 নাজিম উদ্দিন আহমেদ সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-৩	সেলঃ ০১৭১১৬৬৪০০০ পেশাঃ ডাক্তার দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম: মনাটি, ডাকঃ সানুড়া-২২৭০, উপজেলা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ। ই -মেইল: mymensingh.3@parliament.gov.bd
১৪৯		১৫০	
 বেগম রওশন এরশাদ সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-৪ কার্যকাল: চতুর্থ	সেলঃ ০১৭২৬১১১৪৮৪ জন্মতারিখ : ১৯.০৭.১৯৪৩ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ গৃহিনী দল - জাতীয় পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাড়ী নং-৪বি/২, রোড নং-৬৭, গুলশান-২, ঢাকা (খ) ৮২, গঙ্গাদাস গুহ রোড, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ ই -মেইল Mymensingh.4@parliament.gov.bd	 কে এম খালিদ সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-৫	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ৭, কুমারগাতা, মনতলা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। ই -মেইল: mymensingh.5@parliament.gov.bd
১৫১		১৫২	
 মো. মোসলেম উদ্দিন সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-৬ কার্যকাল: চতুর্থ সেলঃ ০১৭১৪০৪০১৮৮ জন্মতারিখ : ৩০.০১.১৯৩৯	শিক্ষাঃ বি.এ,বি.এড,এল.এল.বি পেশাঃ ব্যবসা দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-২০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ৮৯, নাহা রোড, ময়মনসিংহ শহর, পোঃ ময়মনসিংহ, জেলাঃ ময়মনসিংহ (গ)গ্রামঃ নিউগী কুশামাইল, ডাকঘরঃ কুশামাইল, উপজেলাঃ ফুলবাড়ীয়া, জেলাঃ ময়মনসিংহ ই -মেইল: mymensingh.6@parliament.gov.bd	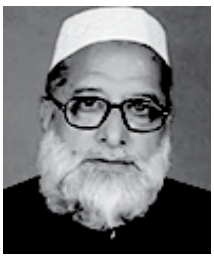 মোঃ হাফেজ রুহুল আমীন মাদানী সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-৭	দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ দরিরামপুর, ত্রিশাল পৌরসভা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। ই -মেইল: mymensingh.7@parliament.gov.bd

১৫৩		১৫৪	
 ফখরুল ইমাম সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-৮ সেলঃ ০১৭১১৬৮৬৬০৮	দল - জাতীয় পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৪০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাসা নং-৭, রোড নং-১, সেক্টর-১৩, উত্তরা আ/এ, ঢাকা-১২৩০ (গ) ২৫ নং শ্যামাচরণ রায়, রোড- নতুন বাজার ময়মনসিংহ (ঘ) গ্রামঃ হাটুলিয়া, পোঃ সৈয়দভাকুরী, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ই -মেইলঃ mymensingh.8@parliament.gov.bd	 আনোয়ারুল আবেদীন খান সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-৯ সেলঃ ০১৭১১৩৮৩৭০২	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৯০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ৩৬/ক, মানকিপাড়া, ময়মনসিংহ (গ) কোনা দেউলডাংয়া, জাহাঙ্গীর নগর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ ই -মেইলঃ mymensingh.9@parliament.gov.bd
১৫৫		১৫৬	
 জফাহমী গোলন্দাজ বাবেল সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-১০ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেলঃ ০১৭১১০১৮৩৬৫	জন্মতারিখ : ০৯.০৯.১৯৭৬ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৩০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম-ষোলহাসিয়া মধ্যবাজার, হোল্ডিং নং এম ,৩৬৪, ওয়ার্ড নং-৫, গফরগাও (পৌরসভা), ময়মনসিংহ ই -মেইলঃ mymensingh.10@parliament.gov.bd	 কাজিম উদ্দিন আহম্মেদ সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-১১	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাসাঃ ৬/১১০ এইচ, শহীদ নাজিমউদ্দিন রোড, মেজর ভিটা, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ই -মেইলঃ mymensingh.11@parliament.gov.bd
১৫৭		১৫৮	
 মানু মজুমদার সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-১	পেশাঃ কৃষি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাসা নং-২৮, রোড নং-১৩, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। ই -মেইলঃ netrokona.1@parliament.gov.bd	 মো. আশরাফ আলী খান খসরু সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-২	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ এন আই খান ভবন, মোক্তারপাড়া, নেত্রকোনা। ই -মেইলঃ netrokona.2@parliament.gov.bd

১৫৯		১৬০	
 অসীম কুমার উকিল সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৩	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ৬৯, সাউদাপাড়া, বাদে আঠারবাড়ী, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। ই -মেইলঃ netrokona.3@parliament.gov.bd	 বেগম রেবেকা মমিন সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৪ সেলঃ ০১৭১৬৭৯৯৫০৭	জন্মতারিখ : ১৫.০৫.১৯৪৭ শিক্ষাঃ এম.এ পেশাঃ রাজনীতি দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ১৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, রোড নং-৩, ঢাকা-১২০৫ (খ) গ্রাম-কাজিয়াটি, পো+থানা-মোহনগঞ্জ, উপজেলা- মোহনগঞ্জ, জেলা-নেত্রকোনা ই -মেইলঃ netrokona.4@parliament.gov.bd
১৬১		১৬২	
 ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৫ সেলঃ ০১৭১৪১১৯৪৬৫	জন্মতারিখ : ০১.০৯.১৯৫৪ শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি পেশাঃ রাজনীতি, ব্যবসা দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-১০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাসা-৩৮, সেক্টর-৪, রোড-১১, বীরপ্রতীক বেলাল সড়ক, উত্তরা, ঢাকা (গ) গ্রাম-কাজলা, ডাকঘর-কাজলা বাজার, উপজেলা-পূর্বধলা, জেলা-নেত্রকোনা ই -মেইলঃ netrokona.5@parliament.gov.bd , waresat@bijoy.net	 সৈয়দা জাকিয়া নূর,	কিশোরগঞ্জ-১, আওয়ামীলীগ
১৬৩		১৬৪	
 নূর মোহাম্মদ সংসদ সদস্য, কিশোরগঞ্জ-২	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম:চান্দপুর মিরের পাড়া, ডাকঃ মানিকখালী বাজার, উপজেলা: কটিয়াদী, জেলা: কিশোরগঞ্জ। ই -মেইলঃ kishoreganj.2@parliament.gov.bd	 মো. মুজিবুল হক সংসদ সদস্য, কিশোরগঞ্জ-৩ কার্যকাল: চতুর্থ সেলঃ ০১৭১১৯৭৬৬৬৭, ০১৭২০৩০৮২৯১	জন্মতারিখ : ০১.০৯.১৯৫৩ শিক্ষাঃ এল.এল.এম পেশাঃ আইনজীবী দল - জাতীয় পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৮০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ১৩/১, আওরঙ্গজেব রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ (গ) গ্রাম-কাজলা মধ্যপাড়া, ডাকঘর-কাজলা, উপজেলা-তাড়াইল, জেলা-কিশোরগঞ্জ ই -মেইলঃ kishoreganj.3@parliament.gov.bd

১৬৫		১৬৬	
 রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক সংসদ সদস্য, কশোরগঞ্জ-৪ সেলঃ ০১৭১১৫৩০৭১১, ০১৯১৯৫৩০৭১১	জন্মতারিখ : ২৭.১০.১৯৬৯ শিক্ষাঃ বি.এস.এস, ডিপোমা ইন মেকানিক্যাল পেশাঃ ব্যবসা দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-১০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম-কামালপুর, পো-মিঠামইন, উপজেলা-মিঠামইন, জেলা-কিশোরগঞ্জ ই -মেইলঃ kishoreganj.4@parliament.gov.bd, ra.taufiq@ymail.com	 মো. আফজাল হোসেন সংসদ সদস্য, কিশোর-গঞ্জ- ৫ সেলঃ ০১৯১৭২১৮৬৮৩, ০১৭১২০৯৭৫৫৬	জন্মতারিখ : ০৯.০১.১৯৬৪ পেশাঃ ব্যবসা দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-১০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ৬/৪, সেগুনবাগিচা, হাসিনুর গ্রীন কটেজ, ফ্ল্যাট নং-বি-৪, বি-৫, ঢাকা (গ) গ্রাম-নোয়াপাড়া, শশেরদিঘী, ডাকঘর-দিলালপুর, থানা-বাজিতপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ ই -মেইলঃ kishoreganj.5@parliament.gov.bd , mpafzalhossainkg5@gmail.com
১৬৭		১৬৮	
 নাজমুল হাসান সংসদ সদস্য, কিশোরগঞ্জ-৬ সেলঃ ০১৭১১৫২২৩০৫	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জন্মতারিখ : ৩১.০৫.১৯৬১ শিক্ষাঃ এম.বি.এ পেশাঃ সার্বিস ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাড়ী নং-২২, রোড নং-১০৮, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ (খ) আইভি ভবন, বি, এম হাউজ, গ্রাম/রাস্তা-ভৈরবপুর উত্তর, ডাকঘর ভৈরব-২৩৫০, ভৈরব পৌরসভা, জেলা-কিশোরগঞ্জ ই -মেইলঃ kishoreganj.6@parliament.gov.bd , naz@bpl.net	 এ. এম. নাঈমুর রহমান সংসদ সদস্য, মানিকগঞ্জ-১ সেলঃ ০১৭১১৫২৩০০৭ জন্মতারিখ :১৯.০৯.১৯৭৪ শিক্ষাঃ স্নাতক	পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-১০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (খ) ১৩৪/১, বক-ই, টেনামেন্ট-৪, ফ্ল্যাট-জি ৩, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ (গ) ১১ নং চাঁন মিঞা লেন, শহীদ রফিক সড়ক, মানিকগঞ্জ, সদর মানিকগঞ্জ (ঘ) গ্রামঃ খাগ্রাট্টা, ডাকঘরঃ বৈকুণ্ঠপুর-১৮০০, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ ই -মেইলঃ manikganj.1@parliament.gov.bd
১৬৯		১৭০	
 মমতাজ বেগম সংসদ সদস্য, মানিকগঞ্জ-২ সেলঃ ০১৭১১৬১৫৬৯৫, ০১৭১২৭৯৬৫০২ জন্মতারিখ : ০৫.০৫.১৯৭৪	শিক্ষাঃ দশম শ্রেণী পেশাঃ গায়িকা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৫০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-৫০৪, রোড নং-৩৪, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬ (গ) গ্রামঃ/রাস্তাঃ জয়মন্টপ, ডাকঘরঃ জয়মন্টপ-১৮২২, উপজেলাঃ সিংগাইর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ ই -মেইলঃ manikganj.2@parliament.gov.bd , momotazbd@yahoo.com	 জাহিদ মালেক সংসদ সদস্য, মানিকগঞ্জ-৩ সেলঃ ০১৭১১৫২৭৩০৮	জন্মতারিখ : ১১.০৪.১৯৫৯ শিক্ষাঃ এম.এ পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৪০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ৩ নং পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা (গ) গ্রাম-চান্দইর, ডাকঘর-গড়পাড়া, উপজেলা-মানিকগঞ্জ সদর, জেলা-মানিকগঞ্জ ই -মেইলঃ manikganj.3@parliament.gov.bd , bta_alu@yahoo.com

১৭১		১৭২	
 মাহী বদরুদ্দোজা চৌধুরী সংসদ সদস্য, মুন্সিগঞ্জ-১ দল - বিকল্প ধারা বাংলাদেশ	পেশাঃ ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাড়ী-১৯, রোড-১২, বারিধারা, ডাকঃ গুলশান, থানা: গুলশান, ঢাকা-১২১২। ই -মেইল: munshiganj.1@parliament.gov.bd	 বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন সংসদ সদস্য, মুন্সিগঞ্জ-২ সেলঃ ০১৭১১৬৯৭৩৫৩, ০১৯১১২৭৮০৭৭ জন্মতারিখ : ০৩.১১.১৯৬২	শিক্ষাঃ এম.এস.সি পেশাঃ সামাজ সেবা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৭০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ৩৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ (গ)গ্রামঃ শামুরবাড়ী, ডাকঘরঃ গৌরগঞ্জ-১৫৩৪, গাওদিয়া, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ ই -মেইল: munshiganj.2@parliament.gov.bd , onneyshan@dhaka.net
১৭৩		১৭৪	
 মৃনাল কান্তি দাস সংসদ সদস্য, মুন্সিগঞ্জ-৩ সেলঃ ০১৬৭১৫৭৫৪৪৬ জন্মতারিখ :২৫.০১.১৯৫৯	শিক্ষাঃ বি.এ, এল.এলবি পেশাঃ আইনজীবী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-২০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-৫৭/১, সড়ক নং-১২/এ, এপার্টমেন্ট-৩-১, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ (গ)গ্রামঃ জমিদারপাড়া, মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা-মুন্সিগঞ্জ ই -মেইল: munshiganj.2@parliament.gov.bd	 সালমান ফজলুর রহমান সংসদ সদস্য, ঢাকা-১ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম: বেথুয়া, ডাকঃ মুকসুদপুর,দোহার, ঢাকা। ই -মেইল: dhaka.1@parliament.gov.bd
১৭৫		১৭৬	
 মো. কামরুল ইসলাম সংসদ সদস্য, ঢাকা-২ সেলঃ ০১৮১৯২২৯৬৭৯ , ০১৬৭৪০৮৩০৫৮	শিক্ষাঃ এল.এল.বি পেশাঃ আইন জীবী দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ৩৯/এ, বেলী রোড, ঢাকা-১১ মিনিস্টারর্স এপার্টমেন্ট (খ) ৪৮/১, মোঃ আজগর লেন, ঢাকা-১১ ই -মেইল: dhaka.2@parliament.gov.bd	 নসরুল হামিদ সংসদ সদস্য, ঢাকা-৩ সেলঃ ০১৭১৩০১১৩৩০	জন্মতারিখ : ১৩.১১.১৯৬৪ শিক্ষাঃ এম.বি.এ পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) রোড ১০, হাউজ ২০, বারিধারা ডিপোমেটিক জোন (খ)গ্রাম-দোলেশ্বর, ইউনিয়ন-কোন্ডা, থানা-দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা ই -মেইল: dhaka.3@parliament.gov.bd , nhamid@hamidgroup.org

১৭৭		১৭৮	
 সৈয়দ আবু হোসেন সংসদ সদস্য, ঢাকা-৪ সেলঃ ০১৮১৭৫৬৫৭৬৪	জন্মতারিখ :১২.১০.১৯৫৬ শিক্ষাঃ বিএসসি পেশাঃ ব্যবসা দল - জাতীয় পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৫০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) টিবিউট হোমস, রোড নং-১১৪, বাড়ী নং-৩৫, ফ্ল্যাট নং বি-১, গুলশান-২, ঢাকা ই -মেইলঃ dhaka.4@parliament.gov.bd	 হাবিবুর রহমান মোল্লা সংসদ সদস্য, ঢাকা-৫ সেলঃ ০১৭১২১৫০৩৪৭	জন্মতারিখ : ২৭.০১.১৯৪২ শিক্ষাঃ মেট্রিক পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ী (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-২০১, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ২৫, বি,কে দাস রোড, ফরাসগঞ্জ, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা (গ) সাং-কোনাপাড়া, মাতুয়াইল, ডাকঘর-মৃধাবাড়ী, থানা-যাত্রবাড়ী, ঢাকা ই -মেইলঃ dhaka.5@parliament.gov.bd
১৭৯		১৮০	
 কাজী ফিরোজ রশীদ সংসদ সদস্য, ঢাকা-৬ সেলঃ ০১৭৯১১৭১৭১৭	জন্মতারিখ :০২.০২.১৯৪৭ শিক্ষাঃ এম.এ, এলএলবি পেশাঃ আইন ব্যবসা, কৃষি, মৎস এবং রিয়েলষ্টেট দল - জাতীয় পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-২০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-৬৫, রোড ৯/এ-ধানমন্ডি, ঢাকা ই -মেইলঃ dhaka.6@parliament.gov.bd	 হাজী মো. সেলিম সংসদ সদস্য, ঢাকা-৭ সেলঃ ০১৮১৯২৫৯৯২৯	জন্মতারিখ :১০.০৫.১৯৫৮ শিক্ষাঃ নবম শ্রেণী পেশাঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-১০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) মদিনা গ্রুপ মদিনা স্কয়ার, ৫ গ্রীন স্কয়ার গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫ ই -মেইলঃ dhaka.7@parliament.gov.bd
১৮১		১৮২	
 রাশেদ খান মেনন সংসদ সদস্য, ঢাকা -৮ কার্যকালঃ চতুর্থ	সেলঃ ০১৭১১৮১৮৯৭৫ জন্মতারিখ : ১৮.০৫.১৯৪৩ শিক্ষাঃ এম.এ (অর্থনীতি পেশাঃ রাজনীতি, দল - ওয়ার্কার্স পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-২০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-১১৭/বি, রোড নং-০৭, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ই -মেইলঃ dhaka.8@parliament.gov.bd , rkhan@bangla.net	 সাবের হোসেন চৌধুরী, সংসদ সদস্য, ঢাকা -৯	সেলঃ ০১৭১১৫২৩৪০৩ জন্মতারিখ : ১০.০৩.১৯৬১ শিক্ষাঃ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন ল পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ৫, পরীবাগ, ঢাকা-১০০০ ই -মেইলঃ dhaka.9@parliament.gov.bd
১৮৩		১৮৪	
 শেখ ফজলে নূর তাপস সংসদ সদস্য, ঢাকা -১০ সেলঃ ০১৮১১-৪৮৩৬০০	জন্মতারিখ : ১৯.১১.১৯৭১ শিক্ষাঃ ব্যারিস্টার এট ল পেশাঃ আইনজীবী, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৯০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) বাড়ী নং-৭০, রোড নং-১৮, বক-জে, বনানী, ঢাকা-১২১৩ ই -মেইলঃ dhaka.10@parliament.gov.bd , sheikhfnoor@snclaw.org	 এ.কে.এম. রহমতুল্লাহ সংসদ সদস্য, ঢাকা -১১	কার্যকালঃ চতুর্থ, সেলঃ ০১৬১৭৫৫৫৫৫৫ জন্মতারিখ : ০৪.১২.১৯৫০ শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাড়ী নং-১১, রোড নং-১১০, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ই -মেইলঃ dhaka.11@parliament.gov.bd

১৮৫		১৮৬	
 আসাদুজ্জামান খান সংসদ সদস্য, ঢাকা -১২	সেলঃ ০১৭১১৫৪১৫৬৯ জন্মতারিখ : ৩১.১২.১৯৫০ শিক্ষাঃ বি.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ১৩৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ ই -মেইলঃ dhaka.12@parliament.gov.bd , savar_refed@siriusbd.com	 মো. সাদেক খান সংসদ সদস্য, ঢাকা -১৩	দল - বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ৫৪/১, গদিঘর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ই -মেইলঃ dhaka.13@parliament.gov.bd
১৮৭		১৮৮	
 মো. আসলামুল হক সংসদ সদস্য, ঢাকা -১৪ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেলঃ ০১৮১৭০২৬৫৫১	জন্মতারিখ : ১৪.০৫.১৯৬১ শিক্ষাঃ বিবিএ পেশাঃ ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৯০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ১৮/এ/এ, ১৮/এ/এ, গাবতলী, গাবতলী প্রথম কলোনী, বক-এ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ই -মেইলঃ dhaka.14@parliament.gov.bd	 কামাল আহমেদ মজুমদার সংসদ সদস্য, ঢাকা -১৫ সেলঃ ০১৭১১৫৩১৭৭৭	জন্মতারিখ : ০৩.০৩.১৯৫০ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৪০১, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) মোহনা ভবন, মোহনা টেলিভিশন লিঃ, পট নং-৮, রোড নং-৪, সেকশন-৭, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬ (গ) বাড়ী নং-১২৭, বক-ই, রোড-১৯/এ, বনানী, ঢাকা ই -মেইলঃ dhaka.15@parliament.gov.bd
১৮৯		১৯০	
 মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্ সংসদ সদস্য, ঢাকা -১৬ সেলঃ ০১৭১১৫৩৩৮৬৮	জন্মতারিখ : ০২.০৩.১৯৭১ শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-২০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ৫/১, হারুনাবাদ, মাদবর মোল্লা রোড, পল্লবী, ঢাকা ই -মেইলঃ dhaka.16@parliament.gov.bd	 আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক) সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৭	পেশাঃ সাংবাদিকতা দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ পাঠানবাড়ী,গ্রামঃ দক্ষিণ সোম, ডাকঃ সোমনতুন বাজার, উপজেলাঃ কালিগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর। ই -মেইলঃ dhaka.17@parliament.gov.bd
১৯১		১৯২	
 সাহারা খাতুন সংসদ সদস্য, ঢাকা -১৮ মোবাইল:০১৫৫২৩৯৮৫১৩	জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৪৩ শিক্ষাঃ এল.এল.বি পেশাঃ আইনজীবী দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ৩৪, এয়ারপোর্ট রোড, (তেজকুনি পাড়া), তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ (খ) ৫৬৩, মাদ্রাসা রোড, মানিকদী পূর্ব, ডাকঘর- ক্যান্টনমেন্ট-১২০৬, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা ই -মেইলঃ dhaka.18@parliament.gov.bd	 ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৯	সেলঃ ০১৭১১৬৩৭৯২৩ জন্মতারিখ :০৮.০৩.১৯৫৭ শিক্ষাঃ এমবিবিএস পেশাঃ চিকিৎসা ও ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৬০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ৯/৩, পার্বতী নগর, থানা-রোড, সাভার ঢাকা-১৩৪০ ই -মেইলঃ dhaka.19@parliament.gov.bd

১৯৩		১৯৪	
 বেনজির আহমদ সংসদ সদস্য, ঢাকা-২০	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ই -মেইলঃ dhaka.20@parliament.gov.bd	 আ,ক,ম, মোজাম্মেল হক সংসদ সদস্য, গাজীপুর-১ সেলঃ ০১৭১১৬৮০৮১৫	জন্মতারিখ : ০১.১০.১৯৪৬ শিক্ষাঃ বি.এ,এল.এল..বি পেশাঃ আইনজীবী দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৩, ফ্ল্যাট নং-১০১, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা, (খ) হোল্ডিং ডি-১৫১/২, রাস্তা- নজরুল সরণী, মধ্যপাড়া, জয়দেবপুর, ডাকঘর-গাজীপুর-১৭০০, উপজলো-গাজীপুর সদর, গাজীপুর ই -মেইলঃ gazipur.1@parliament.gov.bd
১৯৫		১৯৬	
 মো. জাহিদ আহসান রাসেল সংসদ সদস্য, গাজীপুর-২ সেলঃ ০১৭১১৫৬২২৬৬ জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৭৮	শিক্ষাঃ বি.এস.এস, এল.এল.বি পেশাঃ কৃষি ও ব্যবসা, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৪০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ০০২১-০১, নোয়াগাঁও, হিমারদিঘী, ডাকঘর- মন্নুনগর-১৭১০, টংগী উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর (গ) গ্রাম-হায়দরাবাদ, পো-হায়দরাবাদ মাদ্রাসা, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর ই -মেইল: gazipur.2@parliament.gov.bd , russelmp194@yahoo.com	 মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন সংসদ সদস্য, গাজীপুর-৩	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাসা-বাগমার বাড়ী, গ্রামঃ দমদমা, ডাকঃ দমদমা, উপজেলাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ গাজীপুর। ই -মেইলঃ gazipur.3@parliament.gov.bd
১৯৭		১৯৮	
 সিমিন হোসেন (রিমি) সংসদ সদস্য, গাজীপুর-৪	মোবাইল- ০১৮১৯২৫৩১৫৩ জন্মতারিখ : ১৯.০৮.১৯৬১ শিক্ষাঃ স্নাতক শেষ বর্ষ অধ্যায়ন, পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ৯২, মসজিদ রোড, ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা-১২০৬ (খ) গ্রাম-দরদরিয়া, ডাকঘর-ভুলেশ্বর, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর ই -মেইলঃ gazipur.4@parliament.gov.bd	 বেগম মেহের আফরোজ সংসদ সদস্য, গাজীপুর- ৫	সেলঃ ০১৭৩৩৬৩২৫৫৫, ০১৭১১৬৯৯৪৬০ জন্মতারিখ : ০১.১১.১৯৫৯ শিক্ষাঃ এম.এস.সি পেশাঃ সমাজ সেবা দলঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ৭, সিদ্ধেশ্বরী লেন, রমনা, ঢাকা-১২১৭ (খ) গ্রাম-বড়হরা, পো-ভাওয়াল নওয়াপাড়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর ই -মেইলঃ gazipur.4@parliament.gov.bd, meherchumki2@hotmail.com
১৯৯		২০০	
 মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সংসদ সদস্য, নরসিংদী-১	সেলঃ ০১৭১১৫৪৮০৮০ জন্মতারিখ : ০৩.০৮.১৯৫১ শিক্ষাঃ স্নাতক পেশাঃ ব্যবসা, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাড়ী নং ৩৯৩, রোড নং-৬, ডিওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা, (খ) হোল্ডিং-২৫২, বৌয়াকুড়, নরসিংদী পৌরসভা, নরসিংদী, ই -মেইলঃ narsingdi.1@parliament.gov.bd, smsnazrul@worldnetbd.net	 আনোয়ারুল আশরাফ খান সংসদ সদস্য, নরসিংদী-২	দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ২৪৮, পলাশ দড়িহাওলা পাড়া, পলাশ, নরসিংদী ই -মেইলঃ narsingdi.2@parliament.gov.bd

২০১		২০২	
 জহিরুল হক ভূঞা মোহন সংসদ সদস্য, নরসিংদী-৩	দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ মোহন সাহেবের বাড়ী, উত্তর সাধারচর, হাজী বাড়ী, শিবপুর, নরসিংদী। ই -মেইল: narsingdi.3@parliament.gov.bd	 নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন সংসদ সদস্য, নরসিংদী- ৪	সেলঃ ০১৭১১৬৪৩৮৭০ জন্মতারিখ : ১৬.১২.১৯৫০ শিক্ষাঃ এম.এস.সি,এল.এল.বি পেশাঃ আইনজীবী দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৫০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) রোড নং-৬, বাড়ী নং-৪এ/৫, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ (গ) বাগানবাড়ী, ১১২ নং গোতাশিয়া, মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী । ই -মেইল: narsingdi.4@parliament.gov.bd
২০৩		২০৪	
 রাজি উদ্দিন আহমেদ সংসদ সদস্য, নরসিংদী- ৫ অফিসঃ ০১৭১১৫৪১১২৩	জন্মতারিখ : ০২.০২.১৯৪৪ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাসা নং-১১, রোড নং-১, বক-আই, বনানী, ঢাকা (খ)গ্রাম-রাজি উদ্দিন এমপির বাড়ী, আদিয়াবাদ দক্ষিণপাড়া, পো-আদিয়াবাদ, উপজেলা-রায়পুরা, জেলা-নরসিংদী। ই -মেইল: narsingdi.5@parliament.gov.bd	 গোলাম দস্তগীর গাজী সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-১	সেলঃ ০১৭২৬৮৯১৯৯২ জন্মতারিখ : ১৪.০৮.১৯৪৮ শিক্ষাঃ বি.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা, দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৪০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা, (খ) ৪, সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা-১২১৭ (গ)গ্রাম-ভূইঁয়া বাড়ী, উত্তর রূপসী, ডাকঘর-রূপসী-১৪৬৪, পৌরস-ভা-তারাবো , রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। ই -মেইল: narayanganj.1@parliament.gov.bd , gazi@bdlink.com
২০৫		২০৬	
 মো. নজরুল ইসলাম বাবু সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-২ সেলঃ ০১৭১২২৯০২৯০	শিক্ষাঃ এম.এস.এস পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৪০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) ইষ্টান পেয়ার, ৮৮ শান্ডিনগর, ফ্ল্যাট নং-২/৬০৪, ঢাকা (গ)গ্রাম-বাজবী মৌলভী বাড়ী বাজবী, পোঃ দুপ্তারা-১৪৬০, উপজেলা-আড়াইহাজার, জেলা-নারায়ণগঞ্জ। ই -মেইল: narayanganj.2@parliament.gov.bd	 লিয়াকত হোসেন খোকা সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-৩	সেলঃ ০১৯৩৩৩৯০০০০ জন্মতারিখ :৩১.১২.১৯৬৪ দল - জাতীয় পার্টি, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৯০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) ৫৮, কে, বি সাহা রোড, কে,বি সাহা রোড, আমলাপাড়া, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০ ই -মেইল: narayanganj.3@parliament.gov.bd
২০৭		২০৮	
 শামীম ওসমান সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-৪ সেলঃ ০১৯৭৭৭২৭৭৭৯	জন্মতারিখ : ২৮.০২.১৯৬১ শিক্ষাঃ বি.এ, এল.এল.বি পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৭০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) রোড নং-১৪, হাউজ নং-৩০০ জি, এ্যাপার্টমেন্ট নং-৫, বক-এ, বসুন্ধরা, ঢাকা (গ) ৯৯, নবাব সলিমুল্লাহ রোড, উত্তর চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ ই -মেইল: narayanganj.4@parliament.gov.bd	 এ কে এম সেলিম ওসমান সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-৫,	সেলঃ +৮৮ ০১৭১৩ ৪৩৫২০০, ০১৭১৩ ৪৩৫২২০ দল: জাতীয় পার্টি, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাসা নং-১৩, ফ্ল্যাট নং-১/বি, রোড নং-১৩/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, (খ) ৯৬, উত্তর চাষাড়া, উত্তর চাষাড়া রোড, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ, ই -মেইল: narayanganj.5@parliament.gov.bd wisdom@dhaka.net akmsalimosman@gmail.com

২০৯		২১০	
 কাজী কেরামত আলী সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-১ কার্যকাল: চতুর্থ সেলঃ ০১৭১৫৫৬৪৪৮৪ জন্মতারিখ : ২২.০৪.১৯৫৪	শিক্ষাঃ বি.কম (অর্নাস),এম.কম পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৭০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ৩/এ সালেহা গার্ডেন, বাড়ী-১৫/এ, রোড-১৪, গুলশান-১, ঢাকা (গ) গ্রাম: হাসপাতাল রোড, সজ্জন-কান্দা, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী ই -মেইলঃ rajbari.1@parliament.gov.bd	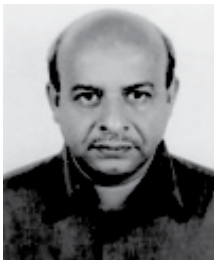 মো. জিল্লুল হাকিম সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী- ২ সেলঃ ০১৭১১৬০৫৩১০, ০১৯১৬৭৬১৮০০	জন্মতারিখ : ০২.০১.১৯৫৪ শিক্ষাঃ এম.এ পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৪, ফ্ল্যাট নং-৮০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম-নারায়নপুর, ডাকঘর+ উপজেলা-পাংশা, জেলা-রাজবাড়ী ই -মেইলঃ rajbari.2@parliament.gov.bd
২১১		২১২	
 মনজুর হোসেন সংসদ সদস্য, ফরিদপুর-১ দল-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃগ্রাম- পানাইল, ডাকঘর-পানাইল, উপজেলা-আলফাডাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। ই -মেইলঃ faridpur.1@parliament.gov.bd	 সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী সংসদ সদস্য, ফরিদপুর- ২ কার্যকাল: পঞ্চম	জন্মতারিখ : ০৮.০৫.১৯৩৫ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ রাজনীতি ও সমাজসেবা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ১৫৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা (খ) গ্রাম-চন্দ্রপাড়া, ইউনিয়ন-গট্টি, পো-রাহুতপাড়া, থানা-সালথা, জেলা-ফরিদপুর ই -মেইলঃ faridpur.2@parliament.gov.bd
২১৩		২১৪	
 খন্দকার মোশাররফ হোসেন সংসদ সদস্য, ফরিদপুর- ৩ সেলঃ ০১৭১১৫৬৪৬৪৪	জন্মতারিখ : ২৯.০৯.১৯৪২ শিক্ষাঃ বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার,এম.এস.সি পেশাঃ অবসর প্রাপ্ত সাধারন কর্মচারী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ৪ নং কলতান, হেয়ার রোড, ঢাকা (খ) হাসিনা মঞ্জিল, তমিজউদ্দিন খান সড়ক, জেলা-ফরিদপুর ই -মেইলঃ faridpur.3@parliament.gov.bd , ahmkama_12020@yahoo.com, kmhossain20@yahoo.com	 মজিবুর রহমান চৌধুরী সংসদ সদস্য, ফরিদপুর-৪	সেলঃ ০১৭১৩০১০৫৩৭ জন্মতারিখ : ০৩.০৩.১৯৭৮ শিক্ষাঃ এম.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা দল - স্বতন্ত্র ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-২০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) রোড-২৩, বাড়ী-১৪/এ, বক-বি, বনানী, ঢাকা ই -মেইলঃ faridpur.4@parliament.gov.bd
২১৫		২১৬	
 মুহাম্মদ ফারুক খান সংসদ সদস্য, গোপালগঞ্জ-১ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	কার্যকাল: চতুর্থ, সেলঃ ১৭১৩০০১৭৬৪ জন্মতারিখ : ১৮.০৯.১৯৫১ শিক্ষাঃ সামরিকে স্নাতক পেশাঃ অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাড়ী নং ১৫/সি, রোড নং ২, ঢাকা সেনানিবাস আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৬ (খ) গ্রাম-বেজড়া, ডাকঘর-বেজড়া ভাটরা থানা/উপজেলা-মুকসুদপুর, জেলা-গোপালগঞ্জ ই -মেইলঃ gopalganj.1@parliament.gov.bd	 শেখ ফজলুল করিম সেলিম সংসদ সদস্য, গোপালগঞ্জ-২	কার্যকাল: সপ্তম, সেলঃ ১৭১১৫৪৯৭৯৯ জন্মতারিখ : ০২.০২.১৯৪৯ শিক্ষাঃ পরিসংখ্যানে ডিপোমা, পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাসা নং-৯, সড়ক নং-২/এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ (খ) গ্রাম+ ডাকঘর+থানা-টংগীপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ ই -মেইলঃ gopalganj.2@parliament.gov.bd

২১৭		২১৮	
 শেখ হাসিনা সংসদ সদস্য, গোপালগঞ্জ-৩ কার্যকাল: ষষ্ঠ	টেলিফোন - অফিস: ৮১৫৫৭০০, ৮১১১৫৯৯, হোম: ৯৩৬২৯০৭, ৯৩৬২৯০৮, ফ্যাক্স: ৮১৫৫১০০ জন্মতারিখ : ২৮.০৯.১৯৪৭ শিক্ষা: বি.এ পেশা: রাজনীতি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী ও অস্থায়ী: (ক) সরকারি বাসভবন, গণভবন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা (খ) গ্রাম+ডাকঘর+উপজেলা-টুঙ্গী-পাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ ই -মেইল: gopalganj.3@parliament.gov.bd	 নূর-ই-আলম চৌধুরী সংসদ সদস্য, মাদারীপুর-১ কার্যকাল: পঞ্চম সেলঃ ০১৭১৩০৩২২৩১	জন্মতারিখ : ০১.০৬.১৯৬৪ শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৯০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) হাউজ নং-১৪১, এপার্টমেন্ট বি-৪, রোড নাং-০৪, বক-এ, বনানী-১২১৩, ঢাকা (গ) গ্রাম-চৌধু-রীকান্দি, ২৫ নং চরদত্তপাড়া, ডাকঘর-চরদত্তপাড়া-৭৯৩১, উপজেলা-শিবচর, জেলা-মাদারীপুর ই -মেইল: madaripur.1@parliament.gov.bd
২১৯		২২০	
 শাজাহান খান সংসদ সদস্য, মাদারীপুর-২ কার্যকাল:ষষ্ঠ	সেলঃ ০১৭১১৬৩৮১৯৮, ০১৫৫২৩৩৪৪৮০ জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫২ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ রাজনীতি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ৫৪৯, প্রধান সড়ক, হরিকুমারিয়া, ডাকঘর-প্রধান ডাকঘর, মাদারীপুর, জেলা-মাদারীপুর-৭৯০০ ই -মেইল: madaripur.2@parliament.gov.bd , skmadaripur@yahoo.com	 মো. আবদুস সোবহান মিয়া সংসদ সদস্য, মাদারীপুর-৩	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃগ্রাম+ডাকঘর-উত্তর রমজানপুর, উপজেলা-কালকিনি, জেলা-মাদারীপুর। ই -মেইল: madaripur.3@parliament.gov.bd
২২১		২২২	
 মো. ইকবাল হোসেন সংসদ সদস্য, শরীয়তপুর-১ দল - বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক)স্থায়ীঃ বাসা-৫৪৩, গ্রাম-তুলাসার, ডাকঘর-শরীয়তপুর-৮০০০, থানা-শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর পৌরসভা, জেলা-শরীয়তপুর। ই -মেইল: shariatpur.1@parliament.gov.bd	 এ কে এম এনামুল হক শামীম সংসদ সদস্য, শরীয়তপুর-২	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ গ্রাম/রাস্তা-মালত কান্দি, ৭১নং চর গোপালপুর, ডাকঘর-চরভাগা-৮০২৪, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর। ই -মেইল: shariatpur.2@parliament.gov.bd
২২৩		২২৪	
 নাহিম রাজ্জাক সংসদ সদস্য, শরীয়তপুর-৩ সেলঃ ০১৭১৫০৪০৯৮৩	জন্মতারিখ : ০৭.০২.১৯৮১ শিক্ষাঃ এস.এস.সি, এইচ.এস.সি, বি.এ (অর্নাস), পোষ্ট গ্রাজুয়েট পেশাঃ ব্যবসা, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৪০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখা-লপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা, খ) বাসা নং-৮, রোড নং-৭৬, গুলশান-২, ঢাকা (গ) গ্রাম-দক্ষিণ ডামুড্যা, পোঃ+ পৌরসভা+ উপজেলা- ডামুড্যা, শরীয়তপুর-ই -মেইল: shariatpur.3@parliament.gov.bd , nahim.razzg@gmail.com	 মোয়াজ্জেম হোসেন রতন সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-১	জন্মতারিখ : ১৩.০৬.১৯৭২ শিক্ষাঃ বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার পেশাঃ ব্যবসা, সেলঃ ০১৭১৫০২০৮৩৩, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৩০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-২০-২২, ফ্ল্যাট ২এ ২, রোড নং-১৫, গুলশান-১, ঢাকা (গ) গ্রাম-নওধার, ডাকঘর-পাইকরাটি, উপজে-লা-ধর্মপাশা, জেলা-সুনামগঞ্জ ই -মেইল: sunamganj.1@parliament.gov.bd , ptcms04@yahoo.com

২২৫		২২৬	
 জয়া সেন গুপ্তা সদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-২ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-১০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ৪৬/৩, জিগাতলা, ধানমন্ডী, ঢাকা-১২০৯ (গ) গ্রাম-থানা রোড, আনোয়ারপুর, ডাকঘর-দিরাই, জেলাঃ সুনামগঞ্জ। ই -মেইলঃ sunamganj.2@parliament.gov.bd	 জনাব এম এ মান্নান সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৩	সেলঃ ০১৭১৫০৩৯৩০৭ জন্মতারিখ : ১৬.০২.১৯৪৬ শিক্ষাঃ স্নাতকোত্তর পেশাঃ অবসর প্রাপ্ত বেসামরিক কর্মচারী সুনামগঞ্জ-৩, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম ও ডাকঘর-ডুংরিয়া, উপজেলা-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জেলা- সুনামগঞ্জ ই -মেইলঃ sunamganj.3@parliament.gov.bd
২২৭		২২৮	
 পীর ফজলুর রহমান সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৪ সেলঃ ০১৭২৬৮৯৯৪৯৯	জন্মতারিখ : ০৯.০১.১৯৬৯ শিক্ষাঃ এল.এল.এম দল - জাতীয় পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-১০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) পূরবী ১৯, হাছননগর, সুনামগঞ্জ পৌরসভা, সুনামগঞ্জ ই -মেইলঃ Sunamganj.4@parliament.gov.bd	 মুহিবুর রহমান মানিক সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৫ সেলঃ ০১৭১১১৩৯৭৮৫, ০১৯১৪৩৬৬৯৮০	জন্মতারিখ : ২৮.০২.১৯৬২ শিক্ষাঃ এল.এল.বি পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৬, ফ্ল্যাট নং-৭০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ২০০ উদয়াচল হাসপাতাল রোড, মন্ডলীভোগ, ছাতক, ডাকঘর-ছাতক-৩০৮০, জেলা-সুনামগঞ্জ ই -মেইলঃ sunamganj.5@parliament.gov.bd
২২৯		২৩০	
 এ. কে আব্দুল মোমেন সংসদ সদস্য, সিলেট-১	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) রোড-১নং ধোপাদিঘীর পূর্বপাড় (হাফিজ কমপেক্স), সিলেট সদর, সিলেট। ই -মেইলঃ sylhet.1@parliament.gov.bd	 মোকাব্বির খান সংসদ সদস্য, সিলেট-২	দলঃ গণফোরাম
২৩১		২৩২	
 মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী সংসদ সদস্য, সিলেট-৩ সেলঃ ০১৭১১৫৬৮১৩৯	জন্মতারিখ : ০৩.০১.১৯৫৫ শিক্ষাঃ এম.বি.এ, এফ.সি.এম.আই (ইউকে) পেশাঃ ব্যবসা, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-২০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা, (খ) বাড়ি নং-৩৮৩, রোড নং-২৮, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬ (গ) গ্রাম-নূরপুর, ডাকঘর+উপজেলা-ফেঞ্চুগঞ্জ, জেলা-সিলেট ই -মেইলঃ sylhet.3@parliament.gov.bd	 ইমরান আহমদ সংসদ সদস্য, সিলেট-৪ কার্যকাল:পঞ্চম সেলঃ ০১৭১১৩২৭৬৮৯	জন্মতারিখ : ২২.০২.১৯৪৮ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-১০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) উত্তরণ, বাড়ী নং-২এ, রোড নং-৮৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ (গ) শ্রীপুর চা বাগান, ডাকঘর+উপজেলা-জৈন্ড়পুর, জেলা-সিলেট ই -মেইলঃ sylhet.4@parliament.gov.bd , imran.ahmad.48@gmail.com

২৩৩		২৩৪	
 হাফিজ আহমদ মজুমদার মাননীয় সংসদ সদস্য, সিলেট-৫ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক)গ্রাম- বলরামের চক, বিয়াবাইল, ডাকঘর-মুন্সিপাড়া-৩১৯০, উপজেলা-জকিগঞ্জ, জেলা-সিলেট। ই -মেইলঃ sylhet.5@parliament.gov.bd	 নুরুল ইসলাম নাহিদ সংসদ সদস্য, সিলেট-৬	সেলঃ ০১৭১১৮০১৫৫৭ জন্মতারিখ : ০৫.০৭.১৯৪৫ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ কৃষি ও রাজনীতি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) 'নিকেতন', ৫, হেয়ার রোড, ঢাকা-১০০০ (খ)গ্রাম-নয়াগ্রাম, ডাকঘর-বিয়ানিবাজার, উপজেলাঃ বিয়ানীবাজার, জেলা-সিলেট ই -মেইলঃ sylhet.6@parliament.gov.bd , minister@mopme.gov.bd
২৩৫		২৩৬	
 মো. শাহাব উদ্দিন সংসদ সদস্য, মৌলভীবাজার-১ সেলঃ ০১৭১৫৩৪২২৭৭	জন্মতারিখ : ৩১.১২.১৯৫৪ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা ও কৃষি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক)বাংলো বি-৪,উচ্চমান আবাসিক এলাকা, সংসদ ভবন চত্ত্বর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , (খ)গ্রাম-পাখিয়ালা, ডাকঘর-বড়লেখা-৩২৫০, উপজেলা-বড়লেখা, জেলা-মৌলভীবাজার ই -মেইলঃ maulvibazar.1@parliament.gov.bd	 সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ সংসদ সদস্য, মৌলভীবাজার-২	দলঃ গণফোরাম
২৩৭		২৩৮	
 নেছার আহম মাননীয় সংসদ সদস্য, মৌলভীবাজার-৩ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃগ্রাম-গুজারাই, ডাকঘর-মৌলভীবাজার-৩২০০, উপজেলা-মৌলভীবাজার সদর, জেলা-মৌলভীবাজার। ই -মেইলঃ maulvibazar.3@parliament.gov.bd	 মো. আব্দুস শহীদ সংসদ সদস্য, মৌলভীবাজার- ৪ কার্যকালঃ পঞ্চম	সেল-০১৭৩৬-০৫৩২০০, জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৪৮ শিক্ষাঃ এম.কম পেশাঃ উপাধ্যক্ষ, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৩০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম-সিদ্দেশ্বরপুর, ডাকঘর-মুন্সীবাজার, থানা-কমলগঞ্জ, জেলা-মৌলভীবাজার ই -মেইলঃ maulvibazar.4@parliament.gov.bd , mashahid48@hotmail.com
২৩৯		২৪০	
 গাজী মোহাম্মদ শাহনওয়াজ সংসদ সদস্য, হবিগঞ্জ-১	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃগ্রাম-দেবড়পাড়া, ডাকঘর-সদরঘাট, উপজেলা-নবীগঞ্জ, জেলা- হবিগঞ্জ। ই -মেইলঃ habiganj.1@parliament.gov.bd	 মোঃ আব্দুল মজিদ খান সংসদ সদস্য, হবিগঞ্জ- ২ সেলঃ ০১৭১২১৬৪৪২৪	জন্মতারিখ : ৩১.১২.১৯৫৪ শিক্ষাঃ বি.কম,এল.এল.বি পেশাঃ আইনজীবী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৪০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) টাউনহল কোর্য়াটার, বাধন কুঠির, হবিগঞ্জ (গ)গ্রাম-কবিরপুর, ডাকঘর-পুকড়া, ৯ নং পুকড়া ইউপি থানা+উপজেলা-বানিয়াচঙ্গ, জেলা-হবিগঞ্জ ই -মেইলঃ habiganj.2@parliament.gov.bd

২৪১		২৪২	
 মো. আবু জাহির সংসদ সদস্য, হবিগঞ্জ- ৩ সেলঃ ০১৭১১৮৩৫৮০৩	জন্মতারিখ : ০৩.০৩.১৯৬৩ শিক্ষাঃ বি.কম, এল.এল.বি পেশাঃ আইনজীবী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৫০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) টাউনহল রোড, পোঃ+উপজেলা ও জেলা- হবিগঞ্জ (গ) গ্রাম-রিচি, পোঃ রিচি, থানা+জেলা-হবিগঞ্জ ই -মেইল: habiganj.3@parliament.gov.bd	 মো. মাহবুব আলী সংসদ সদস্য, হবিগঞ্জ-৪ জন্মতারিখ : ১৭.০৭.১৯৬১ শিক্ষা: বি.এ, এলএলবি	পেশাঃ আইনজীবী সেলঃ ০১৭১১-২০৯৮৪৭ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৪০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ফ্লাট নং-৫বি, সেগুন বাগিচা কনকর্ড, ৫ সেগুন বাগিচা, থানা-রমনা, ঢাকা (গ) গ্রাম-বানেশ্বর, পোঃ বুল্লা, থানা-মাধবপুর, জেলা- হবিগঞ্জ ই -মেইল: habiganj.4@parliament.gov.bd
২৪৩		২৪৪	
 বদরুদ্দোজা মো. ফরহাদ হোসেন	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) জমিদার বাড়ী, গুনিয়াউক, নাসির নগর,ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ই -মেইল: comilla.3@parliament.gov.bd	 আবদুস সাত্তার ভুঞা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বি.এন.পি
২৪৫		২৪৬	
 র,আ,ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী সংসদ সদস্য,ব্রাহ্মণবাড়িয়া- ৩ সেলঃ ০১৭১১৮৩৫৫১৫, জন্মতারিখ : ১ মার্চ, ১৯৫৫	শিক্ষাঃ বিএসএস (অনার্স), এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ডিপোমা ইন রুরাল পোভার্টি এলিভিয়েশন পেশাঃ কৃষি, মৎস্য চাষ ও কনসালট্যান্সী, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-৯০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাসা # ২০২, বাড়ী # ১৪, সড়ক # ১২২, গুলশান # ০২, ঢাকা-১২১২ (গ) ''শেকড়''চৌধুরী বাড়ী, চিনাইর, চিনাইর দক্ষিণ,ব্রাহ্মণবাড়িয়া ই-মেইল: brahmanbaria.3@parliament.gov.bd, muktadir.chowdhury@yahoo.com	 আনিসুল হক সংসদ সদস্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ সেলঃ ০১৭১১৫৯২২১৩	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃগ্রাম-পানিয়ারপ (দারগাবড়ী), ডাকঘর-পানিয়ারুপ, উপজেলা-কসবা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ই -মেইল: brahmanbaria.4@parliament.gov.bd
২৪৭		২৪৮	
 ফয়জুর রহমান সংসদ সদস্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫	সেলঃ ০১৭১৩৩৩৩২২৬ জন্মতারিখ : ০৫.১১.১৯৬৬ শিক্ষাঃ এস.এস.সি (বিজ্ঞান বিভাগ) পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাড়ী নং-১৯ এ, ফ্লাট নং-১/এ, রোড নং-৩, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬ ই -মেইল: brahmanbaria.5@parliament.gov.bd	 এ বি তাজুল ইসলাম সংসদ সদস্য,ব্রাহ্মণবাড়িয়া- ৬ সেলঃ ০১৭১৩০৩৭১০৭	জন্মতারিখ : ০৫.০৫.১৯৫১ শিক্ষাঃ বি.এ (অনার্স) পেশাঃ পরামর্শক দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-২, ফ্ল্যাট নং-৩০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) পট নং ২১, সড়ক নং ৬৮/এ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ (গ) গ্রামঃ পাড়াতলী, পোঃ ছাইফুল্লা কান্দী, বান্দারামপুর,ব্রক্ষ্মণবাড়িয়া ই -মেইল: brahmanbaria.6@parliament.gov.bd

২৪৯		২৫০	
 মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-১ সেলঃ ০১১৯৯৮৫৩৭২৭	জন্মতারিখ : ২৮.০৭.১৯৪৫ শিক্ষাঃ বি.এ (অর্নাস) পেশাঃ অবসর প্রাপ্ত সামরিক অফিসার দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাসা নং-২১৭, রোড নং-১৪, নিউ ডিওএইচএস মহাখালী, ঢাকা-১২০৬ (খ) বাসা-ভুঁইয়া বাড়ী,গ্রাম+পোঃ-জুরানপুর থানা-দাউদকান্দি, জেলা-কুমিল্লা ই -মেইলঃ comilla.1@parliament.gov.bd , genbhuiyan@yahoo.com	 সেলিমা আহমাদ মাননীয় সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-২	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ গ্রাম-পাথালিয়াকান্দি, ডাকঘর- পাথালিয়াকান্দি-৩৫৪১, উপজেলা-হোমনা, জেলা-কুমিল্লা। ই -মেইলঃ comilla.2@parliament.gov.bd
২৫১		২৫২	
 জনাব ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-৩	সেলঃ ০১৭১১৫২২৯৬৫ জন্মতারিখ : ১৫.১১.১৯৪৭ শিক্ষাঃ বি.কম (অনার্স) এফ.সি.এ, পেশাঃ ব্যবসা দল - স্বতন্ত্র ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৮০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-৬, সড়ক নং-৮, বারিধারা, ঢাকা ই -মেইলঃ comilla.3@parliament.gov.bd	 রাজী মোহাম্মদ ফখরুল সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-৪ কার্যকালঃ প্রথম	সেলঃ ০১৮১৯২১২৩২ জন্মতারিখ :০৫/০৮/১৯৭৯ শিক্ষাঃ বিবিএ পেশাঃ ব্যবসা দল - স্বতন্ত্র ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-৫০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ফ্ল্যাট নং-২৪, বাড়ী-৬০/এ, রোড-৫, বনানী, ঢাকা (গ)গ্রাম-বনকোট, পোঃ গোনাইঘর, থানা-দেবিদ্বার, জেলা-কুমিল্লা ই -মেইলঃ comilla.4@parliament.gov.bd
২৫৩		২৫৪	
 আব্দুল মতিন খসরু সংসদ সদস্য, কুমিল্লা- ৫ সেলঃ ০১৭১১৫২৭২২০ জন্মতারিখ : ১২.০২.১৯৫০	শিক্ষাঃ এল.এল.বি পেশাঃ আইনজীবী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-৪০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ফ্ল্যাট নং-বি-৫, বাড়ী নং-১৬, রোড নং-৩৩, গুলশান-১, ঢাকা (গ)গ্রাম-মিরপুর, ডাকঘর-মকিমপুর, উপজেলা-ব্রাহ্মণপাড়া, জেলা-কুমিল্লা ই -মেইলঃ comilla.5@parliament.gov.bd , matinkhasru@yahoo.com	 আ ক ম বাহাউদ্দিন সংসদ সদস্য, কুমিল্লা- ৬ সেলঃ ০১৭১১৩৩৫০০২, ০১৬৭৩৩২২১৭২	জন্মতারিখ : ২৮.০২.১৯৫৪ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৮০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা , (খ) হাউজ নং-২৮, রোড নং-১৪, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা (গ) ৪০১, মনোহরপুর, মুন্সেফবাড়ী, আদর্শ সদর, কুমিল্লা-৩৫০০, জেলা-কুমিল্লা ই -মেইলঃ comilla.6@parliament.gov.bd
২৫৫		২৫৬	
 অধ্যাপক মো. আলী আশরাফ সংসদ সদস্য, কুমিল্লা- ৭ সেলঃ ০১৭১১৫৬৪৫৭১ জন্মতারিখ : ১৭.১১.১৯৪৭	শিক্ষাঃ বি.এ (অর্নাস), এম.এ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশাঃ ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-৩০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা , (খ) বাড়ী নং-২৯, ৩/এবি, রোড নং-১২১, গুলশান, ঢাকা (গ) গ্রাম+ডাকঘর-গল্লাই, উপজেলা-চান্দিনা, জেলা-কুমিল্লা ই -মেইলঃ comilla.7@parliament.gov.bd, banglajin@bdonline.com, ashraf.5645@yahoo.com	 নাছিমুল আলম চৌধুরী মাননীয় সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-৮	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ বাসা-চৌধুরী বাড়ী,গ্রাম-আদ্রা, ডাকঘর-আদ্রা, উপজেলা- বরুড়া, জেলা-কুমিল্লা। ই -মেইলঃ comilla.8@parliament.gov.bd

২৫৭		২৫৮	
 মো. তাজুল ইসলাম সংসদ সদস্য, কুমিল্লা- ৯ সেলঃ ০১৭১১৫৩৮৬৯৬	জন্মতারিখ : ৩০.০৬.১৯৫৫ শিক্ষাঃ এম.বি.এ পেশাঃ শিল্পপতি ও ব্যাংকার দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-২০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ১৫৯/ডি, তেজগাঁও, ঢাকা (গ) ৪৩/সি, রোড নং-২, খুলসি, চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ comilla.9@parliament.gov.bd , tajmp2003@yahoo.com	 আ হ ম মুস্তফা কামাল সংসদ সদস্য, কুমিল্লা- ১০	সেলঃ ০১৭৪১০৮৪৫২৫, ০১৭১৩০১৮৭০১ জন্মতারিখ : ১৫.০৬.১৯৪৭ শিক্ষাঃ এম.কম, এফ.সি.এ পেশাঃ রাজনীতি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাড়ী নং-১১, রোড নং-১০৩, গুলশান-২, ঢাকা ই -মেইলঃ comilla.10@parliament.gov.bd , ekc@bangla.net, orbitals@optimaxbd.net
২৫৯		২৬০	
 মো. মুজিবুল হক সংসদ সদস্য, কুমিল্লা- ১১ সেলঃ ০১৭১১৮৯৭০৩৪	জন্মতারিখ : ৩১.০৫.১৯৪৭ শিক্ষাঃ বি.কম পেশাঃ আইনজীবী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) মিনিস্ট্যার্স এ্যাপার্টমেন্ট ভবন নং১, দ্বিতীয় তলা (পূর্ব) ৩৯/এ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা (খ) গ্রাম-বসুয়ারা (দক্ষিণপাড়া), পো-উত্তর পদুয়া, থানা-চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা ই -মেইলঃ comilla.11@parliament.gov.bd	 ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর সংসদ সদস্য, চাঁদপুর-১	জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৪২ শিক্ষাঃ পি.এইচ.ডি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশাঃ অর্থনীতিবিদ ও অবসর প্রাপ্ত সাধারন কর্মচারী ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৫০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) গৃহ নং-১৬, সড়ক নং-২৫, বনানী, ঢাকা-১২১৩ (গ) গ্রাম+পোঃ-গুলবাহার, উপজেলাঃ কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর
২৬১		২৬২	
 মো. নুরুল আমিন সংসদ সদস্য, চাঁদপুর-২ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ বাসা-মাঝী বাড়ী, গ্রাম- বাজার নাউরী, ডাকঘর- নাউরী বাজার-৩৬০০, মতলব উত্তর, চাঁদপুর। ই -মেইলঃ chandpur.2@parliament.gov.bd	 ডাঃ দীপু মনি সংসদ সদস্য, চাঁদপুর- ৩ সেলঃ ০১৬৭৪৭৬৯৬২১ জন্মতারিখ : ০৮.১২.১৯৬৫	শিক্ষাঃ এম.বি.বি.এস, এম.পি.এইচ, এল.এল.এম পেশাঃ ডাক্তার ও আইনজীবী ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৪০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী-৬৩, রোড-৬, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ (গ) পাটোয়ারী বাড়ী, গ্রাম/রাস্তা-রাড়ীরচর, ডাকঘর-কামরাঙা-৩৬১১, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর (ঘ) ১০, উত্তর ধানমন্ডী রোড, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ ই -মেইলঃ chandpur.3@parliament.gov.bd, dr.dipumoni@gmail.com
২৬৩		২৬৪	
 মুহাম্মদ শফিকুর রহমান সংসদ সদস্য, চাঁদপুর-৪ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) মিয়াজি বাড়ী, গ্রামঃ বালিথুবা, ডাকঘরঃ বালিথুবা-৩৬১১, থানাঃ ফরিদগঞ্জ, জেলাঃ চাঁদপুর। ই -মেইলঃ chandpur.4@parliament.gov.bd chandpur.4@parliament.gov.bd	 মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম সংসদ সদস্য, চাঁদপুর- ৫	সেলঃ ০১৭১১৫৬০৯০৭ জন্মতারিখ : ১৩.০৯.১৯৪৩ শিক্ষাঃ বি.এস.সি পেশাঃ অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ইস্টার্ন হারমনি, এ্যাপার্টমেন্ট -এ-১০৩, বাসা-১১এ, রোড নং-৭১, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ই -মেইলঃ chandpur.5@parliament.gov.bd , rafiqulbu@yahoo.com

২৬৫		২৬৬	
 বেগম শিরীন আখতার সংসদ সদস্য, ফেনী-১ সেলঃ ০১৭১৩০১১৮৯৩ জন্মতারিখ: ১২.০৪.১৯৫৪ শিক্ষা: স্নাকোত্তর (সমাজবিজ্ঞান)	পেশাঃ রাজনীতি দল - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৭০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ২২৯/২ পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ (গ) গ্রাম-পূর্ব ছাগলনাইয়া, পোঃ রাধানগর, থানা- ছাগলনাইয়া, জেলা-ফেনী ই -মেইল: feni.1@parliament.gov.bd	 নিজাম উদ্দিন হাজারী সংসদ সদস্য, ফেনী-২ সেলঃ ০১৭১৫-৩০৭০৮০	জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৬৬ শিক্ষাঃ বি.কম পেশাঃ প্রযোজ্য নয় দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৬০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ইমপোরী ফ্লাট নং এ-৫, বাসা নং ১৮/ডি, রোড নং-১০৬, গুলশান-২, ঢাকা (গ) ৪৪৫, লমী হাজারী বাড়ী, ফেনী ই -মেইল: feni.2@parliament.gov.bd
২৬৭		২৬৮	
 মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী সংসদ সদস্য, ফেনী-৩ দল - জাতীয় পার্টি	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ ১৫৩, ০১, ডি ও এইচ এস, বারিধারা, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা। ই -মেইল: feni.3@parliament.gov.bd	 এইচ এম ইব্রাহিম সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-১ সেলঃ ০১৭১১৫২৪০২৪ জন্মতারিখ : ০৬.০৯.১৯৫৮	শিক্ষাঃ উচ্চ মাধ্যমিক পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৬০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) এইচ এম ইব্রাহিম, ফ্ল্যাট নং-সি-৩, বাড়ী-২৪/এ, ২৪/বি, রোড নং-১১৯, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ (গ) ডিসি হাসান সাহেবের বাড়ী, গ্রাম-দত্তের বাগ, ডাকঘর-খিলপাড়া, উপজেলা-চাটখিল, জেলা-নোয়াখালী ই -মেইল: noakhali.1@parliament.gov.bd
২৬৯		২৭০	
 মোরশেদ আলম সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-২ সেলঃ ০১৭১৩০০০৫৬৬ জন্মতারিখ: ২৯.০৩.১৯৫০	শিক্ষাঃ উচ্চ মাধ্যমিক পেশাঃ বিশিষ্ট শিল্পপতি, সি.আই.পি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৫০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-সি.ই.এস (সি)-৪, রোড-১১৮, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ (গ) গ্রাম-নাটেশ্বর (সুরুজ মিয়া কন্ট্রাক্টরের রাড়ী, ডাকঘর- নাটেশ্বর, উপজেলা-সোনাইমুড়ী, জেলা-নোয়াখালী ই -মেইল: noakhali.2@parliament.gov.bd	 মো. মামুনুর রশীদ কিরন সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-৩ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেলঃ ০১৭১১৩৩২৩১৬	জন্মতারিখ : ২০.০৪.১৯৬১ শিক্ষাঃ বি.এ পেশাঃ শিল্পপতি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৬০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-৮/সি, রোড নং-১৪/এ, বাড়ীর নাম মেঘনা ২য় ফ্লোর, সোবানবাগ, ধান্ডমনি, ঢাকা (গ) গ্রাম+ ডাকঘর-নাজিরপুর, থানা-বেগমগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী ই -মেইল: noakhali.3@parliament.gov.bd

২৭১		২৭২	
 মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী সংসদ সদস্য, নোয়াখালী- ৪ সেলঃ ০১৭১৩২১০১৪০	জন্মতারিখ : ০৯.০৬.১৯৬২ শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৫, ফ্ল্যাট নং-৬০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) গ্রাম-সুন্দলপুর, ডাকঘর-কালামুন্সীবাজার, উপজেলা-কবিরহাট, জেলা-নোয়াখালী ই -মেইলঃ noakhali.4@parliament.gov.bd , ajg@colbd.com	 ওবায়দুল কাদের সংসদ সদস্য, নোয়াখালী- ৫	সেলঃ ০১৭৩১২৫৪৩২০ জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫২ শিক্ষাঃ বি.এ (অর্নাস) পেশাঃ রাজনীতি, লেখক দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) বাংলো নং- এ/২, সংসদ ভবন আবাসিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (খ) গ্রাম-বড়রাজাপুর, উপজেলা-কোম্পানীগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী ই -মেইলঃ noakhali.5@parliament.gov.bd
২৭৩		২৭৪	
 বেগম আয়েশা ফেরদাউস সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-৬ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেলঃ ০১৭১৭৬০১৭১৭	জন্মতারিখ : ০৭-০৪-১৯৬১ শিক্ষাঃ বিএ পেশাঃ রাজনীতি নোয়াখালী-৬ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৬০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-৮/সি, রোড নং-১৪ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা (গ) মাওঃ আবদুল হাই সাহেবের বাড়ী, তালুকদার গ্রাম, চরঈশ্বর আফাজিয়া বাজার, ৩৮৯১ হাতিয়া, নোয়াখালী ই -মেইলঃ noakhali.6@parliament.gov.bd	 আনোয়ার হোসেন খান সংসদ সদস্য, লক্ষীপুর-১ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ বাসা/হোল্ডিং-মুন্সী বাড়ী, গ্রাম/রাস্ড়া- পূর্ব বিঘা, বিঘা, ডাকঘর- কাঞ্চনপুর-৩৭২৩, রামগঞ্জ, জেলা-লক্ষীপুর। ই -মেইলঃ laxmipur.1@parliament.gov.bd laxmipur.1@parliament.gov.bd
২৭৫		২৭৬	
 মোহাম্মদ শহিদ ইসলাম সংসদ সদস্য, লক্ষীপুর-২ দল - স্বতন্ত্র	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ বাসা-কাজী বাড়ী, গ্রাম- কেরোয়া, ডাকঘর-রায়পুর, উপজেলা-রায়পুর, জেলা-লক্ষীপুর। ই -মেইলঃ laxmipur.2@parliament.gov.bd	 এ, কে, এম শাহজাহান কামাল, সংসদ সদস্য, লক্ষ্মীপুর-৩ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	সেলঃ ০১৭১৫৪০৮০৫২ জন্মতারিখঃ ০১/০১/১৯৫০ শিক্ষাঃ বিএ, পেশাঃ ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৪০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) রোড নং ২২, বাসা নং-১৪, বনানী-কে বক, বনানী, ঢাকা (গ) বাড়ী-শরাফত আলী পন্ডিত, গ্রাম-লাহার কান্ডি, ডাকঘর-লক্ষ্মীপুর-৩৭০০, জেলা-লক্ষ্মীপুর ই -মেইলঃ laxmipur.3@parliament.gov.bd
২৭৭		২৭৮	
 আবদুল মান্নান সংসদ সদস্য, লক্ষীপুর-৪	দল - বিকল্প ধারা বাংলাদেশ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) মেজর মান্নান সাহেবের বাড়ী, পশ্চিমচর উরিয়া, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী। ই -মেইলঃ laxmipur.4@parliament.gov.bd	 ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-১	কার্যকালঃ পঞ্চম, সেলঃ ০১৭১১১৪৪২৩৩ জন্মতারিখ : ১২.০১.১৯৪৩ শিক্ষাঃ বি.এস.সি ইন মাইন ইঞ্জিনিয়ার, পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ গ্রাম-উত্তর ধুম, ডাকঘর-মহাজনহাট, উপজেলা-মীরসরাই, জেলা-চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ chittagong.1@parliament.gov.bd , mhossain@gasmin.com, info@peninsulacht.com

২৭৯		২৮০	
 সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-২ সেলঃ ০১৭১১৮১০৪১০ জন্মতারিখ : ২.১২.১৯৫৯	শিক্ষাঃ এইচ.এস.সি পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০১, ফ্ল্যাট নং-৮০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ি নং -৫১/এ, ফ্ল্যাট নং-এ-১, রোড-৬/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ (গ) গাউছিয়া রহমান মঞ্জিল, গ্রাম-আজিম নগর, ডাকঘর-ভান্ডারশ-রিফ-৪৩৫২, ফটিকছরি, চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ chittagong.2@parliament.gov.bd	 মাহফুজুর রহমান সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-৩ সেলঃ ০১৭১৩০১২৯৪৯ জন্মতারিখ : ০১.০৬.১৯৭০	শিক্ষাঃ এম.কম (মার্কেটিং) পেশাঃ চেয়ারম্যান, প্রাইভেট সার্ভিস দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ী (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৫০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ফ্ল্যাট নং-এ/২, বাড়ি নং-৯, রোড-৬, গুলশান-১, ঢাকা (গ) এম সাহেবের বাড়ী, পো-মৌলভীবাজার, ইউনিয়ন-বাউরিয়া, সন্ধিব, চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ Chittagong.3@parliament.gov.bd
২৮১		২৮২	
 দিদারুল আলম সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-৪ সেলঃ ০১৭১১৭২৫২৪২	জন্মতারিখঃ ০৬.০৪.১৯৬৮ , শিক্ষাঃ বি.এ, পেশাঃ ব্যবসা/শিল্পপতি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-১০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ১৮৭৯, মোস্তফা হাকিম ভবন, উত্তর কাট্টলী, ডাকঘর-উত্তর কাট্টলী-৪২১৭, চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ chittagong.4@parliament.gov.bd	 আনিসুল ইসলাম মাহমুদ সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-৫	কার্যকালঃ পঞ্চম সেলঃ ০১৭১১৫২২৮৬৪ জন্মতারিখ : ২০.১২.১৯৪৭ শিক্ষাঃ ব্যারিস্টার এট ল পেশাঃ ব্যবসা দল - জাতীয় পার্টি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ বাড়ী নং-০৭, রোড নং-১১৭, গুলশান, ঢাকা-১২১২ ই -মেইলঃ chittagong.4@parliament.gov.bd , sohelsdl@yahoo.com
২৮৩		২৮৪	
 এ, বি, এম, ফজলে করিম চৌধুরী সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম- ৬ সেলঃ ০১৭২৬০০০৪৮০ জন্মতারিখ : ০৬.১১.১৯৫৪ শিক্ষাঃ বি.এ (অর্নাস), এম.এ	পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-১০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ইকবাল ভিলা, ৩০ পাথরঘাটা, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম (গ) বক্স আলী চৌধুরী বাড়ী, রাউজান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং-৩, ডাকঘর-গহিরা-৪৩৪৩, উপজেলা-রাউজান, জেলা-চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ chittagong.5@parliament.gov.bd , fazlegroup@yahoo.com	 মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-৭ সেলঃ ০১৯১৭৭৪০৫৪৫	জন্মতারিখ : ০৫.০৬.১৯৬৩ শিক্ষাঃ পি.এইচ.ডি পেশাঃ শিক্ষক ও ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৫০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) গ্রাম-সুখবিলাস, ডাকঘর-উত্তর পদুয়া, উপজেলা-রাংগুনিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ chittagong.6@parliament.gov.bd
২৮৫		২৮৬	
 মইন উদ্দীন খান বাদল, সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-৮	কার্যকালঃ দ্বিতীয় সেলঃ ০১৭১১৪০৬৫২৬ জন্মতারিখ : ২১.০২.১৯৫২ শিক্ষাঃ বি.এ (অর্নাস) পেশাঃ কৃষি, দল - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ ভবন নং-০৪, ফ্লাট নং-৮০৩, ন্যাম ভবন মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ই -মেইলঃ chittagong.8@parliament.gov.bd	 মহিবুল হাসান চৌধুরী সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-৯	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ বাসা/হোল্ডিং-২০৭, গ্রাম/রাস্তা-চশমাহিল আ/এ, ডাকঘর-চট্ট, পলিট্যাকনিক্যাল ইন্স-৪২০৯, খুলশী, চট্টগ্রাম সিটিকর্পোরেশন, চট্টগ্রাম। ই -মেইলঃ chittagong.9@parliament.gov.bd

২৮৭		২৮৮	
 মো. আফছারুল আমীন সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম- ১০ সেলঃ ০১৮১৩৭১৬০১৫ জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫২	শিক্ষাঃ এম.বি.বি.এস পেশাঃ ডাক্তার দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-৬০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) ডাঃ ফজলুল আমীনের বাড়ী, গ্রামঃ দক্ষিণ কাট্টলী, ডাকঘরঃ কাস্টম একাডেমী, থানাঃ পাহাড়তলী, জেলাঃ চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ chittagong.10@parliament.gov.bd	 এম. আবদুল লতিফ সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম- ১১ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেলঃ ০১৭১১৩৫১৭৭৭ জন্মতারিখ : ১০.০৩.১৯৫৫	শিক্ষাঃ লেদার টেকনোলজিতে ডিপোমা পেশাঃ ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-১০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) হক ভিলা, ১০৭ ফকিরহাট, পশ্চিম গোসাইলডাঙ্গা, ডাকঘর-বন্দর (৪১০০), চট্টগ্রাম পোর্ট, চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ chittagong.11@parliament.gov.bd , malatif786@yahoo.com
২৮৯		২৯০	
 সামশুল হক চৌধুরী সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম- ১২ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেলঃ ০১৮১৯০৭৬৭৫৬ জন্মতারিখ : ২০.০৭.১৯৫৭ শিক্ষাঃ বি.কম	পেশাঃ শিল্পপতি ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৬০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-১৫, রোড নং-১, লেইন ৩, বক-'এল' হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম (গ) গ্রাম-রশিদাবাদ (আজগর আলী চৌধুরী বাড়ী) ডাকঘর-শোভনদন্ডী, উপজেলা-পটিয়া, চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ chittagong.11@parliament.gov.bd , chy@gmail.com, shamsulhoquechy@gmail.com	 সাইফুজ্জামান চৌধুরী সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-১৩ জন্মতারিখ : ১৮.০২..১৯৬৯	শিক্ষাঃ বি.বি.এ পেশাঃ শিল্পপতি দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৭০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) ফ্ল্যাট-১০৩, বাড়ি-১৭, রোড-১০৮, গুলশান-২, ঢাকা (গ) গ্রাম+ডাকঘর-হাইলধর, উপজেলা-আনোয়ারা, জেলা-চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ chittagong.13@parliament.gov.bd , szchowdhury1@gmail.com
২৯১		২৯২	
 মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-১৪ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জন্মতারিখ : ০১.০২.১৯৫২ শিক্ষাঃ বি.এ (পাস) পেশাঃ ঠিকাদার (১ম শ্রেণী) ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-২০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) মরিয়ম হাউজ, বি/১৪, বিভারলী হিল এস্টেট, চট্টেশ্বরী রোড, চট্টগ্রাম (গ) মুন্সি কেরামত আলী চোধুরী বাড়ী, কাঞ্চননগর, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম টেলিফোন - সেলঃ ০১৮১৬-৬১৪০১৫ ই -মেইলঃ chittagong.14@parliament.gov.bd.	 আবু রেজা মুহাম্মদ নেজাম-উদ্দিন সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-১৫ জন্মতারিখ : ১৫.০৮.১৯৬৮ শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ (আরবি সাহিত্য), পিএইচডি	পেশাঃ অধ্যাপনা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৭০৪, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) বাড়ী নং-৪৭১৬, নদভী প্যালেস, রুপালী আবসিক এলাকা, বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও চট্টগ্রাম (গ) গ্রামঃ বাবুনগর, মক্কার বাড়ী, মাদার্শা, ডাকঃ দেওদিঘী, থানাঃ সাতকানিয়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম টেলিফোন - সেলঃ ০১৭১৩১২০২২০, ফোনঃ ০৩১-২৫৫১৬৫৪ ই -মেইলঃ chittagong.15@parliament.gov.bd

২৯৩		২৯৪	
 মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য সেলঃ ০১৭১৪-১৬৭৪৭০	জন্মতারিখ : ২০.১২.১৯৫৭ শিক্ষাঃ এম.এ পেশাঃ ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ(ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-৩০২, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা (খ) হ্যানি হেভেন, বাসা নং-৪৫, বক-এ, রোড নং- ৩ , রহমান নগর, পূর্বনাসিরাবাদ (গ) বাড়ী কবির চেয়ারম্যান বাড়ী পাইরাং (পশ্চিমাংশ) ও জালিয়াঘাটা, ডাকঘর-জালিয়াঘাটা-৪৩৯০ বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ই -মেইলঃ chittagong.16@parliament.gov.bd	 জাফর আলম সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-১ দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ গ্রাম-পালাকাটা ইমামুদ্দিন পাড়া, ডাকঘর-চিরিংগা সিসি-৪৭৪০, চকরিয়া পৌরসভা, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার। ই -মেইলঃ sbazar.1@parliament.gov.bd
২৯৫		২৯৬	
 আশেক উল্লাহ রফিক সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-২ সেলঃ ০১৭১১-৯৭৯০৩৮	জন্মতারিখ :২৪.০৭.১৯৭১ শিক্ষাঃ এম.কম (অর্থবিজ্ঞান) পেশাঃ ব্যবসা ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০২, ফ্ল্যাট নং-৮০২, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (খ) হোটেল সৈকত প্রধান সড়ক, কক্সবাজার (গ) জাগিরা ঘোনা, বড় মহেশখালী, উপজেলা-মহেশখালী, কক্সবাজার, ই -মেইলঃ sbazar.2@parliament.gov.bd	 সাইমুম সরওয়ার কমল মাননীয় সংসদ সদস্য দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	সেলঃ ০১৭২০০০০০৪৮, ০১৭২০০০০০৪৯ জন্মতারিখ :০২-০১-১৯৭০ শিক্ষাঃ বিএসসি, এমএসসি পেশাঃ ব্যবসা কক্সবাজার-৩, ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৩, ফ্ল্যাট নং-১০১, সংসদ-সদস্য ভবন, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা, (খ) ওসমান ভবন, মন্ডল পাড়া, পোঃ রামু, উপজেলা-রামু, জেলাঃ কক্সবাজার, ই -মেইলঃ cox' sbazar.3@parliament.gov.bd
২৯৭		২৯৮	
 শাহীন আক্তার মাননীয় সংসদ সদস্য দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ চৌধুরীপাড়া, ডাকঘর-টেকনাফ পৌরসভা-৪৭৬০, উপজেলা-টেকনাফ, জেলা-কক্সবাজার। ই -মেইলঃ sbazar.4@parliament.gov.bd	 কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা সংসদ সদস্য, পার্বত্য খাগড়াছড়ি	সেলঃ ০১৮১৯৯-৪৩০২৩, ০১৫৫৬৭৪৪৭৮৮,, জন্মতারিখ : ০৪.১১.১৯৬৩ শিক্ষাঃ বি.এ, পেশাঃ কৃষি ও ব্যবসা দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-০৫, ফ্ল্যাট নং-৮০৩, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি পৌরসভা, খাগড়াছড়ি (গ) থানাপাড়া, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি, ই -মেইলঃ khagrachari@parliament.gov.bd
২৯৯		৩০০	
 দীপংকর তালুকদার সংসদ সদস্য, পার্বত্য রাঙ্গামাটি	দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) স্থায়ীঃ দীপালয়, চম্পক নগর, ডাকঘর-রাঙ্গামাটি-৪৫০০, উপজেলা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। ই -মেইলঃ rangamati@parliament.gov.bd	 বীর বাহাদুর উশৈ সিং সংসদ সদস্য, পার্বত্য বান্দরবান	কার্যকাল:পঞ্চম, সেলঃ ০১৭১১৭০৪১৪১ জন্মতারিখ : ১০.০১.১৯৬০ শিক্ষাঃ এম.এ পেশাঃ ব্যবসা, দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ (ক) ভবন নং-৪, ফ্ল্যাট নং-৬০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, (খ) মধ্যম মারমা পাড়া, ৫ নংওয়ার্ড পৌর এলাকা, বান্দরবান সদর উপজেলা, পার্বত্য বান্দরবান ই -মেইলঃ bandarban@parliament.gov.bd

সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী সাংসদ

৩০১ (মহিলা আসন-১)	৩০২ (মহিলা আসন-২)	৩০৩ (মহিলা আসন-৩)	৩০৪ (মহিলা আসন-৪)
 শিরীন আহমেদ দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা টেলিফোন: ৯১১৪৯০৩, ০১৭২০০২৭১৭৬ ই -মেইল: seat.1@parliament.gov.bd sherinahmed301@gmail.com	 জিন্নাতুল বাকিয়া দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টেলিফোন: ০১৭১১৩২১৯৪০ ই -মেইল: seat.2@parliament.gov.bd	 শবনম জাহান দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 সুবর্ণা মোস্তাফা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০৫ (মহিলা আসন-৫)	৩০৬ (মহিলা আসন-৬)	৩০৭ (মহিলা আসন-৭)	৩০৮ (মহিলা আসন-৮)
 নাহিদ ইজাহার খান দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 খাদিজাতুল আনোয়ার দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 ওয়াসিকা আয়শা খান দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 কানিজ ফাতেমা আহমেদ দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩০৯ (মহিলা আসন-৯)	৩১০ (মহিলা আসন-১০)	৩১১ (মহিলা আসন-১১)	৩১২ (মহিলা আসন-১২)
 বাসন্তী চাকমা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 অঞ্জুম সুলতানা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 আরমা দত্ত দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 উম্মে ফাতেমা নাজমা বেগম দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী সাংসদ

৩১৩ (মহিলা আসন-১৩)	৩১৪ (মহিলা আসন-১৪)	৩১৫ (মহিলা আসন-১৫)	৩১৬ (মহিলা আসন-১৬)
 শামসুন নাহার দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 রুমানা আলী দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 সুলতানা নাদিরা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 হোসনে আরা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩১৭ (মহিলা আসন-১৭)	**৩১৮ (মহিলা আসন-১৮)**	**৩১৯ (মহিলা আসন-১৯)**	**৩২০ (মহিলা আসন-২০)**
 হাবিবা রহমান খান দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 জাকিয়া পারভীন খানম দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 শেখ এ্যানী রহমান দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 অপরাজিতা হক দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২১ (মহিলা আসন-২১)	**৩২২ (মহিলা আসন-২২)**	**৩২৩ (মহিলা আসন-২৩)**	**৩২৪ (মহিলা আসন-২৪)**
 মোছাঃ শামীমা আক্তার খানম দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 ফজিলাতুন নেসা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 রাবেয়া আলীম দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 তামান্না নুসরাত (বুবলী) দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২৫ (মহিলা আসন-২৫)	**৩২৬ (মহিলা আসন-২৬)**	**৩২৭ (মহিলা আসন-২৭)**	**৩২৮ (মহিলা আসন-২৮)**
 নার্গিস রহমান দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 মনিরা সুলতানা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 মোছা. খালেদা খানম দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 সৈয়দা রুবিনা আক্তার দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩২৯ (মহিলা আসন-২৯)	**৩৩০ (মহিলা আসন-৩০)**	**৩৩১ (মহিলা আসন-৩১)**	**৩৩২ (মহিলা আসন-৩২)**
 কাজী কানিজ সুলতানা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 গোরিয়া ঝর্ণা সরকার দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 খ. মমতা হেনা লাভলী দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	 জাকিয়া তাবাসসুম দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা অস্থায়ী: ভবন-৩, ফ্ল্যাট- ৩০১, সংসদ সদস্য ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ধাকা-১২০৭

সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী সাংসদ

৩৩৩ (মহিলা আসন-৩৩)	৩৩৪ (মহিলা আসন-৩৪)	৩৩৫ (মহিলা আসন-৩৫)	৩৩৬ (মহিলা আসন-৩৬)
ফরিদা খানম দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: গৃহিণী ঠিকানা: স্থায়ী: গ্রাম- গুপ্তাঙ্ক, বাসা-১৩, ওয়ার্ড- ৫, ডাকঘর- মাইজদিকোর্ট, থানা- নোয়াখালি সদর, নোয়াখালি অস্থায়ী: বাসা-৩৪, ফ্ল্যাট- ৩০২, রোড- ৯/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা, ডাকঘর- ঝিগাতলা	**রুশেমা বেগম** দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) ঠিকানা: স্থায়ী: বাসা-৭/২/১৫৭, গ্রাম- মুজিব সড়ক ২ নং হাবেলি গোপালপুর, ডাকঘর- ফরিদপুর-৭৮০০, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর পৌরসভা, ফরিদপুর অস্থায়ী: রোড- ১৫ (পুরাতন), ৮/এ (নতুন) বাড়ি- ৩০৭ (৪র্থ তলা), ধানমন্ডি(পশ্চিম), ঢাকা- ১২০৯	**সৈয়দা রাশিদা বেগম** দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: ব্যবসা ও রাজনীতি ঠিকানা: স্থায়ী : গ্রাম- সুলতানপুর, ডাকঘর ও থানা- মিরপুর, জেলা- কুষ্টিয়া অস্থায়ী: বাড়ি- ২৮, রোড- ১০ বি, বক- এইচ, বনানী, ঢাকা	**সৈয়দা জোহ্রা আলাউদ্দিন** দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: উদ্যোক্তা ঠিকানা: স্থায়ী: "শ্যামলী" কাঁজিরগাঁও, মৌলভিবাজার অস্থায়ী: ১১৮৩ রানি মহল, মৈত্রী সড়ক, ঢাকা
৩৩৭ (মহিলা আসন-৩৭)	**৩৩৮ (মহিলা আসন-৩৮)**	**৩৩৯ (মহিলা আসন-৩৯)**	**৩৪০ (মহিলা আসন-৪০)**
আদিবা আনজুম মিতা দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: আইনজীবী ঠিকানা: স্থায়ী: বাড়ি- ২৩২, কেশবপুর, ডাকঘর- জি পি অ-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী অস্থায়ী: এইচ ডি-১, গানভবন ডাক্তার কোয়াট-ার, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	**ফেরদৌসী ইসলাম** দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	**পারভীন হক সিকদার** দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: ব্যবসা ও রাজনীতি ঠিকানা: স্থায়ী: গ্রাম- কার্তিকপুর, পো: -কার্তিকপুর, থানা- ভেদেরগঞ্জ, জেলা- শরীয়তপুর অস্থায়ী: ২৬৫ ঈদগাহ রথ-১৫ (পুরাতন), নতুন ৮/এ, ধানমন্ডি, আ/এ, ঢাকা -১২০৯	**খোদেজা নাসরিন আক্তার হোসেন** দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: আইনজীবী ঠিকানা: স্থায়ী: গ্রাম- হাবাশপুর, ডাকঘর-হাবাশপুর, থানা- পাংশা, জেলা- রাজবাড়ী অস্থায়ী: এপার্টমেন্ট সি-৫, ৭নং ময়মনসিংহ রোড, পরিবাগ বাংলামটর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ টেলিফোন: ০২-৯৬৬০২৭৯, ০১৭১৬৭৮৫৪৪৬ ই -মেইল: seat.40@parliament.gov.bd adv.khodezanasreen@gmail.com
৩৪১ (মহিলা আসন-৪১)	**৩৪২ (মহিলা আসন-৪২)**	**৩৪৩ (মহিলা আসন-৪৩)**	**৩৪৪ (মহিলা আসন-৪৪)**
মোসা. তাহমিনা বেগম দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) ঠিকানা: স্থায়ী: গ্রাম- চর ঝাউতলা, ডাকঘর- কালকিনি-৭৯২০ কালকিনি পৌরসভা, কালকিনি, মাদারীপুর টেলিফোন: ০১৭১২৫৩২৪৪৭ ই -মেইল: seat.41@parliament.gov.bd	**নাদিরা ইয়াসমিন জলি** দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঠিকানা: স্থায়ী: গ্রাম- আঁটুয়া মোমেনাবাদ, ডাক+ থানা+জেলা: পাবনা অস্থায়ী: খান্দকার ইমরানুল ইসলাম (রাজেশ), ই-৩, ২৯/৯ খিলজি রোড, প্যারাডাইস এপার্টমেন্ট, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা টেলিফোন: ০১৭২৬৪৩০৭২১ ই -মেইল: seat.42@parliament.gov.bd nadirayeasminjoly@gmail.com	**রন্তা আহমেদ** দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেশা: ব্যবসা ও রাজনীতি ঠিকানা: স্থায়ী: বাসা- ৪৭৫, নিচা বাজার, ডাকঘর- নাটোর সাদর-৬৪০০, নাটোর সাদর, জেলা- নাটোর অস্থায়ী: বাসা- ১১৮৪, এভিনিউ- ১১, মিরপুর ডি ও এইচ এস, ঢাকা টেলিফোন: ০১৭১১৩৩৫৫৯১ ই - মেইল: ratnaahmed43@gmail.com	**সালমা ইসলাম** দল - জাতীয় পার্টি পেশা: শিল্পপতি ঠিকানা: স্থায়ী: গ্রাম-কমর খোলা, ডাকঘর- চুরাইন-১৩২৫, থানা- নবাবগঞ্জ, ঢাকা অস্থায়ী: বাড়ি- ৮, রোড- ৬৭, গুলশান, ঢাকা -১২১২ টেলিফোন: ০১৭১১৩৩৫৫৯১ ই -মেইল: seat.45@parliament.gov.bd

সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী সাংসদ

৩৪৫ (মহিলা আসন-৪৫)	৩৪৬ (মহিলা আসন-৪৬)	৩৪৭ (মহিলা আসন-৪৭)	৩৪৮ (মহিলা আসন-৪৮)
 মাসুদা এম, রশীদ চৌধুরী দল - জাতীয় পার্টি টেলিফোন: ০১৭১১৩৩৫৫৯১ ই -মেইল: seat.46@parliament.gov.bd	 নাজমা আকতার দল - জাতীয় পার্টি পেশা: রাজনীতি ঠিকানা: স্থায়ী: আতিকুল ইসলাম সড়ক একাডেমি বিরিত্তি, থানা + জেলা: ফেনী অস্থায়ী: রোড- ২, বাসা-২২, বক- সি, রাওশন মঞ্জিল, নবোদয় হউজিং আবাশিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭ টেলিফোন: ০১৭১১৩৩৫৫৯১ ই -মেইল: seat.46@parliament.gov.bd	 রওশন আরা মান্নান দল - জাতীয় পার্টি পেশা: চেয়ার পারসন, রয়েল একাডেমি, আরামবাগ ঠিকানা: স্থায়ী: তাজ-রাওসন মঞ্জিল, (কাপ্তান বাজার-কুমিলা), তাজ-রাওসন হাই স্কুল, কাপ্তান বাজার, ডাকঘর- কুমিল্লা, থানা- কোতয়ালি, জেলা- কুমিল্লা (সদর) অস্থায়ী: ১৫৮/২, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ টেলিফোন: ০১৭১১৩৩৫৫৯১ ই -মেইল: seat.47@parliament.gov.bd rowshan.m1@gmail.com	 লুৎফুন নেসা খান দল - বাংলাদেশ ওর্য়াকার্স পার্টি টেলিফোন: ০১৭১১৩৩৫৫৯১ ই -মেইল: Seat.48@parliament.gov.bd

৩৪৯ (মহিলা আসন-৪৯)	৩৫০ (মহিলা আসন-৫০)
 সেলিনা ইসলাম দল: স্বতন্ত্র পেশা: ব্যবসা ও রাজনীতি ঠিকানা: স্থায়ী: প্রধান বাড়ি, গ্রাম- সোনাকান্দি, ডাকঘর-শিবনগর, থানা- মেঘনা, জেলা- কুমিল্লা অস্থায়ী: বাড়ি সি ই এন ডি/২, ফ্ল্যাট- ৮ (এ-বি), রোড- ৯৫,গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২ টেলিফোন: ০১৭১১৩৩৫৫৯১ ই -মেইল: seat.49@parliament.gov.bd, othmanshahidislam@gmail.com	 রুমিন ফারহানা দল: বিএনপি ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৬ কোটি মানুষের কথা বলবে, ৩৫০ জন জনপ্রতিনিধি
জানতে জানাতে ...

পার্লামেন্ট ফেইসের নিয়মিত আয়োজন

জন প্রতিনিধিদের কথা

আমরা আসছি
আপনার কাছে....
জানতে এবং জানাতে

চোখ রাখুন পাতা নাম্বর -

WE JUTE

স্বদেশী পণ্যের একটি ই-কমার্স প্লাটফর্ম

404, Golam Rasul Plaza, 1st Floor (A-4), Dilu Road, New Eskaton, Dhaka.
email: info@wejutebd.com, **01926677535**
www.wejutebd.com

Intone Ultra

- Higher Coverage
- Excellent Scrub Resistance
- Durable Finish
- Highly Washable

www.rakpaintsbd.com

Careline: 09-678-111-222

/rakpaintsbd

সাফল্যের অগ্রযাত্রায়
১৯ বৎসরে পদার্পন

বীমা সেবায় ১৯ বৎসর
পূর্তিতে আমাদের সম্মানিত
সকল গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক
ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই
আন্তরিক শুভেচ্ছা
ও
অভিনন্দন

১৯

আপনার সম্পদের সর্বাধিক নিরাপত্তার প্রতীক

রিপাবলিক ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
Republic Insurance Company Limited
HR Bhaban, (6th & 9th Floor), 26/1, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh